182. Ac. 916. 7.

TRAVELS AND OBSERVATIONS ON

Arabia (Headjaz), Syria, Palestine (Jerusalem or Baitul Moquddes), Egypt and Baghdad.

EDITED BY

MOHAMMED BADRUDDUJA.
Ramu—Chittagong.

BENGAL LIBRARY
2 - 1917

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

আরব (হেজাজ), সিরিয়া (শাম), বয়তুল মোকদ্দস (জেরুসালম), মিসর (ইজিপ্ট) এবং বোগ্দাদ ভ্রমণ ও দর্শন।

78

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা কর্ত্তৃক

প্রণীত।

চট্টগ্রাম, কাক্স্‌বাজার হইতে
হাজী মোহাম্মদ সইদুর রহমান মিঞা দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা—১৫৯নং কড়েয়া রোড্; রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সূচি-পত্র।

আত্ম-নিবেদন ১। খরচের তালিকা ৩। পথের দূরত্ব ৬। সূচনা ৭। সঙ্কল্প ৯। হজ্জ হইতে লব্ধ উপদেশ ১১। সর্ব্বাগ্রে পালনীয় কর্ম্ম ১২। হজ্জ যাত্রা ১৩। হজ্জ যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় ১৬। সময়ের পার্থক্য ১৭। আরব-সাগর ১৮। আদন ২০। কামরান ২২। লোহিত সাগর ২৪। আরব দেশ ২৫। জেদ্দা ২৭। সম্মানিত কাবা মন্দির ২৮। হজ্জব্রত সমাপন ৩০। সম্মানিত স্থান সমূহের লিষ্ট ৩৩। প্রার্থনা গ্রহণ হওয়ার স্থান ৩৫। মদিনার গৌরব ৩৫। মদিনায় গমন ৩৭। মদিনা দর্শন ৩৮। জেয়ারত করার স্থান ৪০।

সিরিয়া (শাম) ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ৪২। সিরিয়া যাত্রা ৪৪। রেল ষ্টেসনের বিবরণ ৪৫। (তবুক ৪৬।) দামেস্কস্ দর্শন ৫২। জামের্ দামেস্ক ৫৪। বাজার ৫৬। ভ্রমণ ও সম্মানিত স্থান সমূহ দর্শন ৫৮। সমাধি ও সম্মানিত স্থান ৫৯। বৈরুত গমন ৬৯। বৈরুত ৭১।

বয়তোল্ মোকদ্দস ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ৭৩। ইয়াফা (জাফা) ৭৪। ওস্মানী কুদ্দুসী রেলওয়ে ৭৬। বয়তোল্ মোকদ্দস্ ৭৮। মস্জেছুল্ আক্সা ৮৭। জেনের কারাগার ৮৯। তক্ইয়া ৯১। সমাধি ও সম্মানিত স্থান দর্শন ৯২। খলিল রহমান ৯৪।

মিসর (ইজিপ্ট) ভ্রমণ। পোর্ট সয়ীদ ৯৭। ব্রিটিশ কন্সল্ ৯৯। আলেক্জেন্দ্রিয়া ১০০। রেলে ভ্রমণ ১০২। মিসর ১০৩। মাদ্রাসায় জামেউল্ আয্হার ১০৫। মস্জিদ ১০৫। পশুশালা ১০৭। নীল নদী ১০৮। পিরামিড্ ১০৯। সুয়েজ প্রণালী ১১০। মোশাবা ১১১।

বোগদাদ-ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ১১৩। হাম্স্ ১১৪। আলেপ্পো ১১৫। কারবলা ১১৬। বোগদাদ দর্শন ১১৭। বাব-শেখ ১১৮। বস্রা ১১৯। বস্রা হইতে বোম্বাই প্রত্যাগমন ১১৯। সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ১২১।

TRAVELS AND OBSERVATIONS
ON
Arabia (Headjaz), Syria, Palestine (Jerusalem or Baitul Moquddes), Egypt and Baghdad.

EDITED BY
MOHAMMED BADRUDDUJA.
Ramu—Chittagong.

182. Ac. 916. 7.
BENGAL LIBRARY 12 - 1917
78

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

আরব (হেজাজ), সিরিয়া (শাম), বয়তুল মোকদ্দস (জেরুসালম), মিসর (ইজিপ্ট) এবং বোগ্দাদ ভ্রমণ ও দর্শন।

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা কর্ত্তৃক
প্রণীত।

চট্টগ্রাম, কাক্স্‌বাজার হইতে
হাজী মোহাম্মদ সইদুর রহমান মিঞা দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা—১৫৯নং কড়েয়া রোড্; রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সূচি-পত্র।

আত্ম-নিবেদন ১। খরচের তালিকা ৩। পথের দূরত্ব ৬। সূচনা ৭। সঙ্কল্প ৯। হজ্জ হইতে লব্ধ উপদেশ ১১। সর্ব্বাগ্রে পালনীয় কর্ম্ম ১২। হজ্জ যাত্রা ১৩। হজ্জ যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় ১৬। সময়ের পার্থক্য ১৭। আরব-সাগর ১৮। আদন ২০। কামরান ২২। লোহিত সাগর ২৪। আরব দেশ ২৫। জেদ্দা ২৭। সম্মানিত কাবা মন্দির ২৮। হজ্জব্রত সমাপন ৩০। সম্মানিত স্থান সমূহের লিষ্ট ৩৩। প্রার্থনা গ্রহণ হওয়ার স্থান ৩৫। মদিনার গৌরব ৩৫। মদিনায় গমন ৩৭। মদিনা দর্শন ৩৮। জেয়ারত করার স্থান ৪০।

সিরিয়া (শাম) ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ৪২। সিরিয়া যাত্রা ৪৪। রেল ষ্টেসনের বিবরণ ৪৫। (তবুক ৪৬।) দামেস্কস্ দর্শন ৫২। জামের্ দামেস্ক ৫৪। বাজার ৫৬। ভ্রমণ ও সম্মানিত স্থান সমূহ দর্শন ৫৮। সমাধি ও সম্মানিত স্থান ৫৯। বৈরুত গমন ৬৯। বৈরুত ৭১।

বয়তোল্ মোকদ্দস ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ৭৩। ইয়াফা (জাফা) ৭৪। ওস্মানী কুদ্দুসী রেলওয়ে ৭৬। বয়তোল্ মোকদ্দস্ ৭৮। মস্জেছুল্ আক্সা ৮৭। জেনের কারাগার ৮৯। তকিয়া ৯১। সমাধি ও সম্মানিত স্থান দর্শন ৯২। খলিল রহমান ৯৪।

মিসর (ইজিপ্ট) ভ্রমণ। পোর্ট সয়ীদ ৯৭। ব্রিটিশ কন্সল্ ৯৯। আলেক্জেন্দ্রিয়া ১০০। রেলে ভ্রমণ ১০২। মিসর ১০৩। মাদ্রাসায় জামেউল্ আয্হার ১০৫। মস্জিদ ১০৫। পশুশালা ১০৭। নীল নদী ১০৮। পিরামিড্ ১০৯। সুয়েজ প্রণালী ১১০। মোশাবা ১১১।

বোগদাদ-ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ১১৩। হাম্স্ ১১৪। আলেপ্পো ১১৫। কারবলা ১১৬। বোগদাদ দর্শন ১১৭। বাব-শেখ ১১৮। বস্রা ১১৯। বস্রা হইতে বোম্বাই প্রত্যাগমন ১১৯। সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ১২১।

১৮৭

محمد صادم

আত্ম-নিবেদন।

BENGAL LIBRARY 1911

এই গ্রন্থ সেই পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি—যাঁহার দয়া ও মহিমা অনন্ত অপার। যদিও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ব-পালকের মহত্ত্বের নিকট তদীয় প্রশংসাকারিগণের প্রশংসা অতি নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর, যদিও সমস্ত বৃক্ষ লতাদির লেখনী করিয়া সমুদ্রের জলের দ্বারা সমস্ত মানব ও জ্বেন আজীবন তাঁহার প্রশংসা লিখিলে তাহা অণুমাত্রও ব্যক্ত হইবে না, তাহা জানি; তথাপি অবনত মস্তকে আমি প্রথমতঃ তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ খোদা-তালার দয়া ও অনুগ্রহ তাঁহার সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষগণের সহিত সর্ব্বশেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তৃতীয়তঃ এই "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা সুসম্পন্ন হইবার জন্য তাঁহারই নিকট মঙ্গল ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—

১ম, "আরব-ভ্রমণ" (ইহাতে হজ্জ যাত্রা এবং সম্মানিত পবিত্র নগরী মক্কা মদিনার দর্শন ও ভ্রমণের সমস্ত বিবরণ লিখা হইল)।

(দঃ) আল্লাহুম্মা সল্লিআলা সৈয়দেনা মোহাম্মদ ও আলেহী ও আস্‌হাবেহী ও বারেক ও সাল্লম।

২য়, সিরিয়া (শাম) ভ্রমণ ; ৩য়, বয়তোল-মোকদ্দস্ ভ্রমণ ; ৪র্থ, মিসর (ইজিপ্ট) ভ্রমণ এবং ৫ম, বোগ্দাদ ভ্রমণ।

মোটামুটি ভাবে হিসাবের এক তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, কেবল হজ্জ-ব্রত সমাপনে মং ৩৫৭৸৹ টাকা ব্যয় হইবে। সম্মানিত মদিনা দর্শন করিতে মং ৪৫৭৸৹ টাকা এবং দমেস্কস, বয়তোল্ মোকদ্দস্ ও মিসর দর্শন করিতে মং ৬০২৷৶৹ ব্যয়িত হইবে। কিন্তু মিসরের পরিবর্ত্তে বোগ্দাদ ভ্রমণ করিতে মং ৬০৫৷৹ টাকার আবশ্যক করিবে। পরন্তু অসমর্থ পক্ষে ১ম প্রকারে ৩০০৲ টাকা, ২য় প্রকারে ৪০০৲ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ প্রকারে ৫০০৲ টাকা হইলে কোন মতে কার্য্য সমাধা হইবে।

বক্তব্য এই যে, এতৎ সঙ্গে খরচের যে লিষ্ট প্রদত্ত হইল, তাহা সাধারণ লোকের খরচোপযোগী এবং তন্নিম্নে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য অনুমান করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহা কেবল দরিদ্র ও ভিক্ষা-জীবিগণের জন্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কারণ, সাধারণ সমর্থ লোকের জন্যও এক সহস্র টাকার আবশ্যক করিবে।

রামু—চট্টগ্রাম।
২৫শে জুলাই, ১৯১৬ ইংরেজী।

দীনাতিদীন—গ্রন্থকার—
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা।

মোটামুটি ভাবে খরচের তালিকা।

চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার রেলভাড়া ৫৲-৬৲, খোরাকী ও কুলি ২৲, কলিকাতার খোরাকী ও বাজে খরচ ৩৲, বোম্বাইর ভাড়া ১৫৷৵৫, রেলে খরচ ৩৲, বোম্বাইএ খোরাকী ও বাজে খরচ ১০৲, পাসপোর্টের ফিশ ৩৲, মোট ৪১৷৶০। ষ্টিমার ও পথের জন্য বাজার :—বিস্কুট ২৲, মিশ্রী ১৷৴০, চা ১৲, চার কেতলি (এলমোনিয়মের) ১৷৵০, (চার প্যালা-তস্তরি, চামচ এবং বর্ত্তন (বাসন) প্যালা গ্লাস লইতে হইবে), মাখন কিম্বা পনির ১৲, এলমোনিয়মের ডেকৃচি ২টী ২৷০, তামার লোটা ১৷৷০ জলের জন্য বড় টীন ৷৴০, টীনের চিলমচি ৵০, প্রস্রাব দান ৵০, বালটী ৷৶০, রজ্জু ২গাছি ৷৵০, মাটির সুরাহি ৷০, ছাবুন ৷৷০, কেচী ৶০, আয়না ৵০, সুই ও সূতার গুলি ৵০, ক্ষুর ৷৷৴০, সৌগন্ধ তৈল ৸০, আতর ৷৷০, আচার ২ বোতল ৸০, সাগু ৷০, চিরতা ৴০, দেসালাই ৵০, কাগজি লেবু ৷৴০, চাকু ৷৷৴০, কাফন ও এহ্‌রামের কাপড় ২০ গজ (৪০ হস্ত) ৬৲, বিছানার সতরঞ্জি ১৷০, চাউল ৷৷০/ ৩৲, মসুরের ডাল ৷৷০, বিলাতী আলু ৷৷৵০, পেয়াজ ৷০, ঘৃত ৫৲, লবণ ৴০, এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ৷৵০, মোরগ ৫৲, কপি, বর্ষাফল ইত্যাদি তরকারী ১৲, শুকটী মৎস্য ৷৷০, দাড়িম্ব, কমলা লেবু ইত্যাদি টাট্‌কা ফল ২৲, (গ্যাসের চুলা ৫৲, কেরোসিন তৈল ৷৷০) অসমর্থ পক্ষে লোহের চুলা ৷৵০, কয়লা ৷৷৵০, উপরোক্ত দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য কাঠের পেটী ১৷০, (মরিচ, লাল মরিচ, হরিদ্রা, জিরা এবং মসলার গুড়া বাড়ী হইতে লওয়া আবশ্যক) মোট ৮৬৷৷৵০ আনা।

বোম্বাই হইতে জেদ্দা পর্য্যন্ত (ভাড়ার স্থিরতর নিয়ম নাই) আনু-মানিক ষ্টীমার ভাড়া ৭০৲, কামরানে ৫ দিন অবস্থান কালে মাংস ও মৎস্য ২৲, জেদ্দায় হুরি (নৌকা) ভাড়া ১।০, জেদ্দায় খরচ ২৲, গৃহ ও মক্কা গমনের উষ্ট্র ভাড়া ১০৲, উষ্ট্র চালককে বখ্‌শীশ ১৲, মক্কাশরীফে মালুমি ৮৲, গৃহ ভাড়া ৪৲, আরফাতে তাম্বু ভাড়া ২৲, প্রথম তওয়াফ কালে খয়রাত ২৲, জিন্নত মালা আদি স্থান জেয়ারত করিতে খরচ ২৲, আরফায় (১৮ মাইল) গমনাগমনের উষ্ট্র ভাড়া ১০৲, খোরাকী ও বাজে খরচ ৩৲, নিজের, হজরত সাহেবের এবং মাতা পিতার জন্য কোর্‌বাণীর ছাগল (দুম্বা) ২১৲, কাবা শরীফে খোরাকী ও বাজে খরচ ১৫৲, খয়রাত ১৫৲, ওমরা আনিতে চা রুটী ইত্যাদি ১৲, মোট ২৫৭৸০ আনা।

সম্মানিত মদিনা তৈয়বা গমনের উষ্ট্র ভাড়া (একদিকের ৫০৲) ৬০৲, উষ্ট্র চালককে বখ্‌শীশ ৫৲, পথে খোরাকী ৬৲, মদিনাতে মালুমি ও গৃহ ভাড়া ৭॥০, খয়রাত ৫৲, রওজা মোবারকে কোরাণ শরীফ দেওয়া ৪৲, খোরাকী ও বাজে খরচ ৪৲, মদিনা তৈয়বা হইতে জেদ্দা গমনের খোরাকী ও উষ্ট্র চালককে বখ্‌শীশ ৮॥০, মোট ১০০৲ অত্যা-বশ্যকীয় তবরোকাদি ১০৲, জেদ্দা হইতে ষ্টীমার ভাড়া ৫০৲, জেদ্দা ও ষ্টীমারের খোরাকী ১২৲, বোম্বাই হইতে চট্টগ্রাম তক ২৮৲, মোট ৪৫৭৸০ আনা।

যাঁহারা সম্মানিত মদিনা তৈয়বা হইতে অন্য দিকে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মদিনা গমনের উষ্ট্র ভাড়া ৫০৲, উষ্ট্র চালককে বখ্‌শীশ ৫৲, পথে খোরাকী ৬৲, মদিনাতে গৃহ ভাড়া ও মালুমি ৭॥০, জেয়ারত ও খয়রাত ৫৲, রওজাতে কোরাণ শরীফ দেওয়া ৪৲, খোরাকী ১০৲, মোট ৮৭॥০।

মদিনা তৈয়বা হইতে দামেস্কস্ পর্য্যন্ত রেল ভাড়া ৩৮০ খোরাকী

(লিয়া) কোয়ারাণ্টাইন ২২৲ লেয়রা, মোট ৪০২৲ লেয়রাতে আনুমানিক ৫৫৲, টিকিট লওয়ার সময় পাস লওয়া ২॥•, গাড়ী ভাড়া ১৲, নাশ্‌তা চা ১৲, তবুক কোয়ারাণ্টাইন স্থানে খোরাকী ২৲, দামেস্কসে খোরাকী ও বাজে খরচ ১০৲, বৈরুত (বেরুত) গমনের রেল ভাড়া ৫৲, রেলে আরোহণ কালে বখ্‌শীশ ও রেলে মেওয়া ৩৲, বৈরুতে হোটেল ভাড়া, খোরাকী এবং ষ্টীমারে আরোহণ কালে হুরি (নৌকা) ভাড়া ৪৲, ইয়াফা (জাফা) পর্য্যন্ত ষ্টীমার ভাড়া ৩৮৹, বাজে খরচ ১॥• মোট ৫।•, জাফা অবস্থান ২৲, বয়তোল মোকদ্দছ গমনাগমনের রেল ভাড়া ৩৶•, হিসাবে ৬।•, খোরাকী ৪৲, সমাধি স্থান দর্শন করিতে খরচ ৬৲, জাফায় হুরি ভাড়া কুলি ভাড়া খোরাকী ও গৃহ ভাড়া ৮৲, মোট ১১৫৲ টাকা।

জাফা হইতে পোর্ট সয়ীদ ষ্টীমার ভাড়া ৫৲, ষ্টীমারে কোয়ারাণ্টাইন ১৲, হুরি ভাড়া ॥৶•, পোর্ট সয়ীদে হোটেল ভাড়া ও খোরাকী ৬৲, মিসর (কায়রো) গমনাগমনের রেল ভাড়া ৩॥৶• হিসাবে ৭।•, মেসরে খোরাকী, হোটেল ও গাড়ী ভাড়া ৬৲, বোম্বাই গমনের ষ্টীমারের জন্য বাজার ১২৲, পোর্ট সয়ীদ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ষ্টীমার (স্থিরতর নিয়ম নাই) ৬০৲, ষ্টীমারে আরোহণ কালে গাড়ী ও হুরি ভাড়া ১।৴•, মোট ৯৯৶•, অত্যাবশ্যকীয় বাজার ১৫৲, বোম্বাই হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ২৮৲, মক্কা মদিনা গমনের খরচ সহ মোট ৬০২।৶• আনা।

বোগদাদ, বস্‌রা হইতে বোম্বাই গমন।

জাফা হইতে বৈরুত পর্য্যন্ত ৫।•, বৈরুত হইতে রেয়াক পর্য্যন্ত ২৶৯, বাজে খরচ সহ মোট ৩৲, রেয়াক হইতে আলেপ্পো * পর্য্যন্ত ১০৲,

---

* আলেপ্পো হইতে বোগদাদের নিকটে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত রেল বিস্তার হইয়া যাত্রী গমনাগমন করিতেছে, অনুসন্ধান ক্রমে তাহার ভাড়া

রেলে বাক্সে খরচ ৯৲, আলেপ্পো (হলব) ও তন্নিকটস্থ স্থানে খোরাকী ও গাড়ী ভাড়া ৫৲, ফোরাত নদীর পার হইতে মোছায়া পর্য্যন্ত ছুরি ভাড়া ২৬৲, ছুরিতে খাওয়ার জন্য বাজার ৬৲, কারবালা যাওয়ার গাড়ী ভাড়া ও বাক্সে খরচ ৪৲, নজফে আশরফ্ ও কুফা যাওয়ার গাড়ী ও কুলি ৪৲, বোগদাদ, কাজেমীন এবং মোয়াজ্জম ভ্রমণ খরচ ১২৲, বোগদাদ হইতে বস্‌রা ষ্টীমার ভাড়া ৫৲, বাক্সে খরচ ২ নং ৭৲, বস্‌রা বাক্সে খরচ এবং ষ্টীমারে খাওয়ার বাজার ৫৲, বসরা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ষ্টীমার ভাড়া ২৪৲, অত্যাবশ্যকীয় তবরোকাদি ১৫৲, বোম্বাই হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ২৮৲, মক্কা মদিনা ও বয়তোল মোকদ্দছ ভ্রমণ সহ মোট খরচ ৬০৫৷৹ আনা।

পথের দূরত্ব।

—o—

পোর্ট সয়ীদ হইতে সুয়েজ ৮৫ মাইল, সুয়েজ হইতে আদন ১৩৫০ মাইল, এবং আদন হইতে করাচি ১৫১২ মাইল। এই হিসাবে পোর্ট সয়ীদ হইতে করাচি ২৯৪৭ মাইল ব্যবধান। আদন হইতে বোম্বাই ১৬৬৫ মাইল। এই হিসাবে পোর্ট সয়ীদ হইতে বোম্বাই ৩১০০ মাইল ব্যবধান।

এই হিসাবে রীতি মত চালিত ষ্টীমার পোর্ট, সয়ীদ হইতে আদন পঁহুছিতে ৭ দিবসে আদন হইতে করাচি পঁহুছিতে ৫ দিবস এবং বোম্বাই পঁহুছিতে ৬ দিবসের আবশ্যক করে।

পরে জানান হইবে। কারণ অল্প দিন মাত্র হয় এই রেল চলিতেছে। বিশ্ব-ব্যাপী যুদ্ধের জন্য এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই।

٧٨٦

محمد صلعم

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

প্রথম ভাগ।

—০—

পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি।

আরব-ভ্রমণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

পূর্ব্বাভাষ।

সূচনা।

পরম করুণাময় খোদাতালার ৫ম আদেশ প্রতিপালনার্থ এই ভ্রমণ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রেরিত মহাপুরুষের (দঃ) সমাধি দর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনিই বলিয়াছেন, আমার লোকান্তর গমনের পর যে ব্যক্তি আমার সমাধি দর্শন করিবে, তাহার এরূপ বরকত (সমৃদ্ধি, সম্মান) লাভ হইবে যে, সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দর্শন করিল।" "বয়তোল্ মোকদ্দস্"

বা "জেরুজেলেম" যাহা সুপবিত্র এবং পুণ্যাধার বলিয়া তৃতীয় তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত, এবং সহস্র সহস্র খোদা-প্রেরিত মহাপুরুষ (পয়গম্বর) গণের পবিত্র লীলাভূমি ছিল—যে স্থানের "মস্‌জেদে-আক্‌সা" ও তাহার চতুষ্পার্শ্বকে সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া খোদাতালা স্বীয় পবিত্র কোরাণে মুজিদে বলিয়াছেন, তাহাও দর্শন করা ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিতে ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই স্পৃহা বলবতী থাকা সত্বেও তাঁহারা অবস্থা না জানায় ভীরুতা প্রদর্শন করেন। আবার যাঁহারা তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহারাও অনভিজ্ঞতা হেতু রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়েন। উপরোক্ত কারণ পরম্পরায় লোক কেবল কাবা শরীফ হইতেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন—অল্পসংখ্যক লোক মাত্র মদিনা গমন করিয়া থাকেন; ইহা ব্যতীত "বয়তোল্ মোকদ্দস্" দামাস্কস্ (দেমেস্ক) মিসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করা লোকে অতীব দুঃসাধ্য ও সঙ্কটময় ব্যাপার জ্ঞান করেন তাঁহাদের সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ এবং তাঁহারা গৃহে বসিয়া উপরোক্ত স্থানাদির সম্পূর্ণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন, এই মানসে জনাব হাজী মুন্‌শী মোহাম্মদ সয়ীদুর রহমান মিঞা নাজীর সাহেবের একমাত্র অনুরোধে সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা সেই পরম করুণাময়ের অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া এই "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। এলাহি! এই অধম গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা কার্য্যে পরিণত কর, সঙ্কল্প সিদ্ধ কর—এই প্রার্থনা। আমীন! ইয়া রব্বল্ আলমীন!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---o---

সঙ্কল্প।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে বিশুদ্ধ মনন করা আবশ্যক। যথা—উষ্ট্র কি জাহাজ ব্যতীত হজ্জ হয় না বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিয়াছে বলিয়া কি তাহাদিগকে হাজী বলা যাইতে পারে? সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পরকালের দিকে অগ্রসর হওয়া আত্মার কার্য্য, অতএব ইহ জগত ও পর জগতের সুখ-সম্পদের আশা না করিয়া কেবল একমাত্র খোদাতালার দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবের কর্ত্তব্য।

বোখারী ও মোস্‌লেম শরীফের সহি হাদিসে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু করে না, তাহার সম্বন্ধে খোদাতালা ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি এই আদেশ করেন যে, এই সঙ্কল্প জনিত পাপ খাতায় লিখিও না। যদি সে সেই ইচ্ছানুসারে পাপ কার্য্য করে, তবে একটী পাপ লিখিও। আবার যদি সে কোন সৎকার্য্য করিবার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে তাহার একটী পুণ্য লিখিও এবং সেই সঙ্কল্পিত সৎ কাজ যদি কার্য্যে পরিণত করে, তবে তাহার দশটী পুণ্য লিপিবদ্ধ করিও।"

প্রাচীন কালে কোন কোন ব্যক্তি আপনাদের উপদেষ্টার নিকট বলিত, "আমাকে সৎকার্য্য শিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমি দিবা রাত্রি তাহাতেই লিপ্ত থাকিব, কখন তাহা হইতে বিমুখ থাকিব না।" তদুত্তরে ধার্ম্মিকগণ বলিতেন, "যদি তুমি সৎকার্য্য করিতে না পার, কিন্তু সর্ব্বদা সৎকার্য্যের সঙ্কল্প করিও, তাহা হইলেও সৎকার্য্যের পুণ্য লাভের অধিকারী

হইবে।" সুতরাং সৎকার্য্যের "সঙ্কল্প ও মহা" পুণ্য-প্রদ। হজরত আবু হোরেরা (রাজি) বলিয়াছেন, "কেয়ামতের দিবস খোদাতালা মানব গণের নিয়তের (সঙ্কল্পের) নিকাশ লইবেন।"

পরম করুণাময় খোদাতালা ও তাঁহার প্রিয়-পাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রেম-বীজ হৃদয়ে উপ্ত করার অভিলাষী হইয়া হজ্জ-ব্রত সমাপন এবং মদিনা, সিরিয়া, জেরুজেলেম প্রভৃতি পুণ্য স্থান পর্য্যটনের সঙ্কল্প করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না যিনি খোদাতালার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া স্বর্গের অভিলাষ ও নরকের ভয় পরিত্যাগ করতঃ কেবল খোদা দর্শনের অভিপ্রায়ে এবাদত্ আরাধনা করেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ; তিনিই খোদাতালার প্রকৃত ভক্ত, তিনিই খোদাতালার প্রকৃত গোলাম, তিনিই খোদাতালার প্রকৃত প্রণয়ী, পরকালে তাঁহারই সদ্গতি লাভ হইবে। তাই বিনীত ভাবে প্রার্থনা,—এলাহি! এই দীনাত্মাকে এবং এস্‌লাম সমাজকে সৎ সঙ্কল্প করিবার শক্তি প্রদান কর। আমীন ইয়া রব্বল্ আলমীন!!

পাঠক! যিনি স্বর্গ লাভের জন্ত সৎকর্ম্ম করেন, তিনি লোভী ও বাসনার দাস। কেন না স্বর্গে সুখাস্ত ভোজন, মনোরম্য অট্টালিকায় বাস, পুষ্প শয্যায় শয়ন, সুন্দরী ললনা সহবাসে অতিবাহন, ইহা তো কামনার কথা। আর যিনি নরকাগ্নির আশঙ্কায় সৎকর্ম্ম ও উপাসনা করেন, তিনি তো দুষ্ট দাসের ন্যায়। কেন না দুষ্ট দাস যষ্ঠির ভয় না পাইলে কখনই ঠিক থাকে না—প্রভুর কার্য্য করে না। ফলতঃ উক্ত বিবিধ লোকের সঙ্গে বিশ্ব-পালকের কোনও সংশ্রব নাই।

প্রকৃত দাসের দৃষ্টি কেবল প্রভুর আদেশের প্রতি নিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। উহার মধ্যে তাহার নিজের কোন প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নহে। যে দাস এরূপ করিতে পারে,

সেই ই প্রকৃত দাস। এরূপ স্থলে তাহার নিজের অস্তিত্ব কিছুই থাকে না, সে সর্ব্ব প্রকারে আপনাকে সেই সর্ব্বাধারেসমর্পণ করে। মানব জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি এরূপে জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহারই জন্মগ্রহণ সার্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

হজ্জ হইতে লব্ধ উপদেশ।

হজ্জের জন্য যাত্রাকে এক হিসাবে পরলোক যাত্রার অনুরূপ করা হইয়াছে। কেন না হজ্জের প্রস্থান সময়ে পরিবার বর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লওয়া, মৃত্যুকালীন বিদায় লওয়ার তুল্য। হজ্জে যাত্রার পূর্ব্বে সর্ব্ববিধ সাংসারিক বাধ্য বাধকতা হইতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিতে হয়, পরলোক গমন কালেও সমস্ত সাংসারিক চিন্তা ও বন্ধন হইতে হৃদয়কে বিমুক্ত করিতে হয়, নচেৎ পরলোক যাত্রা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। হজ্জে যাত্রায় যেমন পাথেয় দ্রব্য-সম্ভার প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লইতে হয় এবং পথের মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে না হয়, তদর্থে যেমন সতর্কতা অবলম্বন ও আয়োজন করা আবশ্যক হয়; সেইরূপ ভীষণ বিপদ পূর্ণ হাশরের দুস্তর ময়দানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পরলৌকিক পাথেয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে হওয়া বিশেষ আবশ্যক এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। মক্কাযাত্রী দৃঢ় বিশ্বাস করিবেন যে, এই যাত্রাতেই শেষ যাত্রা ঘটিতে পারে। পরন্তু ইহা বিচিত্র নহে যে, হজ্জের সোওয়ারী হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই কবরের সোওয়ারীতে আরোহণ ঘটে। পথে নিরন্তর

মৃত্যুর কথা মনে রাখিবে। কাবাশরীফের নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন নিত্য ব্যবহৃত পোষাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক এহ্‌রামের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে, তখন কাফনের সেই শুভ্র বস্ত্রের কথা স্মরণ করিবে। আরফার ময়-ময়দানে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম এবং পল্লী হইতে বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক যখন একত্রিত হইয়া আপন আপন ভাষায় দোওয়া-প্রার্থনা করিতে থাকে, তখনকার সেই দৃশ্য ঠিক যেন কেয়া-মতের দিবস হাশরের ময়দানে সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র সমাবেশ হওয়ার তুল্য। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মুক্তির ভাবনায় ব্যস্ত থাকে, সকলেই আশা ও ভয় লইয়া মলিন মুখে দণ্ডায়মান থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বাগ্রে পালনীয় কর্ম্ম।

হজ্জের সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে তৌবা করা, ক্ষতিপূরণ দ্বারা উৎপীড়িত লোকদিগকে সন্তুষ্ট করা, ঋণ পরিশোধ করা, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যে সকল লোকের ভরণ পোষণের ভার নিজ স্কন্ধে আছে, তাহাদের ভরণ পোষ-ণের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া এবং ওছিয়ৎ-নামা লিখিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

হজ্জ-যাত্রীকে বৈধ উপার্জ্জনের ধন পাথেয় স্বরূপ লইতে হইবে এবং সন্দেহের ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, সন্দেহের ধন ব্যয় করিলে হজ্জ গ্রাহ্য হওয়ার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কা আছে। দরিদ্রদিগকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারা যায়, এরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থ সঙ্গে লওয়া আবশ্যক এবং গৃহ হইতে যাত্রা কালে, পথে শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতার উদ্দেশ্যে কিছু দান করা কর্ত্তব্য।

যাহার ধনে অবৈধ উপার্জ্জনের অর্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহার ইহা কর্ত্তব্য যে, অন্যের নিকটে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক হজ্জে গমন করা এবং পরে নিজ টাকার দ্বারা তাহা পরিশোধ করা।

ইহা অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখিত আছে, এ জন্য এরূপ করা কর্ত্তব্য ; কেন না কাহার ধনে কিরূপ অর্থ মিশ্রিত আছে তাহা বলা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হজ্জ যাত্রা।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে সমস্ত বিষয় পরম করুণাময় খোদাতালার প্রতি সমর্পণ ও তাঁহারই প্রতি নির্ভর করা যায়, তৎসমুদয় তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে নির্ভর কর্ত্তার কোনরূপই অনিষ্ট ঘটে না, ইহা গ্রন্থকারের বহু পরীক্ষিত ; কিন্তু যদি সদসৎ প্রবৃত্তির দাস যে মানব, তাহার উপর নির্ভর কেহ করে, তবে তাহাকে পদে পদেই বিপদ গ্রস্ত হইতে হইবে। স্বয়ং প্রেরিত মহাপুরুষ (দঃ) বলিয়াছেন,— "যে ব্যক্তি খোদাতালার উপর কায়মনো প্রাণে নির্ভর করে, পরম করুণাময় তাহার উপজীবিকা এরূপে দান করিয়া থাকেন, যেরূপ পক্ষিগণ প্রত্যূষে নিজ বাসা হইতে বাহির হইয়া উদর পরিপূর্ণ করতঃ পুনরায় নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।" এজন্য এই ভ্রমণে

বাহির হইবার কালে, নিজের সমস্ত বিষয়েই সেই সর্ব্বময় প্রভুর প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

নিজ পরিবার ও আত্মীয়বর্গ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জেলার মাজিষ্ট্রেটের অফিস হইতে এক পয়সার ফারমে প্রার্থনা করিয়া পাস-পোর্ট লওয়া আবশ্যক। পরন্তু তাড়াতাড়ি বশতঃ জেলা হইতে পাস-পোর্ট লওয়ার সুবিধা না ঘটিলে, বোম্বাই হইতে লইতে পারা যায়। বোম্বাই নগরস্থ তুরস্ক-কন্সলের নিকট মং ৩৲ টাকা ফিস দাখিল করিয়া আপনাপন পাসপোর্টে ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া ও তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া আবশ্যক। এস্থলে একটী অন্যায় ও অপ্রীতিকর কার্য্যের কথা আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। লোকে ৪।৫ শত টাকা ব্যয় করিয়া হজ্জ-ব্রত সমাপনের জন্য গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু বোম্বাই নগরীতে পাসপোর্ট গ্রহণ কালে অনেকে কেবল মহামান্য তুরস্ক সোলতানের ১॥০ দেড় টাকা ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে দুই তিন জন মিলিত ভাবে মাত্র একখানি পাসপোর্ট লইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহা-দের মধ্যে একজন মূল ব্যক্তি হয় এবং অপর দুই একজনকে তাহার ভৃত্য (চাকর) বলিয়া লেখাইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু শুভ কার্য্য কালে এইরূপ ঘৃণিত ও প্রতারণার কার্য্য হইতে বিরত থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কোথায় কিরূপ ভাবে চলা ফেরা ও পানাহার করা আবশ্যক, তৎ-সমুদয় কোন সুবিজ্ঞ পুরাতন হাজীর নিকট জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এবং সম্ভাবিত সমস্ত রোগের ঔষধ পত্র মোটামুটি ভাবে সঙ্গে করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য *।

---

* উচিত ও সঙ্গত বোধ হইলে গ্রন্থের শেষ ভাগে যাবতীয় ঔষধের তালিকা দেওয়া যাইবে।

চট্টগ্রাম হইতে রেলযোগে এক দিবা রাত্রিতে কলিকাতায় যাওয়া যায়। * কলিকাতা হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেল যোগে এক দিবা দুই রাত্রিতে বোম্বাই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। † বোম্বাই নগরীস্থ ১৯০৬ ইং সালে মোহাম্মদ হাজী সবু ছিদ্দিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় বাস করা উচিত। কেন না তাহাতে সর্ব্ব প্রকারের সুবিধা বিরাজ করিতেছে; কোনও দ্রব্যেরই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

বোম্বাই মহানগরী হইতে প্রবাসের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

---

* কলিকাতা ৩৬ নং ছাতা ওয়ালা গল্লীস্থ মিষ্টার বাকর ভাই সাহেব (Mr. Baker Bhoy) নিজ অশ্বযান সহ গ্রন্থকারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বিশেষ অভ্যর্থনা সহকারে গ্রন্থকারকে নিজ আলয়ে নিয়াছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে পাথেয় খাদ্য সামগ্রী সহ বোম্বাই গমনের রেলে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য গ্রন্থকারকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

† বোম্বাই ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্ব হইতেই ২১৫।২১৭ নং আবদুর রহমান ষ্ট্রীটস্থ "ইছুফালী হিপ্‌তুল্লা" কোম্পানীর (Esoof ally Hiptoolla & Co.) মালিক গ্রন্থকারের জন্য প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, কেন না ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছামাত্রই তিনি গ্রন্থকারকে পরিচিহ্ন করিয়া লইয়াছিলেন ও বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বাসস্থান ও আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি বহু সাহায্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

হজ্জ-যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়।

যাঁহারা হজ্জের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু অধিক পূর্ব্বে গমন করিতে পারেন, তাঁহারা প্রথমতঃ বোম্বাই হইতে পোর্ট সয়ীদের (মিসরের সুবিখ্যাত বন্দর) ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া মিসর দর্শন পূর্ব্বক ষ্টিমার যোগে ইয়াফা (জাফা) গমন এবং তথা হইতে রেল যোগে "বয়তোল মোকদ্দস্" দর্শনান্তে পুনরায় ইয়াফা আসিয়া তথা হইতে ষ্টীমার যোগে বৈরুত এবং বৈরুত হইতে রেল যোগে দামেস্কস্ (দেমেস্ক) দর্শনান্তে মদীনা তৈয়বা গমন এবং মদীনা হইতে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আসিয়া কাবা শরীফ গমন করিতে পারেন। পরন্তু যাঁহারা বোগদাদ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বোম্বাই হইতে বস্‌রা, বস্‌রা হইতে বোগদাদ, বোগদাদ হইতে হলব (আলেপ্পো), তথা হইতে দামাস্কাস্ (দেমেস্ক) হইয়া উপরোক্ত নিয়মে কাবা শরীফ গমন করিতে পারেন।

যাঁহারা হজ্জের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনতিপূর্ব্বে যাত্রা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাধ্য হইয়া বোম্বাই হইতে জেদ্দা গমন করিয়া থাকেন। এই পথে অল্প সময়ের আবশ্যক করে এবং খরচও কম পড়িয়া থাকে; এজন্য অধিকাংশ যাত্রী এই পথেই গমনাগমন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত এস্থলে প্রথমতঃ বোম্বাই হইতে জেদ্দা গমন করার বিষয় লেখা যাইতেছে :—

১৯১৩ ইংরেজীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, ১৮ই মেই হইতে ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ২০ খানি ষ্টীমারে করিয়া মোট ১৫,৩২০ জন লোক

বোম্বাই হইতে হজ্জ যাত্রা করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৫৬।৹ আনা হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৯১৩ ইংরেজীর ২রা ডিসেম্বর হইতে ১৯১৪ ইংরেজীর ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৭ খানি ষ্টিমারে করিয়া ১২৪৮৭ জন হজ্জ যাত্রী জেদ্দা হইতে বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন।

কোন্ কোন্ তারিখে ষ্টীমার ছাড়িবে, তাহা জানিতে চাহিলে নিম্নলিখিত মতে টেলিগ্রাম করিলে ঘরে বসিয়া জানিতে পারা যায়।

Superintendent Pilgrim.

Bombay.

Reply Paid. -8- annas Eight only.

Please Inform first second and last steamer Sailing date.

Md. BADRUDDUJA.

RAMU.

সময়ের পার্থক্য।

পোর্ট সয়ীদে ও বোম্বাইএ প্রায় ৫ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ বোম্বাইএ যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন পোর্ট সয়ীদে অর্দ্ধ রাত্রি হইতে একটু অধিক হইয়া থাকে এবং বোম্বাইয়ে সূর্য্যাস্ত গমন কালে পোর্ট সয়ীদে জোহরের শেষ সময় হইয়া থাকে। বোম্বাই হইতে কলিকাতা আনুমানিক ৩৫ মিনিট এবং কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম ৬ মিনিট সময়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

পথের দূরত্ব—বোম্বাই হইতে কলিকাতা ১২২৩ মাইল, কলিকাতা

হইতে চট্টগ্রাম ৩৪১ মাইল এবং চট্টগ্রাম হইতে রামুর দূরত্ব ৭৫ মাইল। বোম্বাই হইতে পোর্ট সয়ীদ পর্য্যন্ত দূরত্বের বিষয় পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

আরব সাগর (Arabian Sea.)।

বোম্বাই হইতে জেদ্দা গমনের জাহাজে আরোহণ করার পূর্ব্ব দিবস খাদ্য-সামগ্রী এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সাধারণ কাঠের বাক্সে (পেটীতে), অথবা ছালায় (বস্তায়) বন্ধন পূর্ব্বক নিজ নাম ও চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া জাহাজে উঠাইয়া দিতে হয়। অনন্তর জাহাজে আরোহণ করার নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতে আহারান্তে বোম্বাই নগরস্থ "ভপারা" গৃহে" প্রবেশ করিতে হয়; তথায় সুদক্ষ ডাক্তার কর্ত্তৃক প্রত্যেকের রোগ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের হস্তে ও গলদেশে লাল চিহ্ন দেওয়া হয়। যাত্রীদের সমস্ত অপরিস্কৃত বস্ত্র ও বিছানা অর্থাৎ লেপ তোষক ইত্যাদি ভপারাতে (ধুমে) দেওয়া হইয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, অশ্বযানে দ্রুত গতিতে যাইয়া জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, সুবিধা জনক স্থান ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। কেন না বিলম্বে সুবিধা জনক স্থান পাওয়া যায় না।

জাহাজে আরোহণ কালে এবং লঙ্গর উঠাইয়া জাহাজ ছাড়িবার সময় "বেছমেল্লাহে মোজ্‌রেহা ও মোর্‌ছাহা" পাঠ করিয়াই স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহার অব্যবহিত পরে সকলে এক তানে মুহুর্মুহু আজান ধ্বনিতে সাগর বারি বিকম্পিত করিয়া থাকে; তখন লোকের অন্তঃকরণে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনা করা

দুঃসাধ্য। ফলতঃ সমুদ্র বক্ষে জাহাজে সতত বিশ্বপতির নাম জপ ও দরুদ পাঠে নিমগ্ন থাকা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ ধীর গতিতে পরে প্রবল বেগে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করে। "আদন" বন্দর প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল চতুর্দ্দিকে গভীর জল ও তরঙ্গমালা ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রথমতঃ জাহাজের গতি তত অসহ্য বোধ হয় না; কিন্তু ক্রমশঃ ২।৩ দিবসের মধ্যে তাহা এরূপ অসহ্য হইয়া উঠে যে, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। অনেকেই মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; আহার করা দূরে থাকুক, আহার্য্য বস্তু দেখিলেই বমনোদ্রেক হইয়া থাকে। এজন্য প্রচুর পরিমাণে আচার, কমলা লেবু, তেঁতুল ও কাগজি লেবু বা লেবুর আরক সঙ্গে করিয়া লওয়া আবশ্যক। ৩।৪ দিবস পরে আর তত অসুখ বোধ হয় না। বিশ্ব-পালকের অনুগ্রহে ক্রমান্বয়ে শান্তি ও সুখ বোধ হইতে থাকে।

সেই অনন্ত বিশাল জলনিধির গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্তরে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে। সামুদ্রিক বায়ু শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল—শত চিকিৎসার এক চিকিৎসা। আহার সম্বলিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট না লইয়া যদি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লওয়া হয়, তবে নিজ প্রদত্ত আহারীয় সামগ্রী এবং চা ইত্যাদি জাহাজের ভাণ্ডারির দ্বারাও প্রস্তুত করাইতে পারা যায়। তজ্জন্য যৎসামান্য বখ্‌শীশ দিলেই হয়। *

---

* আর একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক :—জাহাজের খালাসী ও ভাণ্ডারির নিকট কোন খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করা বা গ্রহণ করা গুরুতর অন্যায়; কারণ তাহারা খাদ্য-সামগ্রী জাহাজ কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্য অতিরিক্ত থাকে, তাহা বিক্রয় কিম্বা অপরকে

আমাদের সদাশয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হাজীগণের সুবিধার জন্য সুদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রত্যেক জাহাজে উপযুক্ত ডাক্তার এবং পীড়িত যাত্রীদের সেবা শুশ্রূষার জন্য হাসপাতাল আদির বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। ইহা কেন আমাদের সদাশয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিষয়েই প্রজার সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার রাজত্বে আমরা বিশেষ সুখে কালাতিপাত করিতেছি বিধায় শত মুখে রাজাকে ধন্যবাদ ও রাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রত্যেক পায়খানায় এরূপ জলের বন্দোবস্ত আছে যে, একের ময়লা (বিষ্ঠা) অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুমিষ্ট পানি এবং কাষ্ঠাদি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। পানীয় জল জমা করিয়া রাখিবার জন্য দুইটী বড় টীন সঙ্গে করিয়া লওয়া আবশ্যক। ষ্টীমার মধ্যম গতিতে চলিতে গেলে, সাত দিবসে আদন পৌঁছে; কিন্তু ভপারার তারিখ হইতে ৮ দিবস আবশ্যক করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আদন (ADEN.)।

আদন আরব সাগরের তটস্থ একটী সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট নগর; এখানে জাহাজ অনেকক্ষণ নঙ্গর করিয়া থাকে। কারণ বিলাত গমনাগমনের

দান করার তাহাদের অধিকার নাই; উহা জাহাজ কোম্পানীকে ফেরৎ দিতে হয়। অতএব মালিকের বিনানুমতিতে ভাণ্ডারি ও খালাসী হইতে মূল্য প্রদানে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে পরকালে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং জানিয়া শুনিয়া চুরির দ্রব্য মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলেও চুরির শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

182 Ae 916.7

জাহাজে প্রায়ই এই স্থান হইতে জল ও কয়লা লওয়া হয়। এই অবকাশের মধ্যে নৌকাযোগে অবতীর্ণ হইয়া নগর ভ্রমণ করার সুবিধা ঘটে।

সমুদ্র তটস্থ পর্ব্বতমালার উপর ও নিম্নদেশ অনেক সুদৃশ্য সৌধ-রাজিতে সুশোভিত; তদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় গো-যানের পরিবর্ত্তে উষ্ট্রযানে মালামাল চলাচল হইয়া থাকে। এরূপ উষ্ট্রযান আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রাম-বাসীরা কাঁচা মৎস্য, মাংস, দাড়িম্ব, আনারস, তরবুজ, কুক্কুট, ডিম্ব, রুটী ইত্যাদি অনেক প্রকার খাদ্য সামগ্রী হুরি (নৌকা) যোগে জাহাজের নিকট আনিয়া চীৎকার করিতে থাকে; হুরি হইতে রসি যোগে মাল পত্র বিক্রয় করে এবং মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নগর বাসিগণ কৃষ্ণকায় এবং তাহারা আরবী ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে; কিন্তু কেহ কেহ উর্দ্দু কথাও বলিতে পারে। অধিবাসীদিগের মধ্যে আরব ব্যতীত অনেক কৃষ্ণকায় সোমালীও আছে।

এই স্থানে "শেখ এয়াদরুছ এম্‌রানী" (রাঃ) অলিউল্লার সমাধি জাহাজ হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। রজব মাসে ঐ স্থানে তাঁহার ওরস্ (পরলোক গমনের নির্দ্দিষ্ট দিবস) উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম (মেলা) হয়। তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক দুম্বা ও ছাগল জবাহ্ করা হইয়া থাকে।

পীরাণ বন্দর।

আদনে অবস্থানের পর দিবস "পীরাণ বন্দর" (পেরিম দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত) নামক স্থানে জাহাজ নঙ্গর করে। তথাকার ডাক্তার

জাহাজে আরোহণ করিয়া দর্শন পূর্ব্বক জাহাজ প্রস্থানের জন্য অনুমতি প্রদান করিলে, জাহাজ গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে আরম্ভ করে।

অনন্তর "কামরাণ" দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলে, সকলকে আপনাপন মালামাল প্যাক করিয়া জাহাজ কোম্পানির নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কামরাণ। (Camaran.)

পর দিবস ষ্টীমার "কামরাণে" উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করে। কামরাণ স্বাস্থ্যকর স্থান বটে, কিন্তু হজ্জের জন্য লোক ব্যাকুল থাকায় ঐ স্থানে বাস করা কষ্টকর জ্ঞান করিয়া থাকে। এই স্থানে হাজিগণকে ৫ দিবস কোয়ারণ্টাইন করা হইয়া থাকে। মহামান্য তুরস্ক সোলতানের পক্ষ হইতে তুরি আসিয়া, মালামাল সহ হাজিগণকে প্রথমতঃ ভপারা গৃহে লইয়া যায়। তথায় সকলকে অবগাহন করান ও তাহাদের বস্ত্রাদি ভাপারাতে দেওয়াইতে হয়। স্নানাগার বিশেষ কৌশলের সহিত প্রস্তুত, অর্থাৎ সেই দালানের ছাদের উপর হইতে স্থানে স্থানে জল ঝড়িতে থাকে, নিম্নে দাঁড়াইয়া নিজের ইচ্ছামত শরীর মর্দ্দন ও প্রক্ষালন করার বিশেষ সুবিধা আছে। অনন্তর কোয়ারাণ্টাইন ক্যাম্পে প্রবেশ করিয়া সুবিধা মত থাকিবার স্থান গ্রহণ করিতে হয় *। প্রত্যহ প্রাতে ৮টার সময় লোক সকলকে সারি সারি দণ্ডায়মান করা

* ক্যাম্প ভূমির চতুষ্পার্শ্ব লৌহ জাল দ্বারা বেষ্টিত; তন্মধ্যে লোক থাকিবার জন্য খর্জ্জুর পত্রের চেটাই দ্বারা নির্ম্মিত অনেকগুলি গৃহ আছে; ঐ সমস্ত গৃহে বাতাস খেলিবার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে এবং তাহা দেখিতেও মন্দ নহে।

হয় এবং ডাক্তার আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক নমাজের সময় ২।১ ঘণ্টার জন্য ক্যাম্পের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়, সোজা সুজি ভাবে সম্মুখস্থ সমুদ্রোপকূলে গমন করিয়া বাহ্য, প্রস্রাব, অবগাহন ইত্যাদি সমাধা করিতে পারা যায়। কিন্তু ক্যাম্পের সীমার বাহিরে —অর্থাৎ ক্যাম্পের সীমার দক্ষিণে ও বামে যাইতে পারা যায় না। নমাজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে দ্বারদেশে প্রহরী থাকায় বাহির হওয়ার কোনও উপায় নাই। ইহা বিশেষ সুখের বিষয় যে, হাজিদিগের নমাজ পড়ার জন্য প্রত্যেক ক্যাম্পে একখানি করিয়া মসজিদের ন্যায় নমাজ গৃহ আছে। তাহাতে রীতিমত আজান দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে সুমিষ্ট জল এবং লাকড়ি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। লোকের সুবিধার জন্য প্রত্যেক ক্যাম্পে একখানি করিয়া দোকান আছে, তাহাতে চাউল, ময়দা, ডাইল, কুক্কুট, ডিম্ব এবং চা, রুটী, চিনি, ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, কিন্তু মূল্য একটু অধিক। ভাপারা স্থানে কোন দ্রব্য হারাইয়া গেলেও পরে তাহা পাওয়া যায়।

কামরাণে "শেখ এরাকী" নামক এক মহর্ষির সমাধি অবস্থিত। হজ্জের পর তথায় লোক সমবেত হইয়া থাকে এবং সেই উপলক্ষে ১০০ দুম্বা জবেহ্ করা হয়।

কামরাণে আরব্য ভাষাই প্রচলিত। ক্যাম্প হইতে এই সমাধি স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। কামরাণ দ্বীপ লোহিত সাগরে (বাহরে কোলজমে) অবস্থিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লোহিত সাগর (Red Sea.)।

কামরাণ হইতে পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিবার পর দিবস প্রভাত হইতেই লোকের অন্তঃকরণে একপ্রকার আনন্দের বাতাস বহিতে আরম্ভ করে; ক্রমান্বয়ে যতই কাবা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই সেই আনন্দ বায়ুর বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; এমন কি ক্রমশঃ লোক আত্মহারা হইয়া উঠে। অনন্তর "এলম্‌লম্-পর্ব্বত" নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনেকেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অবগাহনান্তে এহ্-রাম বন্ধন করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু যাঁহারা সুবিজ্ঞ, তাঁহারা পর্ব্বত অতিক্রম করার পূর্ব্বক্ষণেই এহ্‌রাম বন্ধন করার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এদিকে জাহাজের কাপ্তেন সাহেব, হাজিগণের এহ্‌রাম বন্ধন করার পূর্ব্বে, তাঁহাদের অবগাহন জন্য সুমিষ্ট জলের পাইপ খুলিয়া দিয়া থাকেন; তাহাতে যাত্রিগণ প্রচুর পরিমাণে জল প্রাপ্ত হইয়া অবগাহন করেন। এ দিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা "এলম্‌লম্ পর্ব্বত" দৃষ্টি গোচর হইতেছে বলিয়া জাহাজ হইতে ঘন ঘন বংশী ধ্বনি করিতে থাকে; তৎশ্রবণে যাত্রিগণ আনন্দে বিভোর হইয়া এহ্‌রাম বন্ধন পূর্ব্বক নমাজ পাঠান্তে দোওয়া ও মোনাজাত (প্রার্থনা) করিতে থাকেন।

অনন্তর জাহাজ জেদ্দা বন্দরে উপস্থিত হইলে, জেদ্দাবাসিগণ পরাটা রুটি এবং শরবত ইত্যাদি জাহাজে আনয়ন পূর্ব্বক বিক্রয় করিতে থাকে। এমতাবস্থায় যাত্রিগণ সুদীর্ঘ প্রবাসের পর উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে। কামরাণ হইতে জেদ্দা আসিতে ৩ দিবস সময় অতিবাহিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আরব দেশ।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে সুবিশাল আরব্য দেশ অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে সিরিয়ার মরুভূমি, পূর্ব্ব দিকে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ফ্রান্সের প্রায় দ্বিগুণ।

আরব দেশের অন্তর্গত লোহিত সাগরোপকূলস্থ হেজাজ প্রদেশে পবিত্র মদিনা নগরী, (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ পয়গম্বরের জন্মস্থান) পবিত্র মক্কা নগরী এবং জেদ্দা ও ইয়াম্বু বন্দর অবস্থিত। জেদ্দা ও ইয়াম্বু জল পথে আগত তীর্থ যাত্রিগণের অবতরণ-স্থান। এই আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডকে "এমন" প্রদেশ বলে। হেজাজ ও এমন প্রদেশ মহামান্য রুমের সোলতানের শাসনাধীন। *

আরব দেশের পর্ব্বতগুলি ভীষণ আতপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রচণ্ড তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে। রৌদ্র তাপে বিদগ্ধ প্রায় উপত্যকা গুলির স্থানে স্থানে দুই একটী সামান্য তৃণাচ্ছাদিত মাঠ হইতে, তথাকার মেষ সমূহ অতি কষ্টে আহার সংগ্রহ করে। এই দগ্ধ শুষ্ক হেজাজ

---

* বর্ত্তমানে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে (১৩২৩ ভাদ্র)।

নামধের ভূখণ্ডের পশ্চিম দিকে শস্য শ্যামলা এবং হাস্যময় ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন এক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "তায়েফ্।" এখানে আতা, ডুমুর, পিচফল, আঙ্গুর, বেদানা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই "তায়েফে" উক্ত সুখাদ্য ফল মূলাদি এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহা সমগ্র মক্কাবাসিগণের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি হজ্জের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্মানিত মক্কা মহানগরীতে অসংখ্য লোকের সমাগম হওয়া স্বত্বেও শাকসব্জী ও ফল, মূল বাজারে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে না।

পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইস্মাইল (আঃ) ও তদ্বংশীয়গণ হইতেই আরবের হেজাজ প্রদেশের অভ্যুত্থান *।

হজরত ইস্মাইল (আঃ) মক্কায় বাস করিতেন এবং তাঁহার বংশধরগণ হেজাজ প্রদেশে বসতি বিস্তার করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে আরবের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত করেন। কথিত আছে, হজরত এব্রাহিম (আঃ) ইস্মাইলের সাহায্যে কাবা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর (হাজারুল-আস্ওয়াদ) অবস্থিত। *

* সর্ব্বপ্রথমেই এই মক্কা মহানগরীর অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তৎপরে লোকশূন্যাবস্থায় বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়। অনন্তর সর্ব্বশেষেই হজরত ইস্মাইল (আঃ) দ্বারা হেজাজ প্রদেশ ও মক্কা নগরের উন্নতি এবং বসতি বিস্তার হইয়াছে।

* এই আরব দেশের বিবরণ, লণ্ডন প্রিভিকাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর দি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় প্রণীত "A short History of the Saracens" এবং the spirit of Islam" নামক গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ হইতে এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

জেদ্দা। (Jeddah.)

জেদ্দা, লোহিত সাগরের তটস্থ কাবাশরীফের নিকটবর্ত্তী বন্দর। প্রায় তিন মাইল ব্যাপিয়া সমুদ্র গর্ভ বৃহদাকারের প্রস্তরে পরিপূর্ণ বিধায় মহামান্য তুরষ্ক গবর্ণমেণ্ট সমুদ্র গর্ভে স্তম্ভাকারে চিহ্ন স্থাপন পূর্ব্বক গভীর জলের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে জাহাজ নঙ্গর করে এবং ছুরি যোগেই হাজিগণকে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিতে হয়।

হাজিগণ নগরে প্রবেশ কালে, কোন্ ব্যক্তি কোন্ মালুমের নিকট গমন করিবে, তাহা দ্বার দেশে তুর্কী রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। মালুমদের প্রতিনিধি (ছুপি বা ছবি) গণ তথায় উপস্থিত থাকে; তাহারা আপন আপন হাজিগণকে বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা সহকারে লইয়া গিয়া বাসস্থান ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়।

জেদ্দার বাজার দেখিতে বড় সুন্দর। লোকের সুবিধার জন্য প্রায়ই দুই দুইটী দোকানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাস্তার উপর ছাওনি দেওয়া আছে, এজন্য খরতর রৌদ্রেও জেদ্দার বাজারে লোকের চলাচলের কোনরূপ অসুবিধা ঘটে না। জেদ্দার ঘাটে ওসমানীয়া গবর্ণমেণ্টের অফিসাদির অট্টালিকা সমূহ উন্নত ভাবে প্রস্তুত হওয়াতে, এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। জেদ্দায় তুরস্কের বহুসংখ্যক সৈন্য অবস্থান করে, তাহাদের কুচ-কাওয়াজ দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। জেদ্দার দুর্গের নিকটেই বৃটীশ ও ফরাশী গবর্ণমেণ্টের কন্সল্ (বা ভাইস্

কন্সল্) এবং পারস্যের উকীলের থাকিবার স্থান আছে, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের প্রজাগণের সুবিধা অসুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কোনওরূপ দৈব বিপাক ঘটিলে তাঁহাদের গোচরীভূত করিলে প্রতিকার হইয়া থাকে।

জেদ্দার বাজারে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে আদি মাতা হাওয়া (আঃ) বিবির সমাধি আছে। তাঁহার পদ স্থানে, মস্তক স্থানে এবং মধ্য ভাগে এই তিন স্থানে তিনটী মন্দির বিরাজ করিতেছে। জেদ্দায় গিয়া উক্ত সম্মানিত সমাধি দর্শন ও তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জেদ্দার সচরাচর জল একটু লবণাক্ত; কিন্তু লোকে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে করিয়া যে মিষ্ট জল বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, তাহা ক্রয় করিলে জলের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্মানিত কাবা মন্দির।

জেদ্দা হইতে উষ্ট্র যোগে মক্কা-মোয়াজ্জমাস্থ সম্মানিত কাবা মন্দিরে গমন করিতে হয়। জেদ্দা হইতে কাবা অনুমানিক ৪০ মাইল ব্যবধান, কিন্তু উষ্ট্র যোগে গমন করিতে প্রায় দুই দিবস লাগে। ইহার মধ্যবর্ত্তী "হিদ্দা" নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হয়। হিদ্দা একখানি সামান্য গণ্ড গ্রাম, তথাকার বাজারে আহারীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। এখানে মহামান্য সোলতানের পক্ষ হইতে বিনা মূল্যে হাজিগণকে পানি বিতরণ করা হইয়া থাকে।

উষ্ট্র-পৃষ্ঠে "ছোগ্‌দোফ্‌" এবং সিবরিয়া বন্ধন করিয়া—এই দুই প্রকারেই গমনাগমন করিতে হয়। তন্মধ্যে ছোগ্‌দোফই বিশেষ সুবিধা জনক; কিন্তু তাহার ভাড়া কিছু অধিক ও তাহাতে অধিক পরিমাণে মাল পত্র লইতে পারা যায় না। "সিব্‌রিয়াতে" বসিতে একটু অসুবিধা বটে; কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে মাল লইতে পারা যায় এবং তাহার ভাড়াও সুলভ।

সম্মানিত কাবা মন্দিরের ৭ ক্রোশ ব্যবধানে পথের উভয় পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহাকে "হুদাইবিয়া" বলা হয়। তাহার মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া লোকের গমনাগমন করিতে হয়। তথা হইতেই সম্মানিত কাবার হের্‌মের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কাবা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার সম্মানার্থ উষ্ট্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে নগর মধ্যে প্রবেশ করা উচিত। এদিকে মালুমের চর (ছুপি) গণ নগর প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকে; তাহারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক আপন আপন হাজিগণকে অভ্যর্থনা সহকারে মালুমের গৃহে লইয়া যায় এবং সেই দিবসের আহার কার্য্য বিশেষ ধুমধামের সহিত মালুমের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর পানাহারের পর হাজিগণ একত্রিত ভাবে মালুমের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে "লব্বাইক" ও দোওয়া পাঠ করিয়া যখন কাবা মন্দিরের দিকে ধাবিত হয়, এবং চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির ধ্বনিতে ধরাতল বিকম্পিত করিয়া যখন বয়তোল্লার দিকে আসিতে থাকে; তখনকার সেই দৃশ্য দর্শনে লোকের অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কাবা প্রদক্ষিণ কালে "হাজ্‌রুল-আসওয়াদের" সম্মুখীন হইলে, চীৎকার ধ্বনিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক পরম করুণাময় বিশ্বপালকের নিকট মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ হওয়ার ও পাপ ক্ষমার প্রার্থনা করা হয়; তখনও হৃদয়ে ঐশী প্রেমের অপূর্ব্ব লহরী লীলা ফুটিয়া উঠে; মন প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—

হজ্জ্ ব্রত সমাপন।

৭ম জেলহজ্জা তারিখে জোহরের নমাজের পর কাবা মন্দিরে ১ম খোত্বা পাঠ করা হয়; তাহাতে হজ্জের সমস্ত বিষয় বর্ণন করা হইয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করা সোন্নত। খোত্বা সমাপ্তির সময় তুরস্ক সোল্তানের পক্ষ হইতে উপঢৌকন স্বরূপ এমামকে এক জুব্বা পরাইয়া দেওয়া হয়। *

৮ম তারিখ দিবা ৬টার সময় এহ্রাম বন্ধন পূর্ব্বক উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া পবিত্র আরফার ময়দানে গমন করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক উষ্ট্র যোগে ও পদ ব্রজে শুভ্র বস্ত্রের এহ্রাম ধারণ করিয়া চলিতে থাকে। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব, অনুপম ও অনির্ব্বচনীয়।

৯ম জেলহজ্জা, হজ্জ ব্রত সমাপনের দিবস। চিন্তা করিয়া দেখিতে

---

* হজ্জ উপলক্ষে তিনবার খোত্বা পাঠ করা হইয়া থাকে। তাহা এই :—১ম, জিলহজ্জার ৭ম তারিখ জোহরের নমাজান্তে কাবা মন্দিরে পাঠ করা হইয়া থাকে। ২য় খোত্বা ৯ম তারিখে আরফার মাঠে "জবল রাহামতে" (অনুগ্রহের পর্ব্বতে) পাঠ করা হইয়া থাকে। এই খোত্বা পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে উপস্থিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। ৩য় খোত্বা ১১শ তারিখ মিনা বাজার "খাইফের মস্জেদে", জোহরের নমাজান্তে পড়া হয়।

গেলে এই দিবসের ঘটনা ঠিক মহা প্রলয়ের ঘটনার অনুরূপ। কেয়া-মতের দিবস যেরূপ পৃথিবীর সমস্ত লোক একত্রিত হইবে, এবং সকলেই নিজ নিজ কৃত পাপের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিবে, এমন কি—মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি কাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকিবে না, তেমনি আরফার ময়দানেও পৃথিবীর সমস্ত স্থানের লোক একত্রিত হইয়া থাকে; কাহারও প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকে না, সকলেই নিজ নিজ মুক্তি লাভের জন্য কাঁদা কাটি করিতে ব্যস্ত থাকে। এখানে "কোহেরাহ্ মতের" * (অনুগ্রহের পর্ব্বত) শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া নমাজ পাঠান্তে মুক্তি লাভের এবং মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করা আবশ্যক। তৎপরে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া পানাহারের পর "জোহর" ও "আসরের" নমাজ দলবদ্ধ ভাবে পড়িয়া পরম করুণাময় বিশ্ব-পালকের নামাবলী জপনা করিতে হয়।

এমাম সেই সম্মানিত পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক হজ্জের খোত্‌বা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে "লব্বাইক" (আমি উপস্থিত) উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লোকে রুমাল নাড়িতে আরম্ভ করে, কেন না যাহারা অনেক দূরে দণ্ডায়মান থাকে, তাহারাও লোকের বস্ত্র ঘুরান দেখিয়া সেই সঙ্গে সাঙ্গ "লব্বাইক" বলিবার সুবিধা পায়। পরন্তু দিবাকর অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বেই শিবির উঠাইয়া "মোজ্‌দলফার" দিকে

---

* পরম করুণাময় খোদাতালা এই পর্ব্বতকে অশেষ মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন। ইহাও এক আশ্চর্য্যান্বিত ঘটনা যে, এই পর্ব্বতটী সামান্য মাত্র উচ্চ, কিন্তু তাহাতে আরূঢ় হইয়া দৃষ্টি করিলে, অন্যান্য উচ্চ পর্ব্বতগুলিও ইহা হইতে নিম্ন বলিয়া দৃষ্টি গোচর হয়। ইহাতে যাহা প্রার্থনা করা হয়, তাহা গৃহীত হইয়া থাকে; সর্ব্ব পিতা আদমের (আঃ) প্রার্থনা এই পর্ব্বতেই গৃহীত হইয়াছিল।

ধাবিত হইতে হয়, এবং "মগরেব্ ও এশার" নমাজ একত্রেই "মোজদলফাতে" পাঠান্তে উষ্ট্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক "জোম্‌রাকে" নিক্ষেপের জন্ত প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। অনন্তর রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবস্থায় প্রাভাতিক নমাজ পাঠান্তে, তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

১০ই তারিখে মিনা বাজারে প্রভাত কালে "জোম্‌রাকে" কঙ্কর নিক্ষেপের পর, কোরবানী করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক এহ্‌রাম খুলিতে ও স্নান করিতে হয়। এস্থলে আর একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক:— পরম করুণাময় খোদাতালার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটী এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্য একটী, এই দুইটী কোরবানী করা একান্ত আবশ্যক। সমর্থ পক্ষে পিতা মাতা প্রভৃতির জন্যও কোরবানী করা অধিকতর শুভ জনক।

১১শ তারিখে মিনাতে "খাইফের মস্‌জেদ" জোহরের নমাজের পর হজ্জের নিয়মাবলী সম্বন্ধে খোত্‌বা পাঠ করা হয়। খাইফের মস্‌জেদে সর্ব্ব পিতা আদমের (আঃ) সমাধি স্থাপিত আছে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী গোম্বোজ আছে, তাহা তাঁহারই নাভিদেশে স্থাপিত আছে বলিয়া প্রকাশ। তথায় দুই রকাত নমাজ পড়া কর্ত্তব্য। কেন না আমাদের হজরত সাহেবও তথায় নমাজ পড়িয়াছিলেন। অধিকন্তু সত্তর জন নবী তথায় নমাজ পড়িয়াছেন বলিয়া প্রকাশ আছে। উক্ত স্থানে পিতার জেয়ারত করা সন্তানগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এই মিনা বা মিনা বাজার অতি মনোরম স্থান, ইহা আরফার মাঠে যাওয়ার পথে অবস্থিত; ইহা কাবা মন্দির হইতে অনুমান ৬ মাইল ব্যবধান হইবে। এই স্থান সমস্ত বৎসর জন শূন্য থাকে, কেবল হজ্জের

সময় ৮ দিবসের ব্যবহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার পথ ঘাট অন্য কোনও নগর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অন্যান্য নগরে এক বৎসরে যত ঘর ভাড়া আদায় হয়, এই স্থানে এই আট দিনেই তত আদায় হইয়া থাকে। প্রেরিত মহাপুরুষ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ (আঃ) খোদাতালার আদেশে এই স্থানেই স্বীয় পুত্র ইস্মাইল (আঃ) কে কোরবাণী করিয়াছিলেন। পর্ব্বত পার্শ্বে সেই কোরবাণী-স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

১২ই তারিখে প্রভাত কালে মিনাতে কাঙ্কর নিক্ষেপের পর প্রস্থান করিয়া, দিবা ১০টার সময় বয়তোল্লায় উপস্থিত হইয়া কাবা মন্দির তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিতে হয়, ইহাকে "রোকনের তওয়াফ্" (তওয়াফে যেয়ারত বা সাক্ষাতের তওয়াফ্) বলা হয়। পরন্তু ইহাতে রমল করিতে নাই। অনন্তর নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই "ছাফা" ও "মরোয়া" নামক স্থানে দৌড়িতে হয়।

"ওমরা"—অনন্তর যেই সময় অবসর পাওয়া যায় "ওমরা" স্থানে গমন করিয়া তথায় এহ্রাম বন্ধন পূর্ব্বক, দুই রকাত নমাজ পাঠান্তে কাবা মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, "তওয়াফ", "ছফা" ও "মরোয়া" নামক স্থানে দৌড়িয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক এহ্রাম খুলিলেই "ওমরা" হইয়া গেল। ইহা সোন্নতে মওয়াক্দাহ্।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

কাবা মন্দিরের নিকটস্থ সম্মানিত স্থান সমূহের লিষ্ট।

১। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান। ইহা কাবা মন্দির হইতে পাঁচশত পাদ ব্যবধানে অবস্থিত।

২। হজরত ফাতেমা (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ স্থান। ইহা হজরতের বাস ভবন ছিল। ৩। হজরত আলী (রাজিঃ, ৪। হজরত আবু-বকর (রাজি) এবং ৫। হজরত ওমর ফারুকের (রাজি) জন্ম স্থান।

৬। জিন্নত মোয়াল্লাহ্ সমাধি স্থান। ইহা কাবা মন্দির হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে পথের ধারে অবস্থিত। তথায় মাতা খদিজাতুল্ কোব্রা (রাজিঃ), হজরত আবু বক্রের কন্যা উছামা এবং পুত্র আবদুর্ রহমান, জুবাইরের (রাজি) পুত্র আবদুল্লা (রাজি) এবং অসংখ্য ধার্ম্মিক পুরুষ ও নারীর সমাধি বিদ্যমান আছে।

৭। হজরত সাহেবের সহধর্ম্মিণী ময়মুনার (রাজি) সমাধি।

৮। ছফা মরোয়া পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান ৭৭০ গজ ব্যবধান।

৯। আবু কুবাইচ পর্ব্বত। এই পর্ব্বত শৃঙ্গে হজরত রেসালত পানা অঙ্গুলীর ইঙ্গিত ক্রমে চন্দ্রকে দুই খণ্ড করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক পাকা মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

১০। "জবল্ সুর" অর্থাৎ হেরা পর্ব্বত, ইহা কাবা হইতে আনু-মানিক তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হজরত এই পর্ব্বতে উপাসনা করিতেন এবং ইহাতে এক গর্ত্ত আছে, যাহাতে তিনি হজরত আবু বক্রের (রজি) সঙ্গে মদীনা শরীফে হেজরত করিবার সময় গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১১। "জব্ল-নুর" ইহা কাবা হইতে তিন মাইল ব্যবধান এবং এই পর্ব্বতেই সুরা "আলমন্শ্রাহ্" অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১২। মস্জেদে জেন্—স্বয়ং হজরত সাহেব এই মস্জেদে সত্তর সহস্র জেনকে মোসলমান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই মস্-জেদের একাংশ গর্ত্ত মধ্যেই অবস্থিত।

প্রার্থনা গ্রহণ হওয়ার স্থান।

১। সম্মানিত কাবা মন্দিরে প্রবেশ কালে, ২। তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা কালে, ৩। মল্‌তজেম নামক স্থানে, ৪। মিজানের নিম্নে, ৫। জমজমের নিকটে, ৬। ছফা ও মরওয়া নামক পর্ব্বতদ্বয়ের উপরে, ৭। ছফা ও মরওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৌড় কালে, ৮। মকামে এব্‌রাহিমে, ৯। আরফার মাঠে, ১০। মজ্‌দলফা নামক স্থানে, ১১। মেনাতে, ১২। জোম্‌রাত্রয়ের নিকটে, ১৩। হেরা পর্ব্বতে, ১৪। হাজ্‌রুল্‌ আস্‌ওয়াদ এবং ১৫। সেই অন্তিমের কাণ্ডারি পরম শ্রদ্ধাস্পদ হজরত সাহেবের সম্মানিত কবরের নিকটে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o—

মদিনার গৌরব।

হজ্জ ব্রত সমাপনের পর পবিত্র মদিনা দর্শন করা উচিত। কেননা যিনি পাপীগণের অন্তিমের কাণ্ডারী, যাঁহার অনুরোধানুকূল্যে আমরা স্বর্গ-রাজ্যে স্থান পাইতে পারিব এবং পরম করুণাময় খোদাতালার দর্শন লাভ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা আছে, যাঁহার অনুরোধ ব্যতিরেকে পাপীগণের পাপ মুক্তির ও প্রভুর অনুগ্রহ পাওয়ার অন্য কোনও আশা ভরসা ও সম্বল নাই, তাঁহার সমাধি দর্শন করা মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বয়ং হজরত নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার সমাধি দর্শন করে, তাহার (পাপ মোচনের) জন্য অনুরোধ

করা আমার কর্ত্তব্য হইবে।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "আমার লোকান্তর গমনের পর যে ব্যক্তি আমার কবর দর্শন করিবে, তাহার এরূপ বরকত লাভ হইবে যে, সে যেন আমাকে জীবিতাবস্থায় দর্শন করিল।" আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি কেবল হজ্জ করিল, কিন্তু আমার কবর দর্শন করিতে আসিল না, সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার (বে-মরোওতি) করিল।" আবার তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কেবল আমার গোর দর্শনের জন্য মদিনাতে আসিবে—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে, খোদাতালার নিকটে তাহার সাধুতার প্রমাণ হইবে এবং তিনি আমাকে তাহার পাপ মোচনের নিমিত্ত অনুরোধ (ছোপারেশ) করিতে অনুমতি করিবেন।" পাঠক, চিন্তা করিয়া দেখুন,—আমাদের সেই অন্তিমের কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমাধি দর্শন করা অপেক্ষা সৌভাগ্য এবং তাহা হইতে বিরত থাকা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে ?

এক্ষণে গ্রন্থকারের নিবেদন—অর্থশালী মহাত্মাগণের পক্ষে হজ্জ করা যেমন ফরজ, অন্যত্রে নফল; পরন্তু এই হজ্জ প্রভুর নিকট গৃহীত হওয়া না হওয়া মানব বুদ্ধির অগোচর; কিন্তু সেই বিশ্ব-ধর্ম্মগুরু প্রেরিত মহাপুরুষের সমাধি দর্শন করিলে তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় দর্শন করার ন্যায় সম্মান লাভ হইবে এবং তিনি তাহার পাপ মুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন বলিয়া যখন স্বয়ং বলিয়াছেন, তখন তাঁহার সমাধি দর্শন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

মদিনার মস্‌জেদ সম্বন্ধে তিনিই বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি এই মস্‌জেদে এক নমাজ পড়িবে, তাহার (এক নমাজের পরিবর্ত্তে) পঞ্চাশ সহস্র নমাজের পুণ্য লাভ হইবে।" এলাহি! সকলের ভাগ্যে তাঁহার সমাধি দর্শন করাও, এই প্রার্থনা। আমীন! ইয়া রব্বল্ আলমীন!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মদিনা গমন।

সম্মানিত মদিনা গমনের জন্য দুইটী রাস্তা প্রশস্ত। প্রথম, সোলতানী রাস্তা, উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই রাস্তায় গমন করিতে হয়। স্বয়ং হজরত নবী করিম (দঃ) এই রাস্তায় গমনাগমন করিতেন। এই পথে যাইতে প্রায় ১৩ দিবস লাগে। এই পথে গমন কালে অহরহ সতর্ক থাকিতে হয়। ইহার অধিকাংশ স্থানে কুক্কুট, ডিম্ব এবং কোন কোন স্থানে তরমুজ—বিশেষশঃ অর্দ্ধ পথে "রাবব" নামক স্থানে চাউল, ডাইল, ময়দা, কুক্কুট, ডিম্ব এবং তাজা ও ভাজা মৎস্যাদি নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য এখানে এক দিবস অপেক্ষা করা হইয়া থাকে।

২য়, ইয়াম্বুর রাস্তা,—এই পথে গমন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বয়তোল্লা শরীফ হইতে জেদ্দা গমন করিতে হয়, জেদ্দা হইতে ষ্টিমার যোগে, কিম্বা ছুরি যোগে জলপথে ২।৩ দিবসেই ইয়াম্বু নগরে পঁহুছে। ইয়াম্বু লোহিত সাগরের তটস্থ একটী সৌন্দর্য্যময় বন্দর। তথায় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই—বিশেষতঃ কাঁচা মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে সুমিষ্ট পানীর মুল্য কিছু বেশী। যাঁহারা এই বেশী মুল্য দিয়া সুপেয় পানী ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা কিছু জলকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।

ইয়াম্বু হইতে স্থলপথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পাঁচ দিবসেই পবিত্র মদিনা তৈয়বা প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং এই পথে কষ্ট কম। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে—"সোলতানী পথে যাত্রিগণের গমনাগমন

শেষ হওয়ার পর, তথা হইতে উষ্ট্র আসিয়া হাজীগণকে মদিনা লইয়া গিয়া থাকে। সেই উষ্ট্রের অপেক্ষাতে প্রায় ২৫।৩০ দিবস পর্য্যন্ত ইয়াম্বু বন্দরে বসিয়া থাকিতে হয়। এজন্য যাঁহারা কিছু দিবস মক্কায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ইয়াম্বুর পথে মদিনা গমন করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সোলতানী পথেই মদিনা গমন করা বিধেয়। ইয়াম্বুতে ২৫।৩০ দিবস অবস্থান করিয়া সময় নষ্ট করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

মদিনা দর্শন।

মদিনা তৈয়বা আরব দেশের হেজাজ প্রদেশান্তর্গত প্রাচীন ও সৌন্দর্য্যময়ী নগরী। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইস্‌লাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তালার আদেশে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মক্কাবাসী শিষ্য মণ্ডলী সহ এই নগরীতে আসিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এই নগরীর পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মদিনাতোন্নবি (নবির শহর) অথবা সংক্ষেপে "মদিনা" হইয়াছে। ইহার এই নাম জগতের সাক্ষ্য স্বরূপ কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত রহিবে। ইহার পূর্ব্ব নাম য়্যাথ্রেব (Yathreb) ছিল। যাঁহারা হজরতের সাহায্যকারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি "আন্‌সার" (সাহায্যকারী) উপাধি প্রদান করেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার সহিত মক্কা হইতে মদিনায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা "মহাজ্জেরিণ" (নির্ব্বাসিত) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই নগরীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত; লোকের গমনাগমনের জন্য

৭টী দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারে তুর্কী সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ভাবে অনবরত দণ্ডায়মান থাকে। এই মহানগরীতে ২৫ সহস্র অট্টালিকা আছে। তাহার অধিকাংশই উন্নত। মদিনার ভূমি উর্ব্বরতা এবং স্থানে স্থানে সুমিষ্ট জলপূর্ণ জলাশয় আছে, ও নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। তজ্জন্য সর্ব্বস্থানে নানারূপ ফল ফুলের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। খোরমা ও নানারূপ সুমিষ্ট ফলের বাগানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নয়ন জুড়াইয়া যায় এবং ঐশিক-প্রেমে হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হয়।

মদিনাবাসিগণের সরলতা, সাধুতা, নম্র প্রকৃতি, সদালাপ, মিষ্ট ভাষা এবং পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্তঃকরণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহা কেবল প্রেরিত মহাপুরুষের মহা গৌরবের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছুতেই হইতে পারে না ; কেন না পবিত্র মদিনার গৃহরাজি, পর্ব্বতমালা এবং অপর যে কোন দিকে যে কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত কর, তাহাতেই চিত্তাকৃষ্ট হইবে।

মদিনা নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ অবগাহন করিয়া সৌগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার এবং নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দীনতা ও নম্রতা সহকারে হজরতের সম্মানিত সমাধি দর্শন, তথায় তাঁহার রৌজা ও মিম্বরের *

* এস্থলে গ্রন্থকারের অন্তঃকরণে আর একটী কথার উদয় হইল যে,—"কোন এক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রন্থকারের সাক্ষাতে মিম্বরের নিকট মস্তক অবনত করাতে, তথাকার বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এরূপ হইয়া উঠিলেন যে, যেন সে কোন খুনি মোকদ্দমার আসামী। কেন না, পরম করুণাময় খোদাতালা ব্যতীত, কাহারও নিকটে মস্তক অবনত করার জন্য স্বয়ং হজরত নবি করিম (দঃ) পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। যে সমস্ত কৃত্রিম "দরবেশ" ও "শাহা" গণ অনুচর বর্গের দ্বারা এরূপ কার্য্য করাইয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ মন্দকারী, একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

মধ্যবর্ত্তী স্থানে নমাজ, দোওয়া এবং বহুবার দরুদ ও সালাম পাঠ করা কর্ত্তব্য। কেন না ইহা স্বর্গের একাংশ বলিয়া কথিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—

জেয়ারত (দর্শন) করার স্থান।

পবিত্র মদিনার সম্মানিত হেরম শরিফের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচারক পুণ্যাস্পদ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সমাধি অবস্থিত, তাঁহার পার্শ্বে হজরত আবুবক্র ছিদ্দীক ও ওমর (রাজি) তৎপর হজরত মা ফাতেমার (রাজি) সম্মানিত সমাধি * অবস্থিত।

অনন্তর "জিন্নতুল বকী" নামক পবিত্র সমাধি স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং হজরত সাহেব তথায় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন। নগর প্রাচীরের সংলগ্ন বহির্ভাগেই তাহা অবস্থিত। দ্বিতীয় সমাধি স্থান পুরাতন মদিনা, তাহা একটু ব্যবধান বটে। এই উভয় স্থানের মধ্যে দশ সহস্র সাহাবির সমাধি আছে।

হজরত ওসমান, হজরত সাহেবের পবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণ, তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম এবং পিতৃব্য হজরত আব্বাছ, এমাম হাসান (রাজি), এমাম জইনুল আবেদীন, এমাম মোহাম্মদ বাকের এবং এমাম জাফর সাদেক, হজরতের কন্যা হজরত রুকিয়া ও উম্মে কুল্ছুম, তাঁহার পিশি হজরত

---

* বিবি ফাতেমা জোহরার (রাঃ) সমাধি সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে। তাহা "জিন্নতুল বকী" নামক স্থানে আছে, কেহ কেহ বলেন। কিন্তু তুর্কি ভাষায় লিখিত সমাধি স্থানের লিষ্ট দৃষ্টে দেখা যায়, তাহা হেরম শরিফের ভিতরেই অবস্থিত।

ছুফীয়া ও আয়েশা এবং ধাত্রী হালিমা ;, ওছমান বিন্নে আবি ওক্কাছ, আছদের কন্যা ফাতেমা, আকিলের পুত্র ইস্‌মাইল, জাফর তৈয়ারের পুত্র আবদুল্লা। এমামা মালেক, এমাম ছহুদী, এমাম নাফে, ময়াযের পুত্র সায়াদ, আবু সয়ীদ খুদ্‌রী, আবু তালেবের পুত্র ওকাইল প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও মহা মাননীয়া নারীগণের পবিত্র সমাধি সকল এই স্থানে আছে।

৩য় স্থান, জঙ্গে ওহদ (ওহদের যুদ্ধ ক্ষেত্র)—সেই উপত্যকায় হজরতের পবিত্র দন্ত মবারক শহিদ হয়। তাহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তথায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তন্নিকটস্থ স্থানে হজরত আমির হামজার (রাজি) সমাধি এবং আরও অসংখ্য শহিদের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরোক্ত সমাধি সমূহ দর্শন এবং তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনায় দান-দক্ষিণা এবং দোওয়া দরুদ ও নমাজ পড়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এতদ্ভিন্ন মস্‌জিদে "যো-কেবলতাইন" ও অন্যান্য পবিত্র সমস্ত স্থান দর্শন করা উচিত।

محمد صلعم

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

—o—

সিরিয়া (শাম) ভ্রমণ।

প্রথম অধ্যায়।

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাষ।

শাম প্রদেশ উত্তর দিকে অবস্থিত বিধায় তথায় অধিক পরিমাণে শীতানুভূত হয়। এখানে শীতকালে পথ ঘাট গৃহদ্বার বরফাচ্ছন্ন থাকে। যখন বরফ পাত হয়, তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খণ্ডের বর্ষণ যেন মুক্তার বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সময়ে আবার এমন শীতল বাতাস প্রবাহিত হয় যে, তাহা লোকের অসহ্য হইয়া থাকে। এই ভূখণ্ডে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুইটী ঋতু আছে। কেবল শীতকালে বৃষ্টি হয় বলিয়া তাহাকে বর্ষাকালও বলা যায়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল উভয়ই ছয় ছয় মাস থাকে ঃ—কার্ত্তিক মাসে বর্ষা আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত থাকে।

"তবুক" হইতে শাম প্রদেশের সীমা আরম্ভ। তবুকের দক্ষিণ প্রান্তে আরব দেশের শেষ সীমা। স্বয়ং প্রেরিত মহাপুরুষ বিধর্ম্মীগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করণার্থ সদল বলে এই তবুক নামক স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তবুকে শীতের খুব প্রাদুর্ভাব।

হিন্দুস্থান—মিরাট নিবাসী মৌলানা আশক এলাহি সাহেব "জেয়ারত শাম ও কুদ্দুছ শরীফ" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "এই স্থান ভ্রমণ করার ইচ্ছা করিলে ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যেই ভ্রমণ করা উচিত। তন্মধ্যে জুন, জুলাই এবং আগষ্ট এই তিন মাসই বিশেষ সুবিধা জনক।" বর্ত্তমান সময়ে হজ্জব্রত সমাপনের পর নবেম্বর মাসেই মদিনা গমন করা হয়। মদিনা দর্শনান্তে ৫।৭ দিবসের মধ্যে "হেজাজ-হামিদীয়া রেলে" আরোহণ পূর্ব্বক শাম ভ্রমণে বাহির না হইয়া, আড়াই মাস তিন মাস মদিনাতে অবস্থান করাই ভাল। কেন না সেই সময়ে প্রত্যহ হজরত সাহেবের সম্মানিত সমাধি দর্শন করা কত সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ হজ্জের পর সিরিয়াতে গমনকারিগণকে "তবুক" নামক স্থানে ৫ দিবস কোয়া-রাণ্টাইনে থাকিতে হয়, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে গেলে আর কোয়ারাণ্টাইন থাকে না। তৃতীয়তঃ ভীষণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার বলেন, যাঁহারা বিশেষ আবশ্যক বশতঃ একান্তই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চান, তাঁহারা সোজা সুজি প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া "হেজাজ-হামিদীয়া রেলে" আরোহণ পূর্ব্বক, শামে-বয়তোল মোকদ্দছাদি দর্শনান্তে, পোর্টসয়ীদ কিম্বা বোগদাদ ও বসরা হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন। গ্রন্থকারের স্নেহময়ী

জননী পীড়িতা থাকায় সত্বর প্রত্যাগমন জন্য তাঁহাকেও এরূপ করিতে হইয়াছিল।

আমার সঙ্গে অনেকেই শাম ভ্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শীতের আধিক্য সংবাদে ভয়ে সকলেই পশ্চাৎপদ হন। ফলে এখানে যাইতে হইলে নিম্নোক্তরূপ শীত নিবারক দ্রব্যাদি সঙ্গে লওয়া আবশ্যক; যথা:—লং কোট, পশমি ডবল গঞ্জি, পশমি ডবল ফুল মোজা, দস্তানা (Glove), পশমি ডবল কম্বল, চা প্রস্তুত করার জন্য ছমাওয়ার অথবা গ্যাসের চুলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাম (সিরিয়া Syria) যাত্রা।

সম্মানিত মদিনা হইতে দামেস্কস্ এবং ইয়াফায় (Caifla) যাতায়াতের পথ কষ্টসাধ্য এবং আশঙ্কা পূর্ণ ছিল। এখানে কোনও মতেই ৪০ কিম্বা ৩৫ দিবসের ন্যূন সময়ে যাওয়া হইত না। "বয়তোল মোকদ্দস" দর্শন জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ধর্ম্ম-পিপাসু মহাত্মাগণ এই পথে গমনাগমন করিতেন। যাঁহারা সেই কষ্ট হেতু পুণ্যধাম দর্শনে বিরত হইতেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ চিরদিন অনুতপ্ত থাকিত।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব চিরস্মরণীয় সম্রাট্ মহা মাননীয় সোলতান গাজী আবদুল হামিদ খান এই ভীষণ সঙ্কট পূর্ণ পথে "হামিদীয়া" রেল বিস্তার করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সেই মহা অভাব বিমোচন করতঃ চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। হামিদীয়া রেলে ৪০ দিবসের পথ ৫৮ ঘণ্টায় অতিক্রম করা হইতেছে। হজ্জের সময় এই রেল মদিনা তৈয়বা হইতে প্রত্যহ ৩।৪ বার ছাড়িয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

রেল ষ্টেশনের বিবরণ।

হুদীয়াহ্—পবিত্র মদিনা হইতে ১০৬ মাইল ব্যবধান, ইহা হেজ্জাজ হামিদিয়া রেলওয়ে লাইনের ৫ম ষ্টেশন। এই স্থানে আসিতে ১০ ঘণ্টা লাগে। এইস্থানে মল মূত্র ত্যাগের বিশেষ সুবিধা। এখানে প্রচুর পরিমাণে সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়; এজন্য এই স্থানে লোকে অজু, নমাজ ইত্যাদি সমাধা করার জন্য প্রায়ই এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া থাকে।

আল্আলা—৯ম ষ্টেশন—২০১ মাইল ব্যবধান। আনুমানিক ৫॥০ ঘণ্টা সময় আবশ্যক করে। এই ষ্টেশনে সুমিষ্ট জল এবং অপর সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত আছে, এজন্য এই স্থানে গাড়ী অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে।

এক হিসাবে ধরিতে গেলে "আল্আলা" কে সম্মানিত মদিনার সীমা নির্দ্দেশকারী ষ্টেসন বলিতে হইবে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর এই ষ্টেসনের দক্ষিণ দিকে অগ্রবর্ত্তী হইবার অধিকার নাই। এজন্য অহরহ এই স্থানে তুরস্ক সৈন্যগণ সুসজ্জিত থাকে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গাড়ী তদন্ত করে। যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পাওয়া যায়, তবে তাহাকে অবতরণ করাইয়া দেয়। যদি গাড়ী চালক অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক হয়, তবে তাহাকেও অবতরণ করাইয়া মুসলমান চালকের দ্বারা পবিত্র মদিনাভিমুখে গাড়ী চালানের ব্যবস্থা করা হয়।

মদায়েনুস্বালেহ্—১০ম ষ্টেসন, ২১৬ মাইল ব্যবধান ; আনু-মানিক ১॥০ ঘণ্টা সময় আবশ্যক করে। "আল্ওলা" হইতে এই ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পূর্ব্ব অধিবাসী "আদ"-এবং "সমুদ" বংশীয়গণ প্রভুর কোপ দৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে, উক্ত নগরদ্বয় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল—যাহার বিষয় পবিত্র কোরআন শরীফের পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার কোন কোন স্থান বালুকাময় ক্ষেত্র এবং কোন কোন স্থানে পর্ব্বতমালার ন্যায় স্তূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পরম করুণাময়ের মহিমা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ে শত শত বার জাগরিত হইয়া থাকে। এই প্রকাণ্ড ষ্টেসনে অধিবাসিগণ নানারূপ খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যবধানে "আবুবাক" নামক গৃহ সংস্থাপিত, তথায় প্রেরিত পুরুষ হজরত স্বালেহ্ (আঃ) এর উষ্ট্রী জবাহ্ করা, কিম্বা তাঁহার সন্তানকে সমাধিস্থ করার স্থান বলিয়া প্রকাশ।

তবুক :—সম্মানিত মদিনা হইতে ১৩শ ষ্টেসন, ৩৭৮ মাইল ব্যবধান এবং "মদায়েনু স্বালেহ্" হইতে এখানে আসিতে আনুমানিক ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। হজ্জের পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই স্থানে পাঁচ দিবস "কোয়ারাণ্টাইন" হইয়া থাকে। কোয়ারাণ্টাইন গৃহের নিকটেই পথ। কেবল বস্ত্র সমূহ ভপারাতে দেওয়ার জন্য কোয়ারাণ্টাইন গৃহে আনীত হইয়া থাকে। তুর্কী প্রহরীগণ যাত্রিদের অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য রেলে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কোয়ারাণ্টাইন-গৃহস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিকটে টিকিট গ্রহণ করিতে হয়, এজন্য কোন ফিস প্রদান করিতে হয় না (কেন না রেলের টিকিট ক্রয় কালে কোয়ারাণ্টাইনের ফিসও গৃহীত হইয়া থাকে); কোয়া

রাণ্টাইন-গৃহে প্রবেশ করিয়া সরকারী লম্বা কোর্ত্তা পরিয়া, নিজের যাবতীয় বস্ত্র ধূমে দেওয়ার জন্য প্রদান করিতে হয়। কালাম মজিদ, টুপি, কোমরবন্দ এবং টাকা পয়সা যাহা থাকে, তাহা হস্তে করিয়া রাজ কর্ম্মচারীর সম্মুখ দিয়া গৃহের অপর পার্শ্বে গমন করিতে হয়। এই সময়ে তাঁহাদের প্রদত্ত টিকিট ফেরৎ দিতে হয়। অনন্তর বাহির হইলে প্রত্যেককে আপন আপন বস্ত্রাদি চিনিয়া লইতে হয়। কামরাণের ন্যায় এই স্থানে অবগাহন করিতে হয় না। তৎপর সকলকে ক্যাম্পে গমন করিতে হয়। লৌহ জাল দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যে সারি সারি বহুসংখ্যক বস্ত্রাবাস (তাম্বু) থাকে। ৫।৬ জন মিলিত হইয়া সুবিধা মত উহার একটী বস্ত্রাবাস অধিকার করিয়া লইতে হয়। অনন্তর নিজের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সহ রেল-কোয়ারাণ্টাইন ক্যাম্পের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। এখানে আপন আপন দ্রব্যাদি বাছনি করিয়া লওয়ার বিশেষ সুবিধা ঘটে। দ্রব্য জাত অধিক থাকিলে, কুলিগণকে ২।৪ আনা প্রদান করিলেই তাহা নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা পৌঁছাইয়া দেয়। তৎপর ক্যাম্পের দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

উল্লিখিত রূপ বিস্তর ক্যাম্প স্থাপিত আছে। প্রত্যেক ক্যাম্প স্থলে ৭০।৮০টী করিয়া "বস্ত্রাবাস" ও তাহার দ্বারদেশে একটী প্রকাণ্ড বস্ত্রাবাস স্থাপিত আছে। এই বৃহৎ তাম্বুতে রাজ কর্ম্মচারিগণ বাস করেন। প্রত্যেক ক্যাম্প স্থলে একখানি দোকান গৃহ থাকে। তাহাতে কুক্কুট, ডিম্ব, গোশ্‌ত্‌, ঘৃত, ডাল, চাউল, ময়দা, রুটি এবং আঙ্গীর ইত্যাদি প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়; কিন্তু কোন কোন দ্রব্যের মূল্য একটু অধিক। সুমিষ্ট জল এবং কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। তথায় অন্য কোনরূপ অসুবিধা

ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু শীতের প্রকোপটা একটু অধিক। তথায় পাঁচ রাত্রি অবস্থানের পর সকলকে সারি সারি ভাবে দণ্ডায়মান করাইয়া, ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষার পর ক্যাম্পের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। এদিকে রেলগাড়ীও ক্যাম্পের দ্বারদেশে প্রস্তুত থাকে, তখন ব্যস্ততা সহকারে যাত্রিগণকে গাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। কেন না বিলম্বে সুবিধা মত স্থান পাওয়া যায় না। তৎপরে তবুক ষ্টেসনে গাড়ী থামে। "তবুক" একটী প্রকাণ্ড ষ্টেসন, তথায় সদ্য প্রস্তুতি উত্তম রুটী এবং প্রায় সমস্ত খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। ষ্টেসনের বহির্ভাগে প্রকাণ্ড চার দোকান আছে, তথায় সর্ব্বদা চা প্রস্তুত থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য দোকানেও প্রায় সমস্ত দ্রব্যাদি থাকে।

তবুক।

ইহা একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। রেল ষ্টেসনের অনতিদূরেই এই গ্রাম অবস্থিত, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ধর্ম্ম যুদ্ধার্থ সদল বলে এই স্থানে পদার্পণ এবং অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে তুরস্কের রাজ্যচ্যুত সোলতান গাজী আবদুল হামিদ খান মহোদয়, হজরতের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ বিশেষ সৌন্দর্য্যময় এক মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে স্নানাগার এবং অজু করার জন্য জলের পাইপ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে।

তবুকে সোলতানের একটী দুর্গ এবং একটী বৃহৎ নির্ঝরিণী আছে, তাহার জল সুমিষ্ট। এজন্য গ্রামবাসিগণ সেই জলই ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকাশ আছে যে, স্বয়ং প্রেরিত মহাপুরুষ এই নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, এজন্য এই নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়া

শ্রেয়ঃ লাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য ; অবগাহন করিতে অপারগ হইলে অজু করাও উচিত।

মআন ঃ—১৬শ ষ্টেসন ৫২৫ মাইল ব্যবধান এবং ১০ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ইহাও একটী প্রকাণ্ড ষ্টেসন। রাজপুরুষ এবং সৈনিক পুরুষ-গণের থাকিবার জন্য ষ্টেসনের নিকট প্রকাণ্ড ও সৌন্দর্য্যময় দালান রাজিতে ষ্টেসনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। এই স্থানে নানারূপ মেওয়া ও অপরাপর খাদ্য-সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এই স্থানে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে।

আল্‌হেচ্ছা ঃ—১৯শ ষ্টেসন, ৫৭৪ মাইল ব্যবধান এবং ৫ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক করে। ইহার মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময়, এজন্য গাড়ী পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে দার্জ্জিলিং এর ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকে। এই স্থানে গাড়ী অতিরিক্ত পরিমাণে ঘুর্ণিত হইয়া থাকে বলিয়া কোন কোন সময় এক পার্শ্ব উচ্চ ও অন্য পার্শ্ব নিম্ন হইয়া থাকে।

কত্‌রানাহ্‌ ঃ—২০শ ষ্টেসন, ৬০৬ মাইল ব্যবধান এবং যাইতে ২ ঘণ্টা আবশ্যক করে। এই স্থানে তুর্কী সৈন্যের ছাউনী আছে।

উম্মান ঃ—২২শ ষ্টেসন ৬৭১ মাইল ব্যবধান এবং ৬ ঘণ্টার পথ। ইহা একটী প্রকাণ্ড সৌন্দর্য্যময় ষ্টেসন। যাঁহারা অল্প ব্যয়ে "বয়তোল্‌-মোকদ্দস্‌" দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের দামস্কাস্‌, বৈরুত এবং ইয়াফা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণে অতিরিক্ত সময় নষ্ট ও অর্থ ব্যয়ে বিরত হইয়া এই ষ্টেসনে অবতরণ করা উচিত ; কারণ এই স্থান হইতে উষ্ট্র ও খচ্চর-পৃষ্ঠে অথবা পদব্রজে দুই দিবসে "বয়তোল্ মোকদ্দস্‌" প্রাপ্ত হয়। লোকের সুবিধার জন্য এই ষ্টেসন হইতে "বয়তুল্‌ মোকদ্দস্‌" পর্য্যন্ত রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে।

দর্‌আ :—২৫শ ষ্টেসন ৭৩২ মাইল দূরবর্ত্তী এবং তথায় পঁহুছিতে ৪ ঘণ্টা সময় আবশ্যক করে। ইহা একটী জংসন ষ্টেসন। যাঁহারা দামাস্কস্ ও অন্যান্য স্থানাদি ভ্রমণ না করিয়া সোজা সুজি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই স্থানে "হাইফা" গমনের গাড়ীতে আরোহণ করা উচিত। হাইফা (কাইফা) হইতে স্বল্প ব্যয়ে ইয়াফা (জাফ্‌ফা) বন্দরে গমন পূর্ব্বক "বয়তোল্ মোকদ্দস্" দর্শনান্তে পুনরায় ইয়াফায় আসিয়া, তথা হইতে সোজাসুজি পোর্ট সয়ীদ হইয়া বোম্বাই প্রত্যাগমন সুবিধা জনক।

দর্‌আ হইতে ইয়াফার (কাইফার) ভাড়া ৫।৶৬ এবং ৫ ঘণ্টায় তথায় যাওয়া যায়। দামেস্কসের টিকিটকারিগণও মনের গতি পরিবর্ত্তন হইলে, হাইফার ট্রেণে বসিতে পারে, কেবল টিকিট চেক করা কালে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া লয়।

দামেস্কস্ :—মদিনা তৈয়ব হইতে দামেস্কস্ ২৭শতম ষ্টেসন * দূরত্ব ৮০৯ মাইল এবং দর্‌আ ষ্টেসন হইতে এখানে আসিতে ৫ ঘণ্টা আবশ্যক করে, কেন না ডাক গাড়ী দ্রুতবেগেই চলিয়া থাকে। এই উভয় ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রায় শস্যপূর্ণ কৃষিক্ষেত্র। চতুষ্পার্শ্বে কেবল কৃষি-সম্পদ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কোন কোন স্থানে কৃষকগণ উষ্ট্র-গো এবং খচ্চরের দ্বারা হাল চষিতেছে। মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট পর্ব্বত আছে, তৎসমুদয়ও কৃষিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। ইহাতে বুঝা যায় যে, শাম প্রদেশের ন্যায় উর্ব্বরা

* সম্মানিত মদিনা মনুওরা হইতে দামেস্কস্ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ ৭৬টী ষ্টেসন আছে।

ভূমি পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে নাই। এই সমস্ত ভূমি ঠিক বাদামি অর্থাৎ খাকি রংএর।

দামেস্কস্ ষ্টেসনের প্লাটফরমে অনবরত বহু অশ্বযান এবং হোটেল-ওয়ালা, ভাড়াটীয়া গৃহের মালিক ও দালালগণ উপস্থিত থাকে; এজন্য ভ্রমণকারীগণকে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

আমাদের বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণের, অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া "আবদুল্লা বাঙ্গালী" ও "আবদুর রহমান" বাঙ্গালীর "হিন্দি-তক্-ইয়ায়" গমন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা বিশেষ সমাদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। অথচ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য লালায়ীত নহেন। তবে পুরস্কার স্বরূপ কিছু প্রদান করিলে তাঁহারা তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত হিন্দি তকৃইয়াতে শ্রীহট্ট নিবাসী মৌলবী আবদুল্লা সাহেব অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিতেছেন, তিনি অতি ভাল লোক; মৌলবী সাহেব বিশেষ সমাদরের সহিত সর্ব্বস্থান দর্শন করাইয়া থাকেন।

অসমর্থ ব্যক্তি হিন্দি তকৃইয়াতে বাস করিলে ভাড়া দিতে হয় না; কিন্তু ধনাঢ্য মহাত্মাগণের অট্টালিকা ভাড়া করিয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যহ ।/০ আনা ভাড়াতে রীতিমত স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ সুবিধা মত স্থান লইতে গেলে ভাড়া আরও একটু অধিক দিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o—

দামেস্কস্-দর্শন।

ভারতের মিরট নিবাসী মৌলানা মোহাম্মদ আশক ইলাহি সাহেব নিজ গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "শতাধিক বৎসরের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণকারিগণ যাহাকে পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্য পূর্ণ দামেস্কস্ (দেমেস্ক বা দামেস্ক) মহা নগরের অবস্থা বর্ণন করার কোন প্রয়োজন করে না। ফলতঃ ইহা যে "পৃথিবীর স্বর্গ" তাহা সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত। কেন না পরম করুণাময় বিশ্ব-পালক মানবগণের জন্য যে সমস্ত রসনার তৃপ্তিকর উপাদেয় বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তাহার প্রায় অধিকাংশই এই স্থানে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। এরূপ সর্ব্ব কৃষিপূর্ণ নগর পৃথিবীতে আরও থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ সুমিষ্ট ফল এবং সুরম্য বৃক্ষ, লতা, পাতা ও পুষ্পাদিতে সুশোভিত নগর দ্বিতীয় হওয়া অসম্ভব।

এই নগর মধ্যে সাতটী বৃহৎ নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। সেই নির্ঝরিণীর জল স্বচ্ছ, শীতল, সুমিষ্ট ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকারী। শীতকালে উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বতে যে বরফ জমিয়া থাকে, তৎসমুদয় গলিয়া প্রবাহিত হইয়া উক্ত নির্ঝরিণী সমূহে আসিয়াপড়ে। এই

---

* ইনি নিজ গ্রন্থ "জেয়ারতুশ্বাম ও কদ্দুছ শরীফ" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন।

সমস্ত নির্ঝরিণীর উভয় পার্শ্বে প্রস্তরময় প্রাচীর থাকায় অশেষ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

বিশ্ব-পালক এই নগরবাসিগণকে এরূপ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন যে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন ফিরান যায় না। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ মূল্যবান্ ও মনোরম। এখানে ভ্রমণ কালে যাহাতে যুবতিকুল দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; কেন না তাহাতে লোকের কুমতি ঘটিতে পারে এবং যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে পুণ্যার্জ্জন করা ত দূরের কথা, প্রভুর কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়। পরন্তু তত্রত্য মোসলমান ভদ্র মহিলাগণের পথে বাহির হওয়ার রীতি নাই; কেবল য়িহুদি রমণীগণ বদনমণ্ডল উন্মুক্ত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে।

এই মহানগরীতে ইহুদি ও খৃষ্টান অধিবাসীও আছে, কিন্তু মোসলমানের অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল।

মস্‌জিদ,—এই নগরে মসজিদের সংখ্যা অত্যধিক এবং সে সমস্তই সমুন্নত ও সৌন্দর্য্যময়। সেই মসজিদ সমূহের মধ্যে বহুমূল্য পশমী কালিন (গালিচা) বিছান থাকে, কোনও কোনও মসজিদের মমের বাতির দৈর্ঘ্য ৮।৯ ফুট এবং পরিধি ৩ ফুটের ন্যূন হইবে না। এজন্য তাহা স্তম্ভ বলিয়া অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। মসজিদের বহিৰ্দৃশ্য ঠিক দুর্গের ন্যায়, তাহার অভ্যন্তরে কতক স্থান খোলা থাকে, তন্মধ্যে একটী করিয়া জলাধার অবস্থিত; তাহাতে পাইপ সংযুক্ত থাকায় তাহা অনবরত জলে পরিপূর্ণ থাকে। জলাধারের উপরিভাগ খোলা থাকাতে, বৃষ্টির জল ও রৌদ্রের উত্তাপ পতন হেতু সেই জল দূষিত হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন লোকের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক মসজিদে মল-মূত্র ত্যাগের স্থান ও জলের বন্দোবস্ত আছে।

জামেয় দামেস্কস্।

দামেস্কসে অনেক সুন্দর সুদৃশ্য মসজিদ আছে, তন্মধ্যে "মস্‌জিদে ইয়াহ্‌ইয়া (জামে আমুই) সর্ব্বপ্রধান। বনি উম্মিয়ার খলিফা "অলিদ-বিন্ আবদুল মালেক" ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ কোটী টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ১৫০ গজ দীর্ঘ এবং ১০০ গজ প্রস্থ। তাহাতে ৬৮টী স্তম্ভ এবং ৩টী মেহ্‌রাব আছে। মধ্যস্থিত মেহ্‌রাবে এমাম দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। তৎসম্মুখেই খোত্‌বা পড়ার মিম্বর (বেদিকা) অবস্থিত। এই মস্‌জেদের গোম্বজ, ছাদ এবং প্রাচীর এরূপ কারুকার্য্য মগ্ন যে, তদ্দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে; উহার একদিক হইতে অন্য দিকে নয়ন ফিরান যায় না। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ছাদ ও গোম্বজে সূর্য্যোত্তাপ প্রতিভাত হইয়া যখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

অত্যুৎকৃষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোম্বজের উপরি ভাগ পিতলের পাত দ্বারা আবৃত থাকায় তাহা নষ্ট হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। মসজিদটী অতি প্রাচীন হইলেও দর্শকগণ তদ্দর্শনে যেন এখনই নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন।

এই মসজিদের উত্তর দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্লাটফরম আছে, (কেন না সিরিয়া বয়তোল্লার উত্তর দিকে বিধায় দক্ষিণ দিকে নমাজ পড়িতে হয়; এজন্য উত্তর দিকে প্লাটফরম অবস্থিত)। তাহার মধ্য স্থলে প্রকাণ্ড ফোয়ারা এবং চতুর্দ্দিকে অত্যধিক উচ্চ ও প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকা রাজি সংস্থাপিত আছে।

এই বিস্তৃত প্লাটফরমের পার্শ্বস্থ অট্টালিকা রাজির সংলগ্ন পূর্ব্ব উত্তর

দিকে একটী ছোট অথচ মনোরম্য মসজিদ আছে, তাহা সৈয়দেনা হোসায়নের (রাজি) পুত্র এমাম জৈনুল্ আবেদ্বিনের মসজিদ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা প্রকাশ আছে যে. তিনি তথায় প্রত্যহ সহস্র রকাত নমাজ পড়িতেন। তাঁহার নমাজ পড়ার স্থানের নিকটে প্রাচীরের মধ্যস্থিত গবাক্ষে শহিদে কারবলা হইতে এমাম হোসায়ন (রাজি) সাহেবের পবিত্র মস্তক আনিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ আছে। তৎসংলগ্ন অন্য এক স্থানের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী কৃত একটী গোলাকার কুব্বার ন্যায় আছে। স্বর্ণ রঞ্জিত কারুকার্য্য সম্বলিত সবুজ বর্ণ গেলাফ্ দ্বারা তাহা আবৃত। তথাকার খাদেমগণ বলেন, এই স্থানে এমাম সাহেবের সম্মানিত মস্তক সমাধিস্থ করা হইয়াছে (ইহা অপ্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ তাঁহার সেই সম্মানিত মস্তক মিসরে সমাধিস্থ আছে)। কিন্তু মৌলানা আশক ইলাহী সাহেব নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, —"হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সম্মানিত চুল এবং তাঁহার পদ চিহ্নিত কৃষ্ণ প্রস্তর এই খানে রাখা হইয়াছে।

আল্লামায়-হরদি নিজ গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন,—জামে দামাস্কসের পশ্চিম দিকস্থ মিনারার নিম্নে এমাম মোহাম্মদ গাজ্জালির (রাঃ) উপাসনালয় ছিল এবং পূর্ব্বদিকস্থ মিনারার যে সামান্য অংশ কাবার দিকে আছে, তথায় নিশীথ কালে হজরত খ্বাজা খেজের (আঃ) নমাজ পড়িতেন, এজন্য সেই সম্মানিত স্থানটী "যাবিয়াতুল্ খেজর" নামে অভিহিত।

মসজিদের মধ্যভাগে প্রেরিত পুরুষ সৈয়দেনা ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) সম্মানিত মস্তকের সমাধি অবস্থিত, তাহা অতীব সৌন্দর্য্যময়। তাহার সৌন্দর্য্য ও ধুমধাম চরম সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

মহাপ্রলয়ের অনতিকাল পূর্ব্বে সৈয়দেনা হজরত ঈসা (আঃ)

ফেরেশ্‌তাগণের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আকাশ হইতে ইহার পূর্ব্ব দিকস্থ মিনারায় অবতরণ করিয়া কহিবেন, আমার নিম্নে অবতরণ জন্য সিড়ি আনয়ন কর। ইহাও সাধারণ্যে প্রকাশ ও গ্রন্থে লিখিত আছে।

তাড়িত চালিত ট্রামকার।

তথায় প্রত্যেক প্রকাণ্ড পথে অনবরত বৈদ্যুতিক ট্রাম কার চলিতে থাকে। এখানকার ট্রামকার অতীব সুন্দর এবং ভাড়াও অপেক্ষাকৃত সুলভ। বৃষ্টি এবং বাতাসের সময় উহার আয়না উঠাইয়া দিলে, জল আসিবার এবং চক্ষে ধূলা পতনের আশঙ্কা থাকে না।

অশ্ব-যান।

এখানকার ঘোড়ার গাড়ী গুলিও সুন্দর। উহার ঘোড়া সকল উন্নত, বলিষ্ঠ ও সুশ্রী। ষ্টেসনে রেলগাড়ী উপস্থিত হইলে, অশ্বযান সমূহের সৌন্দর্য্য ও সুশ্রীঘোড়া দর্শনে, তাহা ভাড়াটীয়া হইতে পারে না, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের গাড়ী বলিয়া যাত্রিগণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাজার।

এই নগরের বাজার ও দোকানগুলি এতই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেও মনের সাধ মিটে না। সুখাদ্য ও পানীয় সামগ্রী সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে অসংখ্য প্রকারের প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। হোটেল সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অনেক প্রকার মাংস, মৎস্য ও ব্যঞ্জনাদিতে পূর্ণ। দোকানদারগণ ভাজা মৎস্যে লবণ একটু অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাগুর মৎস্য বাজারে সর্ব্বদা বিক্রয় হয়। আমরা নিজ বাসায় এক

বার মাগুর মৎস্য পাকাইয়াছিলাম, তাহা এতই সুমিষ্ট যে, জীবনে তাহার আস্বাদ বিস্মৃত হইব না। রসনা তৃপ্তিকর বলিয়া লোভ বশতঃ আমরা প্রত্যহ মাগুর মৎস্য পাক করাইতাম।

রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ দোকানে দ্রব্যাদি এরূপ সজ্জিত রাখা হইয়াছে যে, কোন তাড়িত শক্তি প্রভাবে যেন তাহা দর্শকের হৃদয় মন আকর্ষণ করে। দোকান সমূহের দ্বারদেশে আয়না দেওয়া আছে। ক্রেতা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেই দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া দ্রব্যাদি দেখান হইয়া থাকে।

এই মহানগরীর ভূমি অতীব উর্ব্বরা। এখানকার বাজারে যে সকল কপি, শালগম ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে, সেরূপ প্রকাণ্ড কপি কোনও স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। মনক্কা, ছেব, আখরোট, কমলা লেবু, বর্তোগান * ইত্যাদি মেওয়াজাত অতীব সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন তথায় আমাদের দেশীয় কমলা লেবুও বিস্তর পাওয়া যায়। আঙ্গুর ও আঞ্জিরের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। তথায় ৵০ আনায় যত গুলি আঙ্গুর পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে ২৲ টাকা মূল্যেও তাহা পাওয়া অসম্ভব। আঙ্গুরের "সিরাপ" (আরক বা শরবত) ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। তাহা টীনে আবদ্ধ পূর্ব্বক তদুপরি ঝালাই করিয়া অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া চলে।

ইস্‌লাম-বিজয়ের সর্ব্বপ্রথমে এই দামাস্কস মহানগরীই কনষ্টাণ্টি-নোপলের খ্রীষ্টান সম্রাটের অধীনে একটী প্রসিদ্ধ ও প্রধান নগর ছিল;

---

* আরবী ভাষায় কমলা লেবুকে "বর্তোগান" বলা হয়, কিন্তু তথায় যে এক প্রকার লেবু আছে, তাহা অন্য কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর

বর্ত্তমান সময়ও এখানকার তুরস্ক সুলতানের রাজ-প্রতিনিধির গৃহ, বিচারালয় ও মন্ত্রণাসভা অশেষ সৌন্দর্য্যময় ।

টেলিগ্রাম অফিস ।

এখানে ইংরেজী, ফরাসী, তুর্কী এবং আরবী এই চারি ভাষায় টেলিগ্রাম হইয়া থাকে। এক দিবসেই ভারতবর্ষে সংবাদ আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেক শব্দে ১।০ আনা ফিস দিতে হয় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—০—

দামাস্কাসে ভ্রমণ ও সম্মানিত স্থান সমূহ দর্শন ।

এই মহানগর যেমন সৌন্দর্য্যময়, নগরবাসিগণের স্বভাব চরিত্রও তেমনই অতুলনীয়। অধিকাংশ লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সরল ও সচ্চরিত্র। শাম দেশ অতীব সম্মানিত, কেন না যে সমস্ত প্রেরিত মহাপুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার এক চতুর্থাংশেরও অধিক এখানে জন্মগ্রহণ, একেশ্বরবাদ প্রচার এবং জীবন লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আল্লামায় রবিয়, হজরত আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "দামাস্কসের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর প্রেরিত মহাপুরুষ হুদ (আঃ) প্রস্তুত করিয়াছিলেন," এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, "প্রেরিত পুরুষ হুদের (আঃ) সমাধি মস্‌জিদের কেব্‌লার দিকে অবস্থিত।"

ইমাম আহ্‌মদ (রা) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "আবদাল সমূহের অবস্থান-স্থান শাম রাজ্য। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই লীলা-ক্ষেত্র

বর্ত্তমান সময়ে ও দামাস্কাসে ধার্ম্মিক মহাত্মাগণের সংখ্যা কম নহে। এখানকার ধার্ম্মিক প্রবর মৌলানা শেখ "বদরুদ্দীন" মোহাদ্দেস সাহেব এক জন মহাপুরুষ, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মৌলানা রশীদ আহ্মদ (রহঃ) সাহেবের জীবনী লিখক মৌলানা আশক ইলাহি সাহেব লিখিয়াছেন, "মৌলানা শেখ বদরুদ্দীন ও রশীদ আহ্মদ সাহেব, সর্ব্ব প্রকারে সমতুল্য।"

রদ্দোল্-মোহ্তার (শামী) গ্রন্থ-প্রণেতা মৌলানা "ওমর" বিন্ আবেদীন মহাত্মার বংশধরগণের মধ্যে মহাত্মা মৌলানা মুফ্তী (ব্যবস্থা-দাতা) সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল খায়ের আবেদীন এখন জীবিত আছেন। তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম তত্ত্বে বিভূষিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

সমাধি ও সম্মানিত স্থান।

১। জামেয় সোল্তান নুরুদ্দীনে, সোলতান নুরদ্দীনের সমাধি অবস্থিত। তিনি এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ন্যায় বিচারক নরপতি ছিলেন। সর্ব্ব-প্রথমে হাদিস শিক্ষার পথ তিনিই প্রদর্শন করেন। তিনি অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মার্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে সুরা পান ও বিক্রয় কার্য্য প্রচলিত ছিল না। ২। "মস্জেদে আবি ওবায়দা-বিন্নে-জর্রাহ্" (রাজিঃ) প্রেরিত মহাপুরুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা (সহচর) আবি ওবায়দা বিন্নে জর্রাহ্ (রাজিঃ) একজন প্রধান বীর পুরুষ ছিলেন; তিনি খলিফার প্রধান সেনাপতি হইয়া দামাস্কাস্ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিই এই স্থানে উপাসনা করিতেন, এজন্য ইহা দর্শনের জন্য অনবরত লোক

আসিয়া থাকে এবং এই স্থানে প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ৩। শেখ ইব্রাহিম বিন্নে সোলায়মান। তিনি ছয় সুবৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত জামেয়-কবীরের শরা গ্রন্থের গ্রন্থকার। ৪। শেখ ইব্রাহিম, কুতুরীয় শরা প্রণেতা। ৫। প্রেরিত মহা-পুরুষের আজান দাতা সৈয়দেনা বেলাল হাব্‌শী (রাজি) ১৭ হিজ্‌রীতে পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহা প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার স্থান বলিয়া প্রকাশ। এই গৃহ মধ্যে নিম্নলিখিত সমাধিত্রয় অবস্থিত। ৭। সৈয়দেনা আবি দর্‌দা এবং ৮। তাঁহার সহধর্ম্মিণী। ৯। সৈয়দেনা মাবিয়া (রাজি) ইনি ৪০ বৎসর কাল দামেস্কসের ওয়ালী (বিচারপতি) এবং তন্মধ্যে ২০ বৎসর কাল খলিফা ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৬১ হিজরীর রমজান মাসে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ১০। আবুল্লাইল মাবিয়াহ্‌। তিনি চল্লিশ দিবস বিচারপতি এবং পুণ্যাত্মা ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। ১১। হজরত ফযালাহ্‌ বিন্নে আবীদ সাহাবী ৫৩ হিজরীতে পরলোক গত হন। ১২। ছল বিন্নে রবীয় আন্‌সারী সাহাবী। ১৩। ইয়যিদ বিন্নে ফাতক আছদী সাহাবী। দামেস্কাধিকারের পর ইনিই মুসলমানগণকে ধন সম্পত্তি বণ্টক করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪। শমউন আন্‌সারী (রাজি)। ১৫। হজরত সাহেবের সহধর্ম্মিণী সৈয়দেনা উম্মে জইবা ও ১৬। উম্মে ছলমা। ১৭। মা ফাতেমা দেবীর (রজি) দাসী "ফিজ্জাহ্‌"। ১৮। মহাত্মা নসর বিন্নে ইব্‌রাহিম ; তিনি অনেক কাল বয়তোল্লা শরীফে অতিবাহিত করার পর দামাস্কসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; তিনি এরূপ স্বার্থত্যাগী ছিলেন যে, কাহারও নিকট কোনওরূপ উপহার গ্রহণ করিতেন না। মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ

পরলোক গমন করেন। ১৯। আলল্ মক্সুর ছম্ইয়ানী তাঁহার পরলোকে গমনের রাত্রিতে কোন মহাত্মা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, স্বয়ং হজরত সাহেব তাঁহার সমাধি স্থানে নমাজ পড়িতেছেন। তথায় প্রার্থনা করিলে খোদার দরগায় গৃহীত হয় বলিয়া প্রকাশ। তাহা পরীক্ষা দ্বারাও জানা গিয়াছে। ২০। ফখর বিন্নে আসাকের, হাদিস শাস্ত্রে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তিনি দামাস্কসের ইতিহাস প্রণেতা। ৫৭১ হিং রজব মাসে পরলোক প্রাপ্ত। ২১। শেখ ইব্রাহিম তাজী, হাদিস শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ২২। নরপতি অলীদ বিন্নে আবছল মালেক বিন্নে মরওয়ান। ইঁনিই জামের মসজিদের অপরাংশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৯৬ হিজরীতে ইনি পরলোক গমন করেন। ২৩। যে এজিদের পৈশাচিক ব্যবহার মুসলমান মাত্রেরই হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত আছে, তাহার সমাধি ইহার নিকটে এক প্রাচীরের পার্শ্বে ছিল বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান সময়ে লোকে তথায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকে, এজন্য তাহা একটী প্রস্তর স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সমাধির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেরিত মহাপুরুষের বংশধরগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের সমাধি উন্নতাবস্থায় একস্থানে অবস্থিত। যথা—

২৪। সৈয়দেনা হামজা বিন্নে জাফর ছাদেক (রাজি) সাহেব জাদা হজরত ওম্মল্ হাসন (রাজি); ২৫। আবদুল্লা বিন্নে আব্বাছের সাহেব জাদা আলী এবং ২৬। তৎপুত্র সোলায়মান ও তাঁহার স্ত্রী; ২৭। জাফর বিন্নে হাসন বিন্নে হোসায়েম শহিদে কারবলার সাহেব জাদী উম্মল হাসন। ২৮। এমাম জৈন্নুল আবেদীনের সাহেব জাদী হজরত খদিজা (রাজি); ২৯। ছৈয়দেনা আলি বিন্নে আবিতালেবের (রাজি)

জৈনব। ৩১। ফাতেমা বিন্নে আলী (রজি)। ৩২। মসজিদে আমেলাহ্—প্রকাশ আছে যে, প্রেরিত মহাপুরুষ মেয়রাজের রাত্রিতে এদিক হইতেই গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ এই মসজিদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ৩৩। সৈয়দতেনা খোলা বিন্তে আবুজর (আওজর) (রজি)। ৩৪। সৈয়দেনা জরার বিন্নল্ আবজুর আছদী (রজি) ৩৫। হজরত জবল বিন্নে ময়াজ এবং ৩৬। উবান বিন্নে উবান (রজি)। ৩৭। সৈয়দেনা মুহিয়দ্দিন বিন্নে মোহাম্মদ বিন্নে আরবী মহাত্মার সমাধি "জামেয় মুহীউদ্দীন" নামক প্রকাণ্ড ও সমুন্নত মসজিদের বাম দিকস্থ কামরার মধ্যে অবস্থিত। সবুজ বর্ণের বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা তাহা আবৃত এবং তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে আরব্য ভাষায় দুইটী কবিতা লিখিত আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—আমার মৃত্যুর পরও কেহ কোন বিষয় চাহিলে পরম করুণাময় খোদাতালার অনুগ্রহে তাহা পূর্ণ হইবে।"

তথায় এক প্রকাণ্ড অতিথিশালা আছে, তথায় প্রত্যহ "সুরগা" বিতরণ করা হয়। "সুরগা" চারদানা সিরিনির ন্যায় এক প্রকার সুখাদ্য ; তাহাতে ঘৃত, দুগ্ধ ও চাউল ত থাকেই, অধিকন্তু তদতিরিক্ত মাংসের সারাংসও দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা একদা "সুরগা" বিতরণের সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন লোক সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত ছিল। শুনিতে পাইলাম, সর্ব্বদাই এরূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পীর সাহেবের তবরোক আমরা এক ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিয়া খাইয়া দেখিলাম, তাহার আস্বাদ মন্দ নহে এবং তাহা প্রত্যেকে ১॥৹ সেরের ন্যূন প্রাপ্ত হয় না। তাঁহার নিকটে তাঁহার পুত্র। ৩৯। এমাদুদ্দীন ও ৪০। সয়ীদুদ্দীনের (রাঃ) এবং তাঁহার পদ স্থানে শামের

বলা হয়। ৪১। শেখ আবুল আব্বাছ (রাঃ) একজন ধার্ম্মিক মহাত্মা ছিলেন। ইতিহাসে কথিত আছে, তিনি এক রমজান মাসে ৫৬০ বার কোরাণ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কোনও সময় খড়ম পায় দিয়া মহাত্মা এজিদের * নির্ঝরিণীর উপর দিয়া অপর পার্শ্বে গিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার খড়মও ভিজিয়া যায় নাই। অন্য এক সময় সেই নির্ঝরিণীর ধারে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ভেকের উচ্চ শব্দে বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"ভেকগণ! তোমাদের শব্দে আমার বিরক্তি জন্মিতেছে, হয় তোমরা এই স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাও, না হয় আমিই এই স্থান পরিত্যাগ করি।" তাহাতে ভেকেরাই স্থানান্তরে যায়। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত সেই নির্ঝরিণীতে ভেক দৃষ্টিগোচর হয় না। এরূপ অলৌকিক ক্ষমতাবান্ শত শত ধার্ম্মিক পুরুষ এই দামেস্কস্ মহানগরীতে ছিলেন, এখনও তাঁহাদের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরোক্ত মহাত্মা ৫৫৮ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। কছিউন্ নামক পর্ব্বতের ধারে তাঁহার সমাধি আছে।

কছিউন্-পর্ব্বত।

ইহা একটী পর্ব্বত, ইহাতে আরোহণ করিলে দামাস্কাস্ নগরীর সমস্ত হর্ম্ম্য রাজি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা নগরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

---

* হজরত মাবিয়ার (রাঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এজিদ বিন্নে আবু ছুফিয়ান (রাঃ) এই নির্ঝরিণী খনন করাইয়াছেন, ইহা স্বালেহীয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতের বরফ রাশি তরল হইয়া এই

ইহার নিম্নদেশ হইতে শৃঙ্গ পর্য্যন্ত এক মাইলের ন্যূন হইবে না। গাড়ী নিম্নে রাখিয়া পদব্রজেই এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয়। কথিত আছে, এই নগরে ১৭০০ শত প্রেরিত পুরুষের (পয়গম্বর) সমাধি আছে। এই কছিউন্ পর্ব্বতে অনেক প্রেরিত পুরুষের উপাসনালয় ও অবস্থানের স্থান ছিল। এই সম্মানিত পর্ব্বতে যে সমস্ত গর্ত্ত (গহ্বর) আছে, তাহা দর্শন যোগ্য।

৪৫। এই পর্ব্বতশৃঙ্গের নিকটে একটী গর্ত্ত বা সুড়ঙ্গ আছে, তাহাকে "মগার তুদ্দম্" বলা হইয়া থাকে। প্রকাশ আছে যে, এই স্থানে সর্ব্ব পিতা সৈয়দেনা আদম (আঃ) এর পুত্র হাবীলকে কাবিল বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াছিলেন, তথায় এ পর্য্যন্ত প্রস্তরে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভয়াবহ ঘটনা সজ্ঘটন হয় নাই বলিয়া সেই পর্ব্বত এবং সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল; তদ্দর্শনে মহাত্মা জেব্রাইল (আঃ) তদুপরি হস্ত স্থাপন করায়, পর্ব্বত স্থির হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই হস্ত চিহ্ন সাক্ষী স্বরূপ পর্ব্বত-গাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তদুপরিস্থিত প্রস্তর ক্রন্দন করিয়াছিল বিধায় তাহাতে চক্ষু, দন্ত ও রসনার আকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তথা হইতে জলের ফোঁটা পতিত হইতেছে, এজন্য লোকে তাহাকে ক্রন্দনের জল বলিয়া থাকে। কথিত আছে, মহা প্রলয়ের দিবস উপরোক্ত প্রস্তর বিশ্বপালকের নিকট সেই হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। হজরত আলী (কর), ওমর ও ওস্মান (রজি) তথায় দাঁড়াইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তদুপরি তাঁহাদের মস্তকের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, এই স্থানে প্রার্থনা করিলে গৃহীত হইয়া থাকে। একদা দুর্ভিক্ষের সময় নগরবাসিগণ এইখানে আসিয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে এইরূপ বৃষ্টি বর্ষণ হইয়াছিল

যে, তাহারা ৬ দিবস পর্য্যন্ত এই স্থান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

আল্লামায় রবিয় নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"সৈয়দেনা ইয়াহ্ইয়া (আঃ) তৎ পিতা জকরিয়া (আঃ) এবং তাঁহার পিতামহ অনেকদিন যাবৎ এই স্থানে অবস্থান ও উপাসনা করিয়াছিলেন। ইসা (আঃ) ও এই স্থানে নমাজ পড়িয়াছেন। আগন্তুকগণ এই স্থানে নমাজ পাঠ করিয়া থাকেন। ৪৬। ইহার সন্নিকটে অন্য এক গর্ত্ত আছে, তাহাকে "মগারতুল্-জৌ" বলা হয়। কথিত আছে, এই স্থানে ৪০ জন প্রেরিত পুরুষ উপবাসে ও অনশনে কষ্ট ভোগ ও পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ৪৭। ইহার অন্য দিকে তৃতীয় এক সুড়ঙ্গ আছে, তাহাকে "আর্বাঈন" বলা হয়। প্রকাশ আছে, ভূতলস্থ ৪০ জন "আব্দাল" প্রত্যেক রাত্রিতে এবং সম্মানিত রাত্রিতে সমস্ত "আবদাল" এই স্থানে উপস্থিত হইয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন। এই স্থানের নিকটে এক কূপ খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লোকের পান ও অজু করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ৪৮। মগারতুদ্দমের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক মসজিদ আছে, তথায় সৈয়দেনা ইব্রাহিম (আঃ) অবস্থান ও নমাজ পাঠ করিয়াছিলেন, এজন্য বর্ত্তমান সময়েও এই স্থানে নমাজ পাঠ করিলে একাগ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রার্থনা গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ আছে। এই সম্মানিত স্থানকে "বর্যাহ্" বলা হয়।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) শৈশবাবস্থায় এই স্থানে * অবস্থান

---

* এই ঘটনা বাবিলনে (বাবুল নগরে) বা তৎসান্নিধ্যে ঘটিয়াছিল

করতঃ প্রথমতঃ নক্ষত্র দর্শনে নক্ষত্রকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অবস্থান্তর হওয়ার প্রাপ্তি দর্শনে বলিয়াছিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা কখনই অবস্থান্তরিত হন না। তৎপর চন্দ্র সূর্য্য দর্শনেও সেরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে অস্তমিত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সমস্ত কখনই প্রভু নহেন, কেন না আল্লাহ্ কখনই অবস্থান্তর প্রাপ্ত ও স্থানান্তরিত হন না। অতএব আমি এই সমস্ত ঈশ্বর হইতে বদন ফিরাইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তালার মুখাপেক্ষী হইলাম।" ইহা কোরাণের সুরা এনামে লিখিত আছে।

সৈয়দেনা লুৎ (আঃ) ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের এই মস্‌জিদে নমাজ পড়ার প্রমাণ আছে।

৪৯। এই মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতে এক বিদীর্ণ স্থান আছে। প্রকাশ আছে, নমরূদ যখন শাম সাম্রাজ্যের নরপতি ছিলেন, তখন হজরত ইব্‌রাহিম (আঃ) এই স্থানেই পলাইয়াছিলেন। ৫০। ইহার নিকটবর্ত্তী অন্য এক স্থানে হজরত ইব্‌রাহিম (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। (১) ৫১। এই পর্ব্বতে অন্য এক সুড়ঙ্গ আছে, তথায় আস্‌হাব কাহাফের ৭ জন এবং তাঁহাদের সঙ্গের একটী কুকুর সহ প্রবেশ করিয়াছেন (২)। প্রবেশ কালে তাঁহাদের এক ব্যক্তি ছাগল চরাইবার যইতুন বৃক্ষের যষ্টি সেই সুড়ঙ্গের দ্বারদেশে পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, মহিমাময় খোদাতালার কৃপায় তাহা সজীব হইয়া এক প্রকাণ্ড যইতুন বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সৌভাগ্য

---

(১) হজরত ইব্‌রাহিমের (আঃ) জন্ম স্থান বাবিলন, ইহাই ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

(২) এই স্থান এসিয়া মাইনরের অন্য কোনও স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। (তফসীর হক্কানী দ্রষ্টব্য।)

ক্রমে দীন গ্রন্থকার তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ৫২। মা ফাতেমা দেবীর (রজি) ময়দা পিসিবার প্রস্তর এই পর্ব্বতে রাখা হইয়াছে (১)। ৫৩। এই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত পুরুষ জোল্ কিফ্লের (আঃ) সমাধি মন্দির সংস্থাপিত। ৫৪। এই নগরের অনতিদূরে "রব্ওয়াহ্" নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তথায় প্রেরিত পুরুষ সৈয়দেনা ইসা ও তৎমাতা মর্‌ইয়ম (আঃ) অবস্থান করিতেন। সম্মানিত কোরাণে এই "রব্ওত" পর্ব্বতের কথা উক্ত হইয়াছে। ৫৫। ওহীয়াতুল্ কল্‌বী (রজি)। ৫৬। হজরত হার্‌কীল, তিনি নরপতি ফেরাউনের বংশধর ছিলেন, কোরাণে তাঁহার উল্লেখ আছে। ৫৭। হজরত আলীর কন্যা সৈয়দেনা জৈনব অর্থাৎ উম্মে কুল্‌ছুম (রজি) সমাধি। ৫৮। হজরত বায়েযীদ বোস্তামীর উপাসনালয়। ৫৯। হজরত কয়াছ (রজি) সমাধি। ৬০। ছয়ীদ বিন্নে এবাদা খজরজি (রজি) ১৪ হিজরীতে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাজি) সময়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬১। স্বালেহীয়া নামক স্থানে এক মন্দিরের মধ্যে দুইটী সমাধি সংস্থাপিত আছে, তাহা (ক) শেখ মোহাম্মদ এবং তৎভ্রাতা (খ) স্বালেহের। কিন্তু ইহা কুর্‌দী বাবার সমাধি বলিয়া বিঘোষিত। একটী সমাধির সম্মুখ দিক হইতে এক প্রকাণ্ড ছিদ্র, পদ স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং পদ স্থানে এক পদ বাহির হইয়া রহিয়াছে ;—যষ্টির অগ্রভাগে প্রদীপ দিয়া খাদেমগণ লোককে পদ দেখাইয়া থাকে। পদ বাহির হওয়ার কারণ এরূপ বর্ণনা আছে, কোন ধার্ম্মিক পুরুষ সেই রাস্তা দিয়া চলিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

---

(১) উহা এই স্থানে আনিবার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"কুর্দ্দি (কোর্দ্দ) বংশে কোন প্রকাশ্য ধার্ম্মিক পুরুষ আছে বলিয়া আমি শুনি নাই।" তৎশ্রবণে সেই সমাধিস্থ মহাত্মা একটী পদ বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কুরদি বংশে কোন ধার্ম্মিক পুরুষ আছে কি না তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া লও?" এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সেই গমনকারী মহাত্মার প্রার্থনাতেই তাহা সমাধির বহির্ভাগেই রহিয়া গিয়াছে।

আমরা যতদূর দর্শন করিলাম, তাহাতে ঠিক বুঝা গেল উহা চরণের আকৃতি বটে, কিন্তু একটু ছোট বোধ হইল। তবে ৩॥০ হস্ত পরিমাণ সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রদীপ দ্বারাও সম্যক্ রূপে দৃষ্টিগোচর ও অনুভব করিতে পারা যায় না।

দামাস্কাস্ মহানগরীর দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৫ মাইল এবং প্রস্থ ৩ মাইল।

—o—

মন্তব্য।

এই তীর্থ পর্য্যটনের মধ্যে মক্কা মদিনার মধ্যবর্ত্তী পথই বিশেষ কষ্ট-সাধ্য এবং আশঙ্কা জনক; যাঁহারা এই কষ্ট ও আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হজ্জ সমাপনান্তে জেদ্দা গমন করিয়া জেদ্দা হইতে ষ্টীমার যোগে পোর্টসয়ীদ, তথা হইতে জাফা গমন করিয়া "বয়তোল মোকদ্দস্" এবং "দামাস্কস্" দর্শনান্তে রেলযোগে মদিনা গমন করিয়া পুনরায় সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিতে

তৃতীয় অধ্যায়

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈরুত গমন।

H. P. Railway. (এচ, পি, রেলওয়ে)

দামেস্কস্ হইতে বৈরুত ৯৬ মাইল ব্যবধান। ইহার রেলভাড়া ১ম শ্রেণী ১৫৲ টাকা, ২য় শ্রেণী ১০৲ টাকা এবং ৩য় শ্রেণী ৫৲ টাকা।

রেল গাড়ী দামেস্কস্ হইতে বৈরুতের দিকে প্রত্যহ দুইবার গমনাগমন করিয়া থাকে। দামেস্কস্ হইতে প্রাতে ৭টার সময় যে গাড়ী ছাড়ে, তাহা ৪৷৷০ টার সময় এবং সন্ধ্যা ৩টার সময় যে গাড়ী ছাড়ে, তাহা রাত্রি ১২৷৷০ টার সময় বৈরুতে পঁহুছে।

বৈরুত হইতে প্রাতে ৭৷৷০ টার সময় যে গাড়ী ছাড়ে, তাহা দিবা ৫ টার সময় এবং দিবা ৩৷৷০ টার সময় যে গাড়ী ছাড়ে তাহা রাত্রি ১ টার সময় দামেস্কসে পঁহুছে। এই স্থানে রেল যাতায়াতে ৯৷৷০ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক করে।

যাঁহারা বৈরুত গমন না করিয়া হলব (আলেপ্পো) নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দামেস্কস্ হইতে ৫৩ মাইল ব্যবধানে "রেয়াক" নামক জংসন (মিলিত) ষ্টেসনে অবতরণ পূর্ব্বক আলেপ্পোর ট্রেণে আরোহণ করিবেন। ট্রেণ এই স্থানে অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকে। রেয়াক হইতে আলেপ্পো (হলব) ২০০ মাইল ব্যবধান; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ১৮টী ষ্টেসন আছে। ইহাতে ১২৷৷০ ঘণ্টা সময় আবশ্যক করে।

যাঁহারা আলেপ্পো গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের দামেস্কস্ ও বৈরুত হইতে পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লওয়া আবশ্যক; কিম্বা ভাড়ার টিকিটের সঙ্গে ১।০ আনা অতিরিক্ত দিলে আহারের জন্য অতিরিক্ত টিকিট প্রাপ্ত হইতে পারেন। "রেয়াক" নামক মিলিত ষ্টেশনে সুখাদ্য সামগ্রী সুবিধা মত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ভ্রমণ ব্যাপার অতীব সুখকর ও আনন্দ দায়ক। আসামের ডিব্রুগড় নিবাসী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিপুটী কালেক্টর মৌলবী ফৈজুদ্দীন আহ্মদ খাঁ সাহেব এবং আরও কতিপয় গণ্যমান্য ভদ্রলোক আমাদের এই সুখপ্রদ ভ্রমণের সহগামী ছিলেন।

ট্রেণ যখন চলিতে আরম্ভ করিল, পথের ধারে সুরম্য অট্টালিকা-রাজি এবং আঙ্গুর ও আঞ্জির পূর্ণ ফলের বাগান ক্রমান্বয় অধিকতর দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। পার্শ্বস্থ পাকা নির্ঝরিণীতে কল কল শব্দে বেগে জলস্রোত চলিতেছে, দেখিতে বড় মনোরম। ক্রমে আর একরূপ দৃশ্য! ক্রমান্বয়ে অনেক পর্ব্বত দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। বরফ পাতে সেই পর্ব্বত এবং সমতল ভূমি এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে যে, তাহা সমস্তই যেন শ্বেত প্রস্তরময় কিম্বা রৌপোর অথবা স্ফটিক নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। গৃহ, রেলওয়ে ষ্টেশন, পথ ঘাট সমস্তই শুভ্র বর্ণ—সমস্তই একাকার। সে শোভা সৌন্দর্য্য চক্ষে না দেখিলে, লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

বৈরুত।

বৈরুত এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় নগরী ; ইহা সমুদ্র তটে অবস্থিত। তথায় অনবরত বহুতর ষ্টিমার গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহা শাম (সিরিয়া) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নগর। এখানে বৈদ্যুতিক আলো এবং তাড়িত ট্রামের সুবন্দোবস্ত আছে ; ইহার পথ, ঘাট, দোকান ও দালানাদি অতীব সুন্দর। দোকান সুসজ্জিত বহু দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

বড় বাজারে সৈয়দেনা ইয়াহ্ইয়া (আঃ) মসজিদ অবস্থিত, তাহা অতীব সুন্দর ও প্রকাণ্ডকায়। মস্‌জিদের মেহ্‌রাবের ডান দিকে সৈয়দেনা ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) সমাধি আছে। তাহার জাঁক জমক অত্যধিক। তাহার ডাইন দিকে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর সম্মানিত পদচিহ্ন যুক্ত প্রস্তর রহিয়াছে। কথিত আছে, হজরত ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) সম্মানিত মস্তক দামেস্কসের জামের মস্‌জিদে এবং অবশিষ্ট অঙ্গ বৈরুতের উল্লিখিত মস্‌জিদে সমাধিস্থ আছে। এখানে আল্লামায় মৌলানা শেখ হাসন বিন্নে রমজান সাহেবের সমাধি দর্শন যোগ্য। তিনি এক জন মহা ধার্ম্মিক মহাত্মা ছিলেন।

বৈরুতের হোটেল সমূহ দামেস্কসের ন্যায় উন্নত ; কিন্তু বৈরুত সমুদ্র তীরবর্ত্তী বিধায় ইহার শোভা সৌন্দর্য্য অধিক ও অতুলনীয়। এই সমস্ত স্থানে আঙ্গুর, আঞ্জির, বর্‌তুগান (তদ্দেশীয় এক প্রকার সুমিষ্ট

এই স্থান হইতে ষ্টীমার যোগে ইয়াফা (জাফা), পোর্ট সয়ীদ, আলেকজেন্দ্রিয়া (ইস্কন্দরিয়া), অথবা তুরস্কের অন্যান্য স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সরকারী নম্বর ওয়ালা কুলিগণ বিশেষ যত্নে মাল পত্র সহ হুরি যোগে ষ্টীমারে আরোহণ করাইয়া দিয়া থাকে। ইহারা খুব বিশ্বাসী, তথাপি তাহাদের নম্বরের টিকিট লইয়া রাখা উচিত।

এই সমস্ত স্থান এবং তাহার সুশৃঙ্খলা স্বচক্ষে দর্শন করিলেই মহামান্য তুরস্ক-সুলতানের সুবন্দোবস্ত ও শান শৌকত্ এবং সুশাসনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

খেদিবিয়া মেইল লাইন কোম্পানীর ষ্টীমার প্রত্যেক শনিবারে পোর্ট সয়ীদ হইতে আসিয়া থাকে এবং প্রত্যেক রবিবারে জাফা, পোর্ট সয়ীদ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে গমন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কোম্পানীর ষ্টীমারও এই লাইনে আসা যাওয়া করিয়া থাকে। জাফা পর্য্যন্ত ভাড়া ১।০ সওয়া মজিদী ৩৵০ এবং পোর্ট সয়ীদের ভাড়া ২॥০ মজিদী ৬।০ আনা।

রেয়াক হইতে আলেপ্পো গমনাগমনের বিষয় এইস্থলে লিখা হইল না, তাহা বগ্দাদ ভ্রমণের সঙ্গে লিখিবার বাসনা রহিল।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

তৃতীয় ভাগ।

—o—

বয়তোল্ মোকদ্দস্-ভ্রমণ।

—o—

প্রথম অধ্যায়।

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাষ।

হাইফা (Caiffa.)

রুত হইতে ষ্টীমার ছাড়িবার পর হাইফা (কাইফা) নামক স্থানে নঙ্গর করিয়া থাকে, তথা হইতে মাল পত্র ও প্যাসেঞ্জার অবতরণ এবং উত্তোলন করা হয়। "কাইফা" সমুদ্র তীরস্থিত এক সৌন্দর্য্যশালী নগর; ইহার পথ ঘাট, কোঠা-বালাখানা মনোমুগ্ধকর।

পবিত্র মদিনা তৈয়বা হইতে আগমনকারীদের মধ্যে যাঁহারা দাম্মাস্কস্ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা "দরআ" জংসন ষ্টেসন হইতে

সোজা হাইফা আসিতে পারেন; এবং হাইফা হইতে এই ষ্টীমারে আরোহণ পূর্ব্বক "জাফা" গমন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

ইয়াফা (Jaffa.)

ইয়াফা (জাফা) বয়তোল্ মোকদ্দসের অন্তর্গত সমুদ্র তীরস্থ এক সৌন্দর্য্যময় বন্দর। কাইফা হইতে ষ্টীমার ছাড়িয়া ৭।৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জাফা আসিয়া পঁহুছে। ষ্টীমার নঙ্গর করিলে ছুরি যোগে জাফা বন্দরে অবতরণ করিতে হয়।

"হাজী দর্‌বেশ" নামক এক ব্যক্তির অনেকগুলি ছুরি আছে; সে সামান্য রকমের উর্দ্দু বলিতে পারে। সে স্বয়ং ষ্টীমারে আসিয়া নানারূপ আশ্বাস প্রশ্বাস দিয়া লোকের মাল পত্র সহ তাহার গৃহে নিয়া থাকে এবং বয়তোল্ মোকদ্দস্ গমন কালে অতিরিক্ত মাল পত্র সযত্নে গচ্ছিত রাখিয়া থাকে; আবার বয়তোল্ মোকদ্দস্ হইতে জাফা আসিলে মাল পত্র সহ ষ্টীমারে আরোহণ করাইয়া দেয়।

তাহার সম্বন্ধে মৌলানা আশক ইলাহি সাহেব নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"সে উপরোক্ত কার্য্যাদি দ্বারা কেবল গৃহ ভাড়া ও ছুরি ভাড়া জন প্রতি ন্যূনকল্পে মং ৫৲ গ্রহণ করিয়া, তদতিরিক্ত বখ্‌শীশের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া থাকে। অন্যান্য আগন্তুক গণকেও এরূপ চক্রে পতিত করার জন্য সে তাহার ডায়েরীতে মন্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে প্রশংসা-লিপি লেখাইবার জন্য চেষ্টা ও পীড়াপীড়ি করিয়া থাকে।

"মসজেদে আকসার" এমাম ও মওয়াজ্জেনগণ আমাদিগকে এ সম্বন্ধে

সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আমরা সম্যক্‌রূপে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু ষ্টীমারে আরোহণ করিবার অনতিপূর্ব্বেই তাহার মন্দ ব্যবহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। "আবদুল্লা বাঙ্গালী" নামক এক ব্যক্তি তাহার সঙ্গে থাকায়, তাহার কার্য্য আরও বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অপরের মন্দ চর্চ্চা করিয়া এই "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" কলঙ্কিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ভ্রমণকারিগণকে সতর্ক করণার্থ ইহা পত্রস্থ করা হইল।

ইয়াফা (জাফা) অতীব সৌন্দর্য্যশালী বন্দর ; তাহার রাস্তা ঘাট ও উন্নত দালান সমূহ বিশেষ সৌন্দর্য্যময় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া ষ্টীমার গমনাগমনের ও সমুদ্র লহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই স্থানে সকল দ্রব্যেরই মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। নানাবিধ তাজা মৎস্য সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। আঙ্গুর ইত্যাদি খাদ্য ফল এবং বর্‌তুগানের (সেই দেশীয় সুমিষ্ট লেবু) মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ।

জাফার জামের মস্‌জিদ প্রকাণ্ড। এই স্থান হইতে রেলযোগে "বয়্‌তোল্‌-মোকদ্দস্" গমন করিয়া, পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে হয়।

এই নগরে "সৈয়দেনা আলী ইব্‌নে উলুম" নামক এক সম্মানিত সাধু পুরুষের সম্মানিত সমাধি অবস্থিত. তাঁহার সমাধির চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত পাষাণময় প্রকাণ্ড হরম বিরাজিত। তাঁহার সমাধি দর্শন করার বহু ফল বর্ণিত হইয়া থাকে। নবী রুবিনের (আঃ) পবিত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বয়তোল্ মোকদ্দস্ গমন।

(ওস্মানি-কুদ্দুসী রেলওয়ে)

ইয়াফা (জাফা) হইতে বয়তোল্-মোকদ্দস্ ৫৪ মাইল ব্যবধান; ইহার মধ্যে সাতটী ষ্টেসন আছে; তাহা রেল যোগে ৪ ঘণ্টায় অতিক্রম করা হয়। ইহার ২য় শ্রেণীর ভাড়া সোয়া মজিদী অর্থাৎ ৩৵০ আনা। যাতায়াতের জন্য রিটার্ণ টিকিট লইলে ৬ মাসের মধ্যে গমনাগমন চলে। এই রেল অতীব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট, ইহাকে "ওস্মানী-কুদ্দুসী" রেলওয়ে বলা হয়।

জাফা হইতে রেল ছাড়িবার পর লেদা ষ্টেসন পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্ব "বর্তুগানের" বাগানে পরিপূর্ণ এবং তাহা এরূপ অপরিমিত ফলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে যে, নিরবাচ্ছিন্ন লাল বর্ণ ব্যতীত উভয় দিকে অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা গোলাপ পুষ্পে পরিপূর্ণ—অথবা পর্ব্বতে আগুণ লাগিয়া যেন ধূঁ ধূঁ করিয়া জলিতেছে এবং উর্দ্ধ দিকে শত শত স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইতেছে, এরূপ ভ্রমও উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনন্তর "দিবাযান" নামক ষ্টেসন হইতে এরূপ পর্ব্বতময় ও প্রস্তরময় স্থান কর্ত্তন পূর্ব্বক রেল চালাইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। অনেক উচ্চ পর্ব্বত কর্ত্তন পূর্ব্বক, তৎপার্শ্ব-দেশে প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য আঙ্গুর, আঞ্জির ও জয়তুন বৃক্ষে পরি-

"রমলা" নামক ষ্টেশনে প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত স্বালেহ্ আলায় হেস্সালামের সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ।

মহামান্য তুরস্ক সোলতানের শাসনাধীনে রেল কর্ত্তৃপক্ষগণ, আরোহী-গণের সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। "বয়তোল্ মোকদ্দস্" হইতে আসিবার সময়, কোন কারণ বশতঃ গ্রন্থকার মধ্যবর্ত্তী কোনও একটী ষ্টেসনে অবতরণ করার পরই রেল ছাড়িয়া দেয়। তখন গ্রন্থকার নিরুপায় হইয়া হতাশ প্রাণে ট্রেণের পশ্চাৎ ধাবিত হয়; এতদ্দর্শনে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ পূর্ণবেগে চালিত রেল গাড়ী থামাইয়া—ট্রেণ পশ্চাতে হটাইয়া আনিয়া বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রন্থকারকে ট্রেণে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। ইহার চেয়ে অধিক অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---o---

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---o---

বয়তোল্ মোকদ্দস্।

যে নগর মুসলমানদিগের নিকট সুপবিত্র এবং পুণ্যাধার বলিয়া তৃতীয় তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত, এবং য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয়ান জাতির সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থান, যে নগর সহস্র সহস্র ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষগণের পবিত্র লীলাভূমি ও যাহার চতুর্দ্দিকে শত শত প্রেরিত মহাপুরুষের পবিত্র সমাধি অবস্থিত, যে নগরের "মস্জেদে আক্সা" ও "সখরাতুল্লা" অবস্থিত, এবং কোরাণ শরীফেও "মস্জেদে আক্সা" ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব পবিত্র বলিয়া যে নগরের উল্লেখ আছে, তাহাই পুণ্যভূমি বয়তোল্ মোকদ্দস বা কুদ্দুস শরীফ (পবিত্র ভূমি) নামে সুপরিচিত। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মেয়রাজের রাত্রিতে পুণ্যভূমি মক্কা—মোয়াজ্জমা হইতে ঐশীশক্তি বলে বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহনে আরূঢ় হইয়া প্রথমে এই মস্জিদেই আগমন করেন এবং এই স্থান হইতেই আকাশ মণ্ডলে উড্ডীন হইয়া সপ্তমাকাশ ও স্বর্গ নরক প্রভৃতি দর্শনান্তে পরম করুণাময় খোদাতালার নিকটবর্ত্তী হইয়া বাক্যা—লাপ করেন। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত দাউদ (আঃ) কর্ত্তৃক মস্—জেদে আক্সার ভিত্তি স্থাপিত হয়, এবং তাঁহার লোকান্তরের পর, তদীয়

(আঃ) কর্ত্তৃক মস্‌জেদে আক্‌সা পূর্ণভাবে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্ম মন্দিরকে ইহুদী ও খ্রীষ্টীয়ানগণ "হায়কাল" (Temple) বলিয়া থাকে। ইহা জেরুসালামের পুণ্যভূমিতে অবস্থিত।

জেরুসালাম নগর প্যালেষ্টাইন (Palestaine.) প্রদেশের অন্তর্গত। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বোপকূল সংলগ্ন; আস্কোলান, ইয়াকরুণ, ইয়াফা (জাফা) ও গাজা প্রভৃতি নগরও প্যালেষ্টাইনের অন্তর্ভুক্ত।

প্যালেষ্টাইনের উত্তর সীমা সিরিয়া (শাম) প্রদেশ, দক্ষিণে আরব দেশের উত্তরাংশ, পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর, পূর্ব্বে জর্দ্দন নদী ও মরু-সাগর বা বাহ্‌রেল্‌ত † । এই দেশের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে সিরিয়া

---

* হজরত সোলায়মানের (আঃ) সিংহাসনারোহণের ৪ বৎসর ২ মাস পরে হজরত মুসার (আঃ) মিসর হইতে প্রস্থান করিবার ৫৯২ বৎসর পর, হজরত এব্রাহিমের (আঃ) মেসোপটেমিয়া (বাবুল বা ব্যাবিলন) হইতে কান্‌আন প্রদেশে অবস্থিতির ১০২৯ বৎসর পর, হজরত নূহের (আঃ) সময়ের মহাজলপ্লাবনের ১৪৪০ বৎসর পর এবং আদি পিতা হজরত আদমের (আঃ) মর্ত্ত্যে গমনের ৩১১০ বৎসর পর "হায়কাল" নির্ম্মাণারম্ভ হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হজরত ইসার (আঃ ৫৮৩ বর্ষ পূর্ব্বে বা হায়কাল প্রতিষ্ঠার ৫১৫ বৎসর পরে সম্রাট বখ্‌তে নাসের ৪র্থ বার হায়কাল আক্রমণ করিয়াছিল। এই হিসাবে ধরিতে গেলে আদি পিতা হজরত আদমের স্বর্গারোহণের কাল ১৯১৬ ইংরেজী পর্য্যন্ত ৬১২৪ বৎসর হয়। হায়কাল নির্ম্মাণ হইতে ৭ বৎসর লাগিয়াছিল; এমতাবস্থায় মোট ৬১৩১ বৎসর হইয়াছে।

† ইহা একটী বিশাল হ্রদ। ইহার জল অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া ইহাতে কোনও জল জন্তু বাস করিতে পারে না, এবং ইহার তটে কোনও বৃক্ষাদিও জন্মে না। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিনে ৭০ মাইল, ও বিস্তার পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০ মাইল। এই হ্রদের উপকূলস্থ পাঁচ খানি

হইতে আমাচকির সীমা পর্য্যন্ত ১৬০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্ব পশ্চিমে মোয়াভী দেশ হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত ৮০ মাইল। পূরা কালে এই দেশ বাবিলন ও নিনিভার রাজন্য বর্গের রাজ্য ভুক্ত ও শাসনাধীন ছিল। নিনিভা রাজগণের রাজত্বকালে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বীয় জন্মভূমি বাবিলন পরিত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

জেরুসালাম নগর ভূমধ্য সাগরের ৩২ মাইল পূর্ব্ব দিকে ও ঐ সাগর পৃষ্ঠ হইতে ২৫২৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার ১৮ মাইল পূর্ব্ব দিকে জর্দ্দন নদী প্রবাহিত। হেব্রুণ নগর জেরুসালামের ১০।১২ মাইল দক্ষিণে, সামেরিয়া নগর ৩৭ মাইল উত্তরে, দামেস্কস্ ১২০ মাইল পূর্ব্ব উত্তর কোণে এবং বোগ্দাদ্ মহানগরী ৪৫০ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। যে নাব্লুস্ নগরে হজরত ইয়াকুব (আঃ) বাস করিতেন, তাহা জেরুসালামের ৩৩ মাইল উত্তরে, ইয়াফা (জাফা) বন্দর ইহার ৫৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে, হজরত ঈসা (আঃ) মেসর হইতে আসিয়া যে নাসারা (নাসরত) * নগরে বাস করেন, তাহা জেরুসালামের ৭০ মাইল উত্তরে যে বয়তুল্লাহাম (বাৎলহম) নামক স্থানে ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ

গ্রাম তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক তদানীন্তন প্রেরিত পুরুষ হজরত লুতের (আঃ) অবাধ্যতাচরণ এবং খোদাদ্রোহিতা নিবন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই নদীর জল খৃষ্টীয়ানগণ হিন্দুদিগের গঙ্গা জলের ন্যায় পবিত্র মনে করে এবং প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোকে এই জল লইয়া যায় ও অতি যত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। ১৭ই রবিয়স্ সানি তারিখে এই স্থানে খৃষ্টিয়ানগণের হজ্জ হইয়া থাকে।

* এই নগরের নামানুযায়ী হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্যমণ্ডলী

করিয়াছিলেন, তাহা ইহার ৪ মাইল দক্ষিণে। মিসর দেশ জেরুসালাম হইতে ২৬০ মাইল পশ্চিমে ও সামান্য দক্ষিণে, তুর পর্ব্বত (সিনাই পর্ব্বত) ২০০ মাইল দক্ষিণে ও সম্মানিত মদিনা নগরী প্রায় ৬০০ মাইল দক্ষিণে; এবং যে "মকৃফলিয়া" নামক স্থানে হজরত এব্রাহিম, এস্হাক, ইয়াকুব এবং ইউসুফ (আঃ) এর পবিত্র সমাধি মন্দির অবস্থিত, তাহা জেরুসালামের পশ্চিম দক্ষিণে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সে স্থানে এই সকল পবিত্র সমাধি মন্দির সমূহ স্থাপিত, অধুনা তাহা "খলিল রহমান" নামে অভিহিত, ইহা একটী প্রসিদ্ধ ও সৌন্দর্য্যশালী নগর। প্রেরিত মহাপুরুষ মুসার (আঃ) সমাধি স্থান ১৭ মাইল দূরে—পূর্ব্ব-দক্ষিণে পর্ব্বত মালার মধ্যেই অবস্থিত। তথায় গমনাগমনের পথ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন এবং কষ্ট-সাধ্য।

ইহা মহামান্য তুরস্ক সোলতানের শাসনাধীন। এই নগরে সোল্-তানের পক্ষ হইতে একজন পাশা (গবর্ণর) অবস্থিতি করেন। বহু শতাব্দী যাবৎ এ দেশের সর্ব্বত্রই আরব্য ভাষা মাতৃভাষা রূপে প্রচলিত। ভারতবর্ষ ও আরব প্রভৃতি পূর্ব্ব দেশীয় যে সকল তীর্থ যাত্রী বা পর্য্যটকগণ এই স্থানে আগমন করেন, তাঁহারা পবিত্র মদিনা হইতে রেল যোগে, অথবা মিসরস্থ সুয়েজ বন্দর হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলস্থ কোনও এক বন্দরে অব-তরণ করেন। অনন্তর জাফা হইতে রেল যোগে এই পবিত্র স্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত দাউদ ও সোলায়মানের (আঃ) সময় ইহার অবর্ণনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত প্রাচীর বুরুজ, সিংহদ্বার ইত্যাদি অতীব সুদৃশ্য ছিল এবং তাঁহাদের সময়ের

কেতাব (য়িহুদী ও খৃষ্টিয়ান) গণের ধর্ম্ম বিশ্বাস মতে এই স্থান পবিত্র ও সম্মানিত। এই মস্‌জেদ্‌ সহস্র সহস্র পয়গম্বর (আঃ) কর্ত্তৃক কেব্‌লা ও তীর্থ স্থান বলিয়া পূজিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বহুতর পয়গম্বর (আঃ) এর সমাধি পরম্পরায় পরিপূর্ণ, তজ্জন্য এই স্থান পুণ্যভূমি রূপে পরিগণিত।

এই নগরে আনুমানিক ৩০,০০০ সহস্র লোক বাস করে *। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, তদপেক্ষা কম য়িহুদী, তদপেক্ষা কম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ান ও আরমানী। মুসলমানগণের অধিকাংশ হরম শরীফের পার্শ্বে থাকে ; খৃষ্টিয়ানগণ আপন আশ্রম ও গির্জ্জা আদির আসে পাশে বাস করে ; য়িহুদীরা সাইহুন পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই নগরে য়িহুদী বিধবার সংখ্যা অনেক।

মস্‌জেদে সাখ্‌রার চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানকে (ইহা মস্‌জেদের মধ্যে গণ্য) 'হরম শরীফ' কহে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, হরম শরীফের দৈর্ঘ্য, মস্‌জিদে আক্‌সার মেহ্‌রাব হইতে বাবুস্‌-সালাম (দ্বার বিশেষ) পর্য্যন্ত ১৪৯৯ ফিট এবং বিস্তার ৯৯৫ ফিট। এই সীমার চতুষ্পার্শ্বে পাষাণময় প্রকাণ্ড প্রাচীর এবং স্থানে স্থানে দ্বার ও সিংহদ্বারে সুশোভিত। মধ্যস্থিত সমতল ভূমিও পাষাণ ময় তরস (সেহেন) কৃত বিধায় বিশেষ সুন্দর দেখায়। এই সীমার মধ্যস্থলে ৪৩৩½ ফিট দৈর্ঘ্য এবং ২০২½ ফিট প্রস্থ পরিমাণ স্থানে

---

* তথাকার মালুমগণ বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময় এই নগরে ৬০,০০০ সহস্র য়িহুদী, ৩০,০০০ সহস্র খৃষ্টিয়ান এবং ৩০,০০০ সহস্র মুসলমানের বাস।

একটী মঞ্চ বা চবুতরা আছে। এই মঞ্চ হরম শরিফের প্রাঙ্গণে বা সমতল ভূমি হইতে ১০½ ফিট উচ্চ। ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর সুপ্রশস্ত কতিপয় সোপান শ্রেণী আছে। যথা :—পশ্চিম দিকে ৩টী; উত্তর দিকে ২টী; পূর্ব্ব দিকে ১টী এবং দক্ষিণ দিকে ২টী। ইহার অধিকাংশ সোপানের সহিত এক একটী করিয়া অতি সুদৃশ্য মেহ্রাব (অর্দ্ধ গোলাকার খিলান) সন্নিবিষ্ট আছে। এই মঞ্চের স্থানে স্থানে ঈষৎ নীল ও শ্বেত বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত নানারূপ কারুকার্য্য বিশিষ্ট আসন সমূহ ও মিম্বর (বেদিকা) থাকায়, এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উক্ত মঞ্চের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বহুতর প্রকোষ্ঠ বা কামরা আছে, এই সমস্ত প্রকোষ্ঠে মস্জেদের মোয়াজ্জেন (আজান-দাতা), খতিব (আচার্য্য), খাদেম-গণ ও অতিথি প্রভৃতি এবং মস্জেদের সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি থাকে।

এই মঞ্চের ঠিক মধ্য স্থলে মস্জেদাকারে একটী ইমারত আছে, তাহাই প্রকৃত "মস্জেদে-সাখ্রা।" ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুদৃশ্য। "সাখ্রা" শব্দের অর্থ প্রস্তর। এই মসজিদের মধ্যে একটী বৃহৎ ও বিচিত্র প্রস্তর আছে বলিয়া ইহাকে "মস্জিদে সাখ্রা" কহে। এই মস্জিদ অষ্ট ভুজ বিশিষ্ট। ইহার প্রত্যেকটী ৬০ ফিট দীর্ঘ। এই মন্দিরে ৪টী দ্বার। যথা :—১। বাবুল্-গর্বী (পশ্চিম দ্বার); ২। বাবুশ্-শর্কী (পূর্ব্ব-দ্বার); ৩। বাবুল্-কেব্লা (কাবার দ্বার) ও উত্তর দিকস্থ দ্বারকে ৪। বাবুল্-জন্নাত্ (স্বর্গ-দ্বার) কহে। তীর্থ যাত্রিগণ প্রথমতঃ এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই গৃহের প্রাচীর সমূহ অতিশয় সুদৃশ্য এবং বহু মূল্যবান্ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত। এ প্রস্তর গুলির প্রতি অভিনিবেশ

লতা পাতা বিশিষ্ট ঈষৎ নীল বর্ণে রঞ্জিত কারুকার্য্যে সুশোভিত। উহার একটী প্রস্তর যেরূপ, তৎসংলগ্ন দ্বিতীয় প্রস্তরও তদ্রূপ সৌন্দর্য্যময়। এই অংশে গবাক্ষ নাই, কিন্তু উপরের অংশের প্রত্যেক ভুজে ষাটটী করিয়া গবাক্ষ আছে। প্রস্তরের পরিবর্ত্তে এ অংশের সমুদয় প্রাচীরই বিচিত্র রং করা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পবিত্র কোরাণের আয়ত সমূহ সুন্দর বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; এই মন্দির এমন সুন্দর ও সুদৃশ্য যে, এরূপ গৃহ আর কোথাও আছে বলিয়া ধারণা হয় না।

এই মসজেদের মধ্য ভাগে ১৬টী বহুমূল্য প্রস্তরের স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভোপরি গম্বুজ অবস্থিত। সেই গম্বুজের উচ্চতা ৯০ ফিট, এবং ব্যাস ৪০ ফিট। ইহার ছাদ সীস এবং রাঙ্ ইত্যাদি অনেক প্রকার ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার উপরে দণ্ডায়মান হইলে জেরুসালাম নগরের সমুদয় অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গম্বুজের নিম্নাংশ অত্যুৎকৃষ্ট কাষ্ঠ ফলক দ্বারা নির্ম্মিত। বহুমূল্য প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানারূপ রং দ্বারা রঞ্জিত। অভ্যন্তরে যে সমস্ত চিত্র বিচিত্র কারুকার্য্য আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অপর সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌধ অবস্থিত, তাহার প্রত্যেকটীর নাম পৃথক্ পৃথক্ আছে। যথা:—(১) পশ্চিম ও উত্তরস্থিত মন্দিরকে "কুব্বাতুল্-আর্‌ওয়াহ্" কহে, ২। তন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরকে "কুব্বাতুল্ খেজর" কহে, ৩। তৃতীয় মন্দিরকে "কুব্বাতুন্নবজ্", ৪। তন্নিকটস্থকে "কুব্বাতুল্-মের্‌রাজ" কহে; মেররাজের রাত্রিতে প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত নবি করিম (দঃ) এই স্থান

য়কে "কুব্বাতুচ্ছলাত" কহে। পরম পূজ্যাস্পদ প্রেরিত মহাপুরুষ মেয়-রাজের রাত্রিতে সমস্ত পয়গম্বর এবং ফেরেশ্‌তার এমামতি করিয়া এই স্থানে নমাজ পড়িয়াছিলেন; ৬। সথরা শরিফের পূর্ব্ব প্রান্তে সৌন্দর্য্যময় যে মন্দির অবস্থিত, তাহা প্রেরিত পুরুষ দাউদ (আঃ) এর বিচারালয় ছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহাকে "কোব্বাতুস্-সিলসিলা" কহে। ৭। কাবার দিকস্থ সৌধ "কোব্বায়-মর্‌ইয়ম' (আঃ) নামে খ্যাত।

এই "মস্‌জেদে সথরা" নামক মন্দিরের সর্ব্ব মধ্য ভাগে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে, তাহাকে "সথরা" বলে। সেই প্রস্তর পূর্ব্বে শূন্যে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সুড়ঙ্গের ন্যায় একটী দ্বার আছে; সেই দ্বার হইয়া উক্ত প্রস্তরের নিম্নে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেই প্রস্তরের দক্ষিণ দিক একটু গোলাকার হইয়া লম্বমান হইয়াছে—অর্থাৎ তাহা সামান্য বর্দ্ধিত ভাবে দেখা যায়; এবং তাহাতে চক্ষু, মুখ, দন্ত ইত্যাদি মনুষ্যের মুখের আকৃতি হইয়াছে; তাহাকে সথরার জবান (লেছানস্ সথরা) বলা হয়। কথিত আছে, মেয়রাজের রাত্রিতে প্রস্তরের এই স্থান আমাদের হজরত সাহেবের সালামের উত্তর দিয়াছিলেন। সথরার (প্রস্তরের) নিম্নদেশে পাথরের দক্ষিণ পার্শ্বে হজরত সোলায়মান (আঃ) এর নমাজ পড়ার মেহ্‌রাব অবস্থিত; তৎপূর্ব্ব ও সামান্য উত্তর প্রান্তের ভূমিতে আমাদের হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নমাজ পড়ার স্থান আছে, এবং তদুপরিস্থিত প্রস্তরের পূর্ব্ব প্রান্ত নিম্ন বিধায় সেই প্রস্তরে তাঁহার মস্তক চিহ্ন রহিয়াছে, তৎ উত্তর পূর্ব্ব কোণে মহাত্মা খেজর (আঃ) নমাজ পড়ার স্থান (মসল্লা) অবস্থিত; তাহা ভূমি হইতে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ; পশ্চিম সীমানান্ত

অবস্থিত। পশ্চিম দিকস্থ প্রাচীরে হজরত ইব্‌রাহিম খলিলুল্লার (আঃ) মেহ্‌রাব অবস্থিত। তাহার দক্ষিণ দিকে—অর্থাৎ পথের পশ্চিম দিকে প্রেরিত পুরুষ দাউদের (আঃ) নমাজ পড়ার স্থান ও তাঁহার নিজ হস্ত প্রস্তুত মর্ম্মর প্রস্তরের কারুকার্য্য সম্বলিত মেহ্‌রাব অবস্থিত, প্রস্তর ও লৌহ-কারুকার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার সম্মানিত হস্তে লৌহ মোমের ন্যায় হইত। তাঁহার প্রস্তুত দুইটী দাড়িম্ব বৃক্ষের লৌহ ঝাড় তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাহার উপরিস্থিত সেই প্রকাণ্ড ও সম্মানিত প্রস্তরের মধ্যস্থলে এক ছিদ্র আছে, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মেয়রাজের রাত্রিতে সেই ছিদ্র দিয়া গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ঠিক সেই ছিদ্রের নিম্নস্থিত সমতল ভূমিতে এক গভীর কূপ ছিল, তাহাকে "জুব্ব্‌ল্-আর-ওয়াহ্" (প্রাণী সকল একত্রিত হওয়ার স্থান) কহে। বর্ত্তমানে তাহার উপরে রক্তিম বর্ণের এক প্রস্তর দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির সঙ্গে মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, "উপরিস্থিত প্রস্তর পূর্ব্বে শূন্যের উপর ছিল, তাহার সংলগ্ন কোন স্তম্ভ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। একদা কোন পূর্ণ গর্ভবতী নারী তথায় উপস্থিত হইলে, হঠাৎ তাহার মনে আশঙ্কা জন্মে যে, উহা পড়িয়া গিয়া তাহার প্রাণ নাশ ঘটাইবে। এই আশঙ্কাতেই তাহার গর্ভপাত হয় এবং শিশু সেই গভীর কূপে পতিত হয়। তখন সেই নারী শোক-বিহ্বলা চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সন্তানকে ডাকিতে থাকে; কূপ মধ্যে সন্তানের ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া সেও তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা হইতেই কূপের দ্বারদেশে প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সমতল ভূমির ন্যায়

দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা একটী নিম্নস্থিত প্রকোষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ প্রকাশ আছে যে, "প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে সমস্ত প্রেরিত পুরুষ এবং সাধু পুরুষগণের আত্মা এই স্থানে একত্রিত হইয়া থাকেন।"

মস্জেদুল্-আক্সা।

"মস্জেদুল্-আক্সার" সম্মুখ ও পার্শ্বস্থিত বিস্তৃত সমতল ভূমি সহ উত্তর দক্ষিণ ৯৯০ ফিট দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব্ব পশ্চিম ৬০৯ ফিট প্রস্থ * পরিমাণ স্থানের চতুষ্পার্শ্বে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। এই সীমার দক্ষিণ প্রান্তেই সুপ্রসিদ্ধ "মস্জিদুল্ আক্সা" অবস্থিত। ইহাতে ৪টী মেনারা অবস্থিত ; তাহার ৩টী পশ্চিম দিকস্থ প্রাচীরে এবং অবশিষ্ট একটী উত্তরদিকস্থ প্রাচীরে—অর্থাৎ বাবুল এছ্বাতে অবস্থিত। এই মস্জেদে ৯টী দ্বার ; তাহার ৭টী উত্তরদিকে এবং অবশিষ্ট ২টী পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পূর্ব্ব দিকস্থ দ্বার "বাবুল খেজর" (আঃ) নামে অভিহিত। ৪৫টী স্তম্ভের উপর এই মস্জেদ সংস্থাপিত। ইহার ছাদ অতীব উচ্চ এবং বিশেষ সৌন্দর্য্যময়। এই মস্জেদের মিম্বর (বেদিকা) বিশেষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং সুদৃশ্য ও মনোমুগ্ধকর। মিম্বরের বাম পার্শ্বে শাফেয়ীর মেহ্রাব এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সৈয়দেনা মুসা ও ঈসার (আঃ) মেহ্রাবদ্বয় অবস্থিত। এই মেহরাব সমূহের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। ইহার পূর্ব্ব প্রান্তে সৈয়দেনা ওমর (রাজিঃ) এর মেহ্রাব অবস্থিত।

---

* কোন কোন গ্রন্থে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৪৯৯ × ৯৯৫ ফিট বলিয়া উল্লেখ আছে, অন্য গ্রন্থকার অন্যরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

বয়তোল্-মোকদ্দস্ অধিকারের পর তথায় হজরত ওমর (রজি) নমাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়; কিন্তু তথাকার মালুমগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই পূর্ব্বাংশ মস্জিদ হজরত ওমর (রজি) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে ওমরের মস্জেদ (Masque of Omar) বলিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলেও সেই মস্জিদের পশ্চিমাংশের সঙ্গে পূর্ব্বাংশ মিল হয় না। অর্থাৎ পশ্চিমাংস অতীব সৌন্দর্য্যময়। কিন্তু ইতিহাসের সুর অন্য প্রকার।

এই মস্জেদের মধ্যাস্থিত মেহ্রাবে মর্ম্মর প্রস্তরের দুইটী স্তম্ভ আছে, তাহা হজরত দাউদ (আঃ) পয়গম্বরের স্থাপিত বলিয়া প্রকাশ। মস্জেদের পূর্ব্ব দিকে এক স্থান আছে, তথায় নাকি ৪০ জন "আবদাল" নমাজ পড়িয়াছিলেন। অন্য স্থানে যে মেহ্রাব আছে, তথায় প্রেরিত পুরুষ হজরত জকরিয়া (আঃ) সন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করাতে, তাঁহার পুত্র হজরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থানে প্রার্থনা গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ। এই মস্জেদের সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ কালে বাম পার্শ্বে একটী ছোট কূপ (ক্ষুদ্র জলাশয়) দেখা যায়—যাহাকে "বীরল্-ওরক্" বলা হয়; এই জলাশয় সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বর্ণিত আছে। অন্য স্থানে যে মেহ্রাবে দাউদ (আঃ) অবস্থিত, তথায় তিনি নমাজ পড়িতেন বলিয়া প্রকাশ। উপরোক্ত সম্মানিত স্থানাদিতে প্রত্যেকের ২ রাকাৎ করিয়া নমাজ পড়া উচিত। সুরা

জ্বেনের কারাগার।

এই মস্‌জিদের এবং পূর্ব্বস্থিত প্রস্তরময় প্রাঙ্গনের (সেহনের) নিম্নদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরময় এক বিস্তৃত দালান অবস্থিত। তথায় প্রবেশ করার জন্য দুইটী সোপান আছে, তাহার একটী মস্‌জেদের সম্মুখে, অপরটী মস্‌জিদের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রাঙ্গনের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই সমস্ত সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে, কিন্তু যাত্রিগণ তথায় প্রবেশ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, খাদেমগণ বিনা আপত্তিতে খুলিয়া দিয়া থাকেন। এই সমস্ত স্থান জ্বেন দ্বারা হজরত সোলায়মান (আঃ) প্রস্তুত করাইয়াছেন।

পূর্ব্ব দিকস্থ সোপানের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিলে, একটু উচ্চতর এক স্থান পরিলক্ষিত হয়, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরের মধ্যস্থলে খোদিত আছে, তাহাতে হজরত মরইয়ম (আঃ) স্বীয় সন্তান হজরত ঈসা (আঃ) কে শৈশবাবস্থায় শয়ন করাইতেন বলিয়া প্রকাশ। অনন্তর আর একটু অগ্রসর হইলে, হজরত সোলায়মানের (আঃ) পশুশালা (ঘোটকের আস্তাবল) এবং জ্বেনের কারাগার পাওয়া যায়; প্রকাণ্ড পাষাণময় স্তম্ভের উপর তাহার ছাদ অবস্থিত। এই সমস্ত পাষাণ স্তম্ভে ছিদ্র আছে, জ্বেনগণ অন্যায়াচরণ করিলে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তথায় কারাবদ্ধ করা হইত বলিয়া কথিত।

সম্মুখস্থিত সোপান যোগে ঠিক মস্‌জেদের নিম্নস্থিত প্রকাণ্ড পাষাণময় প্রকোষ্ঠে অবতরণ করিতে পারা যায়। ইহা মস্‌জেদুল আক্‌সার নিম্নাংশ। হজরত সোলায়মান (আঃ) এই সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়াছেন বলিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন।

জলাশয়,—এই মস্‌জেদ-প্রাঙ্গনের সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে কতিপয় জলাশয় অবস্থিত। মস্‌জেদুল্‌-আক্‌সার সম্মুখে যে একটী পাষাণময় জলাশয় আছে, তাহা গোলাকার ও দেখিতে বিশেষ সুন্দর এবং তাহার পবিত্র জলও অতীব উত্তম। তাহার চতুর্দ্দিকে বহু পাইপ বসান আছে, এজন্য অজু করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

তুলাদণ্ড,—মস্‌জেদুল্‌-আক্‌সা ও সখরা শরিফের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেহ্‌রাব আছে। মহাপ্রলয়ের দিবস তথায় তুলাদণ্ড স্থাপিত হইবে এবং পরম করুণাময় বিশ্বপালক সখরা শরিফের স্থানে সিংহাসন স্থাপন করিয়া কাবাশরীফ সম্মুখ করিয়া—অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হইয়া বসিবেন এবং বাম দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে নরক এবং পশ্চিমদিকে স্বর্গ থাকিবে। ইহা তথাকার মালুমগণের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণিত দলিল নাই।

বাজার,—বাজারে সর্ব্বপ্রকার আহারীয় সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেক স্থানে হোটেল আছে; তাহাতে পরাটা, রুটি, অন্ন, জরদা, পোলাও এবং অনেক প্রকারের মাংস উত্তমরূপে প্রস্তুত থাকে।

আচার ব্যবহার,—এই মহানগরীর অধিবাসীগণ অতীব শিষ্ট ও ভদ্র; এখানে মন্দ লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না। মস্‌জেদের এমাম এবং মওয়াজ্জেনগণও পরোপকারী সাধু পুরুষ; তাঁহাদিগকে অতি সামান্য কিছু দিলেও তাঁহারা বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।

রেল ষ্টেসনে আসিয়া যাত্রিগণকে মিষ্ট বাক্যে নিজ গৃহে সমাদরের সহিত লইয়া যান এবং সুবিধা মত সমস্ত স্থান দর্শন করাইয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি উচিত গৃহভাড়া ও মালুমী গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন না ; অতএব তাঁহার এবং অন্য কাহারও প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে কিম্বা কোনও স্থানে গমন না করিয়া "হিন্দি তকুইয়ায়" গমন করা কর্ত্তব্য।

তকুইয়া,—এই সম্মানিত মসজেদ দর্শন এবং এই থানে নমাজ পড়া মুসলমানের পক্ষে ফল-প্রদ ও অশেষ পুণ্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। এইজন্যই সহস্র সহস্র লোক এই থানে আসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। মহামান্য তুরস্ক সম্রাট্ মোস্‌লেম সমাজের জন্য যে সুন্দর সুন্দর অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে "তকুইয়া" কহে। আমরা ভারতবর্ষ বাসিগণের জন্য "হিন্দি-তকুইয়া অবস্থিত। এখানকার যাত্রি এবং অতিথিদিগের খাদ্য-সামগ্রী মহামান্য সোল-তানের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই স্থানে ধনী নির্ধন কাহাকেও নিজ ব্যয়ে থাকিতে ও খাইতে হয় না।

এই তকুইয়া বিশেষ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এখানে বাতাসের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং কমিটী মঞ্চের ন্যায় একটী সমুন্নত হল আছে, তাহাতে উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা ও চতুর্দ্দিকে পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন গদি লাগান আছে। বহু জন মিলিত হইয়া এইখানে আলাপ ও আমোদ প্রমোদ করার বিশেষ সুবিধা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাধি ও সম্মানিত স্থান দর্শন।

মস্‌জেদুল্ আক্‌সার বিস্তৃত প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের মধ্যে হজরত সোলায়মানের (আঃ) সম্মানিত সমাধি মন্দির অবস্থিত। মসজেদুল্ আক্‌সার সীমাবদ্ধ স্থানের বহির্ভাগে যে সমস্ত দর্শন-যোগ্য স্থান আছে, ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। যথা,—হজরত দাউদ ও হজরত মর্‌ইয়ম (আঃ) এর সমাধি মন্দির এবং হজরত ঈসার (আঃ) স্বর্গারোহণের স্থান। শেখ মোহাম্মদ আবাছিরী, করমী, মোহাম্মদুল্ মোছ্‌বত্, হজরত বাইয়যীদ বোস্তামী, জলালুদ্দীন রুমী, শেখ ফরীদ এবং হাসন বিন্নে আলীন (রাঃ) সৈয়দেনা শাদ্দাদ বিন্নে আবীছ্ আন্‌সারী এবং এবাদ বিন্নে সামেত (রজি)। অনন্তর পর্ব্বতোপরে সৈয়দেনা মোহাম্মদ এল্‌মাইল মুফ্‌তী, হজরত রাবেয়াহ্ (রাঃ) ইহার নিকটস্থ মন্দিরে ধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সমাধি অবস্থিত। অন্যত্র মন্দিরে হজরত ঈসা (আঃ) আকাশে আরোহণ করিবার স্থান এবং হজরত মুসার (আঃ) আসার (যষ্টির) প্রতিকৃতি রাখা হইয়াছে।

নগরের উত্তর প্রান্তে হজরত সাহেবের সহচর মহাত্মা উক্কাইসিয়া (রজি) * সৈয়দেনা কীমর এবং তাঁহার সন্তানগণ, হজরত সোল্‌তান

---

* কথিত আছে, স্বয়ং হজরত সাহেব (দঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—"তোমরা উক্কাইসিয়ার সমাধি দর্শন করিও,

ইব্রাহিম আদ্হাম (রাঃ) এবং সৈয়দেনা ওজাইর (আঃ) সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ। এই পথ দিয়া হজরত মুসার (আঃ) সমাধি মন্দিরে গমন করিতে হয়। এই পথেই হাসন রাঈর * (রাঃ) সমাধি অবস্থিত। নগর হইতে ১৭ মাইল ব্যবধানে নিবিড় জঙ্গল পুর্ণ পর্ব্বত মধ্যে মহাপুরুষ মুসার (আঃ) সম্মানিত সমাধি অবস্থিত। তাহাতে একটী অত্যুচ্চ ও প্রকাণ্ড দালান আছে। ত্রিঅশ্ব চালিত শকটা-রোহণে এক দিবসেই তথায় গমনাগমন চলে; তাহার ভাড়া প্রত্যেককে ৩৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এই পথ একটু আশঙ্কা জনক।

যাঁহারা অল্প ব্যয়ে এই সমস্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সম্মানিত মদিনা হইতে উম্মান ষ্টেসনের টিকিট করিয়া, তথা হইতে পদব্রজে অথবা কোন যানারোহণে এই পথ দিয়া "বয়্তোল্-মোকদ্দস্" গমন করিয়া থাকেন। এই সম্মানিত সমাধির নিকটবর্ত্তী স্থানেই স্বনাম খ্যাত জর্দ্দন নদী প্রবাহিত হইতেছে।

রবিউল্ আউয়াল্, রবিউস্ সানি এবং জমাদিউল্ আউয়াল্ এই তিন মাসে অশ্ব-শকটের ভাড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কারণ পর্ব্বোপলক্ষে খৃষ্টিয়ানগণ বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই স্থানে আগমন করেন। আবার প্রত্যেক শনিবারেও অশ্ব শকটের ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়া

---

* ইঁনি একজন মহাতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। "প্রেরিত পুরুষ মুসা ও পশুপালক বলিয়া" এক মনোরম্য প্রস্তাব আছে, তাহা এই মহাত্মার সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। যথা:— প্রেরিত পুরুষ মুসা (আঃ) তুর পর্ব্বতে যাইবার সময় দেখিলেন, ইনি বলিতেছেন,—"আল্লা! তুমি কোথায় আছ, আমি তোমাকে পাইলে, আমার চর্ম্ম দ্বারা তোমার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিতাম, তোমার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতাম, দধি দুগ্ধ আহার করাইতাম ইত্যাদি।"

থাকে ; কেন না শনিবারই য়িহুদিগণের সম্মানিত দিবস, সেই দিন তাহারা প্রেরিত মহাপুরুষ মুসার সমাধি-স্থানে গমন করেন।

খলিল রহমান।

২০ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এই সম্মানিত স্থান অবস্থিত ; এখানে ত্রি-অশ্ব চালিত শকটে গমনাগমনের ভাড়া প্রত্যেককে ১ মজিদী অর্থাৎ ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা দিতে হয়। এই গমনাগমন ব্যাপার অতীব সুখকর। কারণ রাস্তা বিশেষ সুবিধা জনক এবং অশ্ব সমূহ বিশেষ দ্রুত গতিতে চলিয়া থাকে। পথিমধ্যে পর্ব্বতোপরি মহাত্মা ইউনুসের (আঃ) সমাধি এবং পথিপার্শ্বে হজরত ইউসুফের (আঃ) মাতা সৈয়দেনা "রাহেলার" সমাধি মন্দির বিদ্যমান। শকট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এই সম্মানিত সমাধিদ্বয় দর্শন ও তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করা কর্ত্তব্য।

খলিলর্ রহমান নামধেয় স্থানে গাড়ী পঁহুছা মাত্রই তথাকার মালুমগণ অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করিয়া, সযত্নে অত্যাবশ্যকীয় স্থানাদি দর্শন করাইয়া থাকেন। এক অতি সুন্দর ও প্রকাণ্ড মসজেদের মধ্যে হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লার (আঃ) সম্মানিত সমাধি অবস্থিত। তাহাকে "হরমে ইব্রাহিম" বলা হইয়া থাকে। তথায় কি অমূল্য রত্ন ও মণি মুক্তা রহিয়াছে, তাহা শুনুন—তাঁহার সম্মানিত সমাধির নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও প্রেরিত পুরুষগণের মাতা সায়েরার (আঃ) সমাধি ; তাঁহারই পুত্র হজরত ইস্‌হাক (আঃ) এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হজরত রেফ্‌কার এবং ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হজরত লায়েকা এবং সৈয়দেনা ইউসুফ (আঃ)

কার্য্য খচিত সবুজ বর্ণের বহুমূল্যের গেলাফ দ্বারা বিশেষ ধুমধামের সহিত আবৃত আছে। হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) সম্মানিত সমাধির এক প্রান্তে আমাদের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পদচিহ্ন সংযুক্ত প্রস্তর যত্ন সহকারে রাখা হইয়াছে। এই মসজিদের মধ্যে অন্য একটী গর্ত্ত আছে, তথায় সত্তর সহস্র ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের সম্মানিত সমাধি অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ।

সোলতানের আদেশানুসারে এই স্থানে মালুমগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ৵০ আনার অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে পারে না। উপরোক্ত স্থানাদি দর্শন করিবার কালে প্রত্যেক স্থানে খাদেমগণকে দান করিতে হয় না অর্থাৎ যাহার যত দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা সর্ব্ব সমক্ষে প্রদান করিলে তাঁহারা সকলে আনন্দ সহকারে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যেই স্থানে অবতরণ করা হয়, তথায় যাত্রীগণের জন্য সুবিধা মত বিশ্রামাগার সংস্থাপিত। উপরোক্ত স্থানাদি পরিভ্রমণের পর তথায় বিশ্রামান্তে চা, রুটী, গোস্ত ইত্যাদি বাজার হইতে আনাইয়া আহার করিতে পারা যায়। তথাকার হোটেলে নানারূপ সুমিষ্ট ও তৃপ্তিকর খাদ্য সামগ্রী অনবরত প্রস্তুত থাকে। এখানকার বাজারের অবস্থা বিশেষ সন্তোষ জনক।

তথা হইতে ৩ মাইল ব্যবধানে এক উচ্চতর পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রেরিত মহাপুরুষ "নুহ" (আঃ) এর সেই মহাপোত লাগিবার স্থান। তাহা দর্শন করিলে এক দিবসে গমনাগমন চলে না। এজন্য তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ গাড়োয়ানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হয়, নতুবা গাড়োয়ান তথায় রাত্রি যাপন করিতে চাহে না। কেবল গাড়োয়ানের আপত্তি ব্যতীত তথায় রাত্রি যাপনের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ঘটে না।

তথাকার ভিক্ষাজীবি বালকগণ এরূপ বলবান্ যে, কোন কোন বালক পূর্ণবেগে চালিত শকটের সঙ্গে সঙ্গে দু চার পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় ৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত পূর্ণবেগে দৌড়িয়া থাকে। ইহাও এক কৌতুকাবহ কাণ্ড।

٧٨٩

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

চতুর্থ ভাগ।

—০—

প্রথম অধ্যায়।

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিসর (ইজিপ্ট) ভ্রমণ।

পোর্টসয়ীদ (Port said) [মিসরের সুবিখ্যাত বন্দর]

বয়তোল্ মোকদ্দস হইতে রেলযোগে পুনরায় ইয়াফা (জাফা) তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ষ্টিমারে আরোহণ পূর্ব্বক, পোর্টসয়ীদ গমন করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা "আলেক্জান্দ্রিয়া" গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পোর্টসয়ীদে অবতরণ করার প্রয়োজন করে না। প্রত্যেক সোমবার দিবা ৪টার সময় "খেদিবিয়া মেইল" ষ্টিমার কোং জাফা: হইতে ছাড়িয়া মঙ্গলবার দিবা ১টার সময় পোর্টসয়ীদে পঁহুছে। পোর্টসয়ীদে ষ্টিমার পঁহুছামাত্র ডাক্তার আসিয়া আরোহিগণের রোগ পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগের মাল-পত্র ভাপরাতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক আরোহীর নিকটে কোয়ারান্টাইন ফিঃ গ্রহণ পূর্ব্বক, কোয়ারান্টাইনের পাস প্রদান করিয়া, নগরে উঠিবার

আদেশ দেন। অনন্তর হুরি (নৌকা) যোগে অবতরণ করিতে হয়। কিন্তু হুরি হইতে মাল-পত্র সর্ব্বপ্রথমে কাষ্টম আফিসে নীত এবং তথায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমস্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করেন। প্রত্যেকের ।৵০ আনা হুরি ভাড়া লাগে। তথায় সোলতান বাবা (Sultan Baba & Co.) এবং হাসন ইউসুফ (Hassan Youseph) নামক দুই ব্যক্তি দালাল রূপে উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা এই কার্য্য করার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার ইংরেজ হোটেলওয়ালাগণও উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। ইংরেজগণও নিজ বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে ত্রুটী করেন না। উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে হাসন ইউসুফ তত্ত্বাবধান করিতে এবং মিসর দর্শনেচ্ছুকগণকে, মিসরে উপযুক্ত দালালের নিকট পাঠাইতে ত্রুটি করেন না। বর্ণিত ষ্টীমার ৬।৭টার সময় আলেক্‌-জান্দ্রিয়ার দিকে যাত্রা করিয়া, প্রাতঃকালে তথায় পঁহুছিয়া থাকে।

পোর্টসয়ীদে অবস্থান কালে, তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ কোয়া-রাণ্টাইন গৃহে গমন করিয়া নাম লেখাইতে হয়। তথায় কেবল উপ-স্থিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনওরূপ অসুবিধা নাই।

———o———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পোর্টসয়ীদ (Port said) * মিসরের একটী সামুদ্রিক বন্দর; ইহা সুয়েজ খালের মুখে অবস্থিত; এই নগরটী দুই অংশে বিভক্ত। যে অংশ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, তথায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় বণিকগণ অবস্থান করেন। এই অংশে বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

* মিসরের সুনামখ্যাত খেদিভ "সয়ীদ পাশার" নামানুসারে

হোটেল, কাফিখানা ও থিয়েটার-গৃহ বিদ্যমান। এই সমস্ত গৃহ সমুন্নত, মনোরম এবং নয়ন বিমুগ্ধকর। দোকান সমূহ পরিপাটী রূপে সজ্জিত এবং কাফিখানা সমূহে সুশৃঙ্খলার সহিত মর্ম্মর প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল ও তৎপার্শ্বে চেয়ার সকল সজ্জিত রহিয়াছে এবং চা, রুটী, মাখন ইত্যাদি সকল সময়ই প্রস্তুত থাকে। এই সমস্ত অট্টালিকা উচ্চ ও আড়ম্বর পূর্ণ, এজন্য এই নগর বিশেষ শোভা সম্পন্ন। বাজারে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই নগরে আরবী ভাষা প্রচলিত, ইংরেজী ভাষারও প্রচলন আছে। ষ্টিমারে খাওয়ার জন্য এখান হইতে ফুলকপি, বাঁধা কপি, মোরগ, কবুতর এবং রুটী-বিস্কুট ইত্যাদি প্রবাসের খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ব্রিটিশ কন্সল্।

আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক জন কন্সল্ এই নগরে বাস করেন, তিনি ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কোনওরূপ অভাব অভিযোগের বিষয় তাঁহার গোচরীভূত করিলে, তিনি তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ যত্ন পান। বর্ত্তমান কন্সল্ এক জন নিষ্ঠাবান্, সদালাপী ও চরিত্রবান্ লোক। ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সুবিধার্থ তিনি সকল ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিবার ও বুঝাইবার জন্য এক জন দ্বিভাষী রাখিয়াছেন। আমাদের কোন অসুবিধার বিষয় তাঁহাকে জানাইলে, তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে তাহার প্রতিকার করিয়া দিয়াছিলেন।

এই নগরের প্রায় সকল অট্টালিকাতেই টেলিফোনের তার সংযো-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আলেক্জেন্দ্রিয়া।

জাফা হইতে আগত ষ্টীমার পোর্টসয়ীদ হইতে সন্ধ্যা ৬।৭টায় ছাড়িয়া প্রভাত কালে আলেক্জেন্দ্রিয়াতে (এস্কেন্দেরিয়া) পঁহুছে। এই স্থানে ষ্টীমার জেটীর সংলগ্ন হইয়া থাকে, এজন্য আরোহিগণের হুরি ইত্যাদিতে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ষ্টিমার উপস্থিত হওয়া মাত্রই কুলিগণ উপস্থিত হইয়া অভ্যর্থনার সহিত যাত্রিগণকে গ্রহণ করিয়া থাকে; কুলিদিগের নিকটে উহাদের নিজ নিজ নাম ও নম্বরের কার্ড ও হস্তোপরি পিতলের খোদিত নম্বর বা অনুমতিপত্র রহিয়াছে। ইহারা শান্ত ও সদালাপী লোক। ইহাদিগকে দ্রব্যাদি অর্পণ পূর্ব্বক ষ্টীমার হইতে প্লাট্‌ফরমে গমন করিতে হয়; তথায় কেরাণিগণ আরোহীর নাম, পিতার নাম, বয়স, বাসস্থান এবং কোন্ হোটেলে গমন করিবে, তৎসমুদয় লিখিয়া লয়েন। তৎপর ৷৵১০ আনা ফিঃ গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লাল একখানি সার্টিফিকিট প্রদান পূর্ব্বক, তথা হইতে প্রস্থান করিবার অনুমতি দেন। অনন্তর অপর পার্শ্বস্থ দ্বারদেশের তুর্কী রক্ষকগণ, অনুমতি-পত্র দর্শনান্তে দ্বার খুলিয়া দেয়। দ্বারদেশে অশ্বযান এবং কুলিগণ উপস্থিত থাকে, তথায় গাড়ী কিম্বা কুলির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। তথা হইতে ৫০ পদ ব্যবধানে কাষ্টম অফিস অবস্থিত, সেখানে সমস্ত দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তদন্ত করিয়া থাকে। তথা হইতে বহির্গত হইয়া নগরের দ্বারদেশে গমন এবং নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোনও মালমের অনুসরণ পূর্ব্বক, হোটেলে গমন করিতে হয়। এই সমস্ত

কাজ চলে না; কারণ এখানে আরবী ভাষা প্রচলিত। আবার এক স্থানের ভাষা অন্য স্থানের ভাষার সঙ্গে মিলে না। মালুমগণ সকল ভাষাই বলিতে পারে।

"আলেক্জেন্দ্রিয়া" অতীব সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট, নয়ন বিমুগ্ধকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সমুন্নত বৃহৎ নগর। রাজপথ সমূহ বিস্তৃত এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত; তাহার উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা রাজি বিরাজমান। পৃথিবীর অধিকাংশ যাঁহার করতলে ছিল, সেই চিরস্মরণীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ইস্কন্দর (আলেক্জেন্দার) এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ভ্রমণকারিগণের পক্ষে এই নগর দর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সেই চিরস্মরণীয় দিগ্বিজয়ী 'সম্রাটের সুরম্য সমাধি এই মহা নগরীতেই অবস্থিত বলিয়া কথিত হয়।

প্রেরিত মহাপুরুষ দানিয়াল (আঃ) এবং মহাত্মা লোক্মান হাকিমের সমাধি এই স্থানের এক সুরম্য মস্জেদে অবস্থিত। "সাহেব বোর্দা শেখ আবাছিরির" সমাধিও এক প্রকাণ্ড মস্জেদে বিরাজিত। তন্নিকটস্থ অন্য মস্জেদে সৈয়দেনা আবুল্লাইছ ও আবুল আব্বাসের সমাধি আছে এবং এই মস্জেদেই ইয়াকুতল্ আরশীর সমাধি দৃষ্ট হয়। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে এই নগরে আজান ধ্বনি করিয়াছিলেন।

পশুশালা।

এই নগরস্থ পশুশালা বৃহৎ নহে বটে, কিন্তু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার গৃহ সমূহ সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট এবং নীল নদীর উপকূলে অবস্থিত। ইহার নির্ঝরিণী সকল নীল নদীতে পতিত হইতেছে, স্থানে স্থানে শোভন উদ্যান বিরাজিত।

---

* অধিকাংশ ...

তাড়িত ট্রামকার ও অশ্ব-যান এই নগরীতে অনেক আছে। এজন্ত এই নগর ভ্রমণে বিশেষ সুবিধা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রেলে ভ্রমণ।

আলেক্‌জেন্দ্রিয়া হইতে রেলযোগে মিসর (রাজধানী কায়রো বা আল্-কাহেরা) গমন করিতে পারা যায়, তাহা এখান হইতে ১৩০ মাইল ব্যবধান। রেলে ১ম শ্রেণীর ভাড়া ১৩॥০ টাকা, ২য় শ্রেণীর ভাড়া ৬৸৵০ এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৩।৶০ আনা। কায়রো গমন করিতে ৫ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়।

পোর্ট সয়ীদ হইতে "বন্নাহা" জংসন (মিলিত) ষ্টেসন হইয়া আলেক্‌জেন্দ্রিয়া গমন করিতে হয়, তাহা ২১৭ মাইল ব্যবধান। ১ম শ্রেণীর ভাড়া ১৯।০ আনা, ২য় শ্রেণীর ভাড়া ৯॥৵০ আনা এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৪৮৵০ আনা।

সুয়েজ হইতে "ইস্‌মাইলীয়াহ্" ও "বন্নাহা" জংসন ষ্টেসন দিয়া "আলেক্‌জেন্দ্রিয়া" ২২৮ মাইল। তাহার ১ম শ্রেণীর ভাড়া ২০৲ টাকা, ২য় শ্রেণীর ভাড়া ১০৲ এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৫৲ টাকা।

সুয়েজ হইতে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান দিয়া পোর্ট সয়ীদে একটী লাইন গিয়াছে। পোর্ট সয়ীদ হইতে "ইস্‌মাইলীয়াহ্" জংসন ষ্টেসন সুয়েজ হইতে ১০৭ মাইল, তাহার ১ম শ্রেণীর ভাড়া ১১৸৶০ আনা, ২য় শ্রেণীর ভাড়া ৫৸৶০ আনা এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৩৲ টাকা।

সুয়েজ হইতে "কায়রো" (মিসর) "ইস্‌মাইলীয়াহ্" জংসন ষ্টেসন হইতে ১৫৫ মাইল ব্যবধান। তাহার ১ম শ্রেণীর ভাড়া ১৫॥০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিসর Egypt (ইজিপ্ট)।

মিসর * দেশ বা রাজ্যের নাম, রাজধানীর নাম কায়রো (Cairo)। কায়রো অতীব সুন্দর, সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন শহর। এই মহানগরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং পণ্য পূর্ণ সুসজ্জিত বিপণি সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই নগরের রাজপথ সমূহ খুব সোজা ও অতিশয় প্রশস্ত। এই মহানগরীর প্রায় সকল রাস্তাতেই অনবরত বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী চলিতেছে। স্থানে স্থানে ভাড়াটে অশ্ব-যানও অনেক সজ্জিত থাকে। কোন্ স্থানে কত গাড়ী দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহা সাইনবোর্ড দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা আছে।

কায়রোর স্বর্ণালঙ্কার।

এই নগরের বাজারে নানারূপ মনোহর স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্যময় স্বর্ণালঙ্কার অপর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রমণীগণের পক্ষে অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় আদরের সামগ্রী আর নাই।

এই নগরের নারীকুল যেমন অনুপম রূপ লাবণ্যবতী, তেমনই অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদেও বিভূষিতা এবং সুসজ্জিতা।

বাজার।

নানারূপ রসনা তৃপ্তিকর সুমিষ্ট খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রস্তুত থাকে। মাংস ও নানারূপ ভাজা মৎস্য অত্যধিক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে ৵০ আনা মূল্যে যতগুলি ভাজা মৎস্য পাওয়া যায়, তৎচতুর্গুণ মূল্যেও অন্যস্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। সুলভ মূল্যে উত্তম গো-দুগ্ধ পাওয়া যায়; গোয়ালাগণ গাভী সঙ্গে করিয়া 'হালীম', 'হালীম' বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়; ক্রেতারা আবশ্যক মত গাভী দোহন করাইয়া খাঁটী দুগ্ধ ক্রয় করে। হালীম মানে দুগ্ধ।

আমোদ প্রমোদাগার।

এই নগরের অধিবাসিগণ অত্যন্ত বিলাসী, সুতরাং রং-তামাসাও নগরে অত্যধিক। আমরা যে "পোষ্ট-হোটেলে" দোতালার উপর বাস করিতাম, তাহার নিম্নতালার ঠিক মধ্যস্থলে থিয়েটার মঞ্চের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড কামরা অবস্থিত; তাহাতে চা, কাফি, ইত্যাদি বিক্রয় কর্ম্ম এবং সুন্দরী রমণীগণের নৃত্য গীতাভিনয় হইয়া থাকে। হোটেল-বাসিগণের সেই আমোদ উপভোগের জন্য উপর ও নিম্নতালার মধ্যবর্ত্তী ছাদে গ্লাস (কাচ) দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের চলা ফেরা কালে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সেই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই হোটেল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত হোটেলে অবস্থান করা অনুচিত।

মাদ্রাসায় জামে-উল্ আয্‌হার।

ইহা এক অদ্বিতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এরূপ প্রকাণ্ড মাদ্রাসা পৃথিবীতে আর নাই বলিয়া প্রকাশ। ইহা এক প্রকাণ্ড মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১১০০ শত এবং ছাত্র সংখ্যা পনর যোল সহস্র। এই বিদ্যালয়ে মোস্‌লেম জগতের সমস্ত দেশের ছাত্রই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের (হোষ্টেল বা বোর্ডিং) ও আহারের সুবন্দোবস্ত আছে। এই মাদ্রাসার দৃশ্য অপূর্ব্ব। এই নগরে আনুমানিক এক লক্ষ মুসলমান অধিবাসী আছে, সেই অনুপাতে চাঁদাও প্রচুর পরিমাণে আদায় হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত এই মাদ্রাসার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিপুল ওয়াক্‌ফ্ ষ্টেট্ আছে। কিন্তু এই জগদ্বিখ্যাত মহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে।

মস্‌জিদ (Mosque.)

এই মহানগরীতে বহু বিশালকায় সুদৃশ্য মস্‌জিদ আছে। অধিকাংশ মসজিদে কোনও না কোনও মহাত্মার সমাধি থাকায়, তাহা সেই মহাত্মার নামেই অভিহিত হয়। যথাঃ—জামেয়-সৈয়দেনা হোসায়েন ও ছিদ্বেনা জৈনব।

মিসরাধিপতি মহামান্য খেদিব বাহাদুর * প্রত্যেক শুক্রবারে এক এক মসজিদে জুমার নমাজ পড়িয়া থাকেন। এইরূপে প্রত্যেক মসজিদে তাঁহার নমাজ পড়া হয় এবং তদ্ধেতু প্রত্যেক মসজিদের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া, তাহার প্রতিকার করিতে তাঁহার সুবিধা ঘটে।

তিনি কোন্ শুক্রবারে কোন্ মসজিদে নমাজ পড়িবেন, তাহা দৈনিক সংবাদ-পত্রিকা দ্বারা বৃহস্পতি বারেই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে; তদনুসারে শুক্রবার ১০ টার সময় হইতেই সেই মসজিদ সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা হয়। ১টার সময় চতুরশ্ব সংযোজিত শকটারোহণে মহামান্য খেদিব বাহাদুর মস্‌জিদে শুভাগমন করেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী (উজিরে আজম) এবং সম্মুখে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ১০ জন ও পশ্চাতে ৬ কিম্বা ৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ গমন করে। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক সৈনিক ও পুলিস, স্থানে স্থানে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকে। তিনি মসজিদে প্রবেশ করিবামাত্রই জুম্মার খোত্‌বা আরম্ভ হয়। প্রধান কাজী, আলেম এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহামান্য খেদিব বাহাদুরের সঙ্গে জুম্মার নমাজে যোগ দিয়া থাকেন।

"জামেয়-সৈয়দেনা হোসায়েন"—ইহা "জামেয়-উল্-আয্‌হার" নামক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকটেই অবস্থিত। এই মস্‌জিদের মধ্যেই হজরতইমাম হোসায়েন (রাজি) সাহেবের পবিত্র মস্তক (ছের মবারক) সমাধিস্থ রহিয়াছে। কথিত আছে, কারবলা হইতে তাঁহার সম্মানিত মস্তক প্রথমতঃ দামেস্কে নীত হয়, তথা হইতে মিসরে আনিয়া সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। (তাঁহার অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কারবলাতেই সমাধিস্থ আছে)। এই সম্মানিত সমাধি মহা-সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট ও প্রকাণ্ড। এই মস্‌জিদে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি স্তম্ভ আছে, এরূপ মর্ম্মর প্রস্তরের সুদীর্ঘ স্তম্ভ অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে অসংখ্য বৃহৎ ঝাড় ফানুস আছে। আমরা অবগত হইলাম, তাহার একটীর মূল্য এক লক্ষ টাকা। এই মস-

"জামের ছিত্তেনা জৈনব"—প্রকাণ্ড ও অতি সুন্দর মস্‌জিদ। তথায় সৈয়দেনা জৈনবের (রাঃ) সম্মানিত সমাধি অবস্থিত।

"এমাম শাফেয়ীর" (রাঃ) সম্মানিত সমাধিও এই মহানগরীতে অবস্থিত; তাহা সমুন্নত ও আড়ম্বর পূর্ণ। এই নগরে আরও অনেক ধার্ম্মিক মহাত্মার সম্মানিত সমাধি আছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা হইল না।

আজায়েবখানা (Museum)।

মিসরের আজায়েবখানাতে সহস্রাধিক বৎসরের উর্দ্ধ কালের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছে। ইহা দর্শন কালে /১০ দেড় আনার টিকিট গ্রহণ করিতে হয়।

পশুশালা।

মিসরের পশুশালা (চিড়িয়াখানা) দর্শন করা একান্ত আবশ্যক। ইহা নীল নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ও মনোরম উদ্যান মধ্যে সংস্থাপিত। ইহার প্রবেশ-টিকিটের ফিস জনপ্রতি /৫ পাঁচ পয়সা হিসাবে প্রদান করিতে হয়। ইহার স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার ও বিশ্রামের জন্য বেঞ্চ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পুনী, নির্ঝরিণী, বিস্তৃত শ্যামলা মাঠ, দালানের মধ্যে বিস্তর জলচর, স্থলচর ও উভচর জীব জন্তু পৃথিবীর নানাস্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক রাখা হইয়াছে। পার্শ্বস্থ সাইনবোর্ডে সেই সকল জীব জন্তুর বিবরণ ইংরেজী ও আরবীতে লিখিত আছে। তথায় যে সকল অদ্ভুত জীব আছে, তাহার দুইটীর উল্লেখ করা হইল। যথা ঃ— ১। "সামুদ্রিক অশ্ব" নামে

সবল। তাহার মুখমণ্ডল বিস্তৃত ও কুম্ভীরের ন্যায় কর্ণের নিকট পর্য্যন্ত তাহার মুখের বিস্তৃতি। ২। "জর্‌রাফা" * নামক চারিটী স্থলচর পশু একটী প্রকাণ্ড মাঠে, চতুষ্পার্শ্বে লৌহের ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ আছে। এই পশু উচ্চে ৭।৮ হাতের ন্যূন হইবে না, আবার তাহার গ্রীবাদেশ এত লম্বা যে, মস্তক উন্নত করিলে তাহার উচ্চতা ১৬।১৮ হাত হয়। রসনা বিস্তার করিলে মুখ-গহ্বর হইতে আনুমানিক এক ফুট পরিমাণ বাহির হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সিংহ, ব্যাঘ্র ও নানারূপ মৃগ ও পক্ষী ইত্যাদির সংখ্যা অত্যধিক। মোট কথা এই যে, মিসরের পশুশালার ন্যায় জীব জন্তু অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই পশুশালার মধ্যস্থিত পথের উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নানারূপ কারুকার্য্য সম্বলিত রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে মিসরবাসী নর নারীগণ নানারূপ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বিচরণ করে, সে শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

নীল নদী।

মিসরের নীল নদী ঠিক কলিকাতার প্রান্তবাহিনী হুগলী নদীর ন্যায় হইবে, কিন্তু ইহার বিস্তার অত্যধিক। ইহার অনেক স্থানে সুদৃঢ় সেতু আছে। তাহার উপর দিয়া অনবরত তাড়িৎ ট্রামকার ও অশ্ব-যান চলাচল করিতেছে।

পিরামিড্ (Pyramide) * বা ফেরাউনের দুর্গ।

যে দুর্দ্দান্ত নরপতি ফেরাউন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মুসার (আঃ) পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া নীল নদীতে ডুবিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই ফেরাউনের দুর্গ বা পিরামিড্ (ইহাকে ফেরাউনের হর্ম্ম্যও বলা হইয়া থাকে)। নীল নদীর দক্ষিণে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, তাহা পাষাণময় ও অতিশয় উচ্চ। তথায় গমন করিতে হইলে, ট্রামকারের ভাড়া।৶১০ আনা হিসাবে দিতে হয়। তথায় ফেরাউনের উপাসনালয় এবং সে নীল নদীতে নিমগ্ন হইয়া † বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার উজীর "হাম্মান" তাহার যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিল, তাহা অবস্থিত। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ তথায় গমন করিবার পূর্ব্বে ফিস দাখিল করিয়া টিকিট গ্রহণ করে, কিন্তু মোসলেমগণের তাহা দিতে হয় না।

মিসরাধিপতি মহামান্য খেদিব বাহাদুরের সুরম্য প্রাসাদ দর্শন করা আবশ্যক; সেই পরমা সুন্দরী জেলেখার "হাফ্তম্ খানা" নামক সুরম্য ও অতুলনীয় মন্দির; তাঁহার সম্মানিত সমাধি, প্রেরিত

---

* মিসরের প্রধান পিরামিডের উচ্চতা ৩১৯ হাত। যাঁহারা কলিকাতার মনুমেণ্টে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার উচ্চতা দেখিয়াই বিমুগ্ধ হন; আবার অনেকে ইহার শীর্ষদেশ হইতে নিম্ন দিকে তাকাইয়া ভীতও হইয়া থাকেন। মনুমেণ্টের উচ্চতা ১১৫ হাত মাত্র। কিন্তু মিসরের পিরামিড্ প্রায় ইহার তিনগুণ উচ্চ।

† ফেরাউন নীল নদীতে জলমগ্ন হওয়ার প্রকৃত ঘটনা সম্ভবতঃ এই যে, তখন বোধ হয় নীল নদীর কোনও প্রবাহ লোহিত সাগরে পতিত হইয়াছিল। হজরত মুসা (আলাঃ) মিসর হইতে নদী পার হইয়া যখন "কেন আন" প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান সুয়েজ খালের কোনও স্থান দিয়া বোধ হয় নীল নদী পার হন এবং

পুরুষ হজরত ইউসুফ (আঃ) কে কারারুদ্ধ করার স্থান এবং মিসরের রাজদুর্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মিসর দর্শনান্তে পুনরায় পোর্ট সয়ীদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ষ্টীমারের প্রবাসোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় পূর্ব্বক, বোম্বাই কিম্বা করাচী গমনের জন্য টিকিট ক্রয় করিতে হয়। এই সমস্ত ষ্টীমারের প্রায় সমস্ত লোকই খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, এজন্য খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার উপযোগী গ্যাসের চুল্লি সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে সমস্ত ষ্টীমারে মুসলমান খালাসী থাকে, তাহাদিগকে ২।৪৲ টাকা বখ্‌শিশ্‌ স্বরূপ প্রদান করিলে, তাহারা খাদ্য দ্রব্যাদি সযত্নে পাক করিয়া দিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

সুয়েজ-প্রণালী (Suez-Channel.)।

ইহা ৮৫ মাইল দীর্ঘ ও আনুমানিক ১৫০ ফিট প্রশস্ত। এই খালে ষ্টীমার ধীর গতিতে চালাইতে হয়। এই খালে ষ্টীমার প্রতি ঘণ্টায় আনুমানিক ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহার কোন কোন স্থানের উভয় পার্শ্ব পাথর দিয়া বাঁধান। এখানে বহুসংখ্যক মাটী কাটা ষ্টীমার অনবরত খাড়ী পরিস্কার করিতে নিযুক্ত আছে।

ইউরোপে চলাচলের সমস্ত ষ্টীমারই এই প্রণালী দিয়া গমনাগমন করে। খালটীর সহিত কতিপয় হ্রদেরও সংযোগ আছে। এইরূপ স্থানের পার্শ্বদেশে প্রকাণ্ড লৌহ-থাম সকল প্রোথিত আছে। ইহা

সংলগ্ন করিয়া, লৌহ থামে বন্ধন করিয়া রাখা হয়, তখন আগন্তুক ষ্টীমার নিরাপদে চলিয়া যায়। রাত্রিকালে ষ্টীমার সমূহে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া দিয়া, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল করা হইয়া থাকে। এই স্থানের ভ্রমণ-ব্যাপার অতীব আনন্দ দায়ক। ইহা অতিক্রম করিতে আনুমানিক ১৮।২০ ঘণ্টা সময় লাগে।

এই প্রণালীর পূর্ব্ব দিকে সিরিয়া প্রদেশ, পশ্চিমে মিসর; পূর্ব্বে এসিয়া, এবং পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। এই খালটী যেমন দুইটী মহাদেশকে পৃথক্ করিতেছে, তদ্রূপ ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরকে পরস্পর সংযুক্ত করিতেছে। এই প্রণালী অতিক্রম করিবার পর ষ্টীমার সুয়েজ বন্দরে অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে মাল পত্র ও আরোহী নামাইয়া ও উঠাইয়া লয়। এজন্য এখানে প্রায় ৩ ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হয়। তৎপর ষ্টিমার প্রত্যেক ঘণ্টায় ১১।১২ মাইল হিসাবে দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে।

সুয়েজ হইতে আনুমানিক দুই শত মাইল ব্যবধানে "তৈরা-পর্ব্বত" (জবলো তৈরা) নামে একটী পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়; তাহার উষ্ণতা এত অধিক যে, শীতকালেও দিবালোকে ৫০ মাইল ব্যবধান হইতে তাহার উষ্ণত্ব অনুভব হয়। এই পর্ব্বতের সংলগ্ন আরও পর্ব্বতশ্রেণী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সমুদয় পর্ব্বতমালা সমুদ্র গর্ভেই অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বত শৃঙ্গে অস্ত্রধারী সৈন্যদল অবস্থান করিয়া থাকে।

মসাবা (Mussaua.)।

সুয়েজ প্রণালী হইতে অনুমান ৩ দিবসে মসাবা (Mussaua)

পোর্টসয়ীদ হইতে "বরতুগান" (তথাকার এক প্রকার সুমিষ্ট কমলা লেবু) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই স্থানে আনয়ন করা হইয়া থাকে। এই স্থানে নানা দ্রব্য উঠান ও নাবান হয়, এজন্য এখানে ষ্টীমার ২।১ দিবস অপেক্ষা করে; কিন্তু কোনও বাণিজ্য দ্রব্য উঠান ও নাবানের আবশ্যক না থাকিলে ষ্টিমার বন্দর সংলগ্ন করা হয় না। এই বন্দরটী নিউবিয়ার অন্তর্গত ও ইটালীর অধিকৃত।

এই স্থানে উষ্ণতা অত্যধিক; এমন কি, আমরা যখন হুরি যোগে বন্দরে অবতীর্ণ হইয়া বাজার ও দোকান ইত্যাদি দর্শন করিতেছিলাম, তখন শীত ঋতু থাকা সত্বেও আমাদের অতিশয় গরম বোধ হইতে লাগিল। তাহা নগর বাসিগণের নিকট প্রকাশ করাতে, তাহারা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "ইহা ত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না, এখন ত শীত কাল।" তৎশ্রবণে আমরা অবাক্ হইলাম এবং গ্রীষ্ম কালে এখানে কিরূপ গরম অনুভূত হয় ও অধিবাসিগণ কিরূপেই বা তথায় বাস করিয়া থাকে, আমরা সেই ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই কৃষ্ণকায়।

এখানকার বাজারে কুক্কুট, ডিম্ব এবং মৎস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

এই বন্দরের সমুদ্র গর্ভে কোন কোন সময় মুক্তা পাওয়া যায়, এজন্য স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকল সময়ই ছদফ উত্তোলন করিয়া থাকে। এই স্থানের মাতৃভাষা আরবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

—o—

পঞ্চম ভাগ।

—o—

বোগ্দাদ-ভ্রমণ।

প্রথম অধ্যায়।

—o—

পূর্ব্বাভাষ।

যাঁহারা 'বয়তোল্-মোকদ্দস' দর্শনান্তে পোর্ট সয়ীদ হইতে ষ্টীমার যোগে বোম্বাই গমন না করিয়া "বোগ্দাদ" দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জাফা হইতে ষ্টীমার যোগে "বৈরুত" এবং বৈরুত হইতে রেলযোগে আলেপ্পো (হলব) গমন করা কর্ত্তব্য।

"বৈরুত" হইতে "রেয়াক" নামক জংসন ষ্টেসন ৪৩ মাইল ব্যবধান, তাহার ভাড়া ২৶১৫ এবং রেয়াক হইতে আলেপ্পো ২০০ মাইল ব্যবধান, তাহার ভাড়া ১০৲ টাকা। রেয়াক হইতে আলেপ্পো পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট চারিটী নগর অবস্থিত। যথা:—১। বাল্‌বক্, ২। হাম্‌স্, ৩। হামা এবং ৪। আলেপ্পো।

পর্য্যন্ত ১০৲)। সেই 'বাল্‌বক্‌' দ্বিতীয় ষ্টেসন। হামস্‌—৭ম ষ্টেসন এবং বিশেষ দর্শন যোগ্য স্থান।* ইহা ধার্ম্মিক মহাত্মাগণের লীলাভূমি ছিল। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর মহাত্মা হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজি) —ফতুহশ্বামে যাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত আছে, তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তৎপুত্র আবদুর রহমানের সম্মানিত সমাধি এই নগরীতে অবস্থিত। হজরত ওমর-বিন্‌ খাত্তাবের (রাজি) পুত্র আবদুল্লা এবং হজরত আলীর (করঃ) ভ্রাতা জাফর তৈয়ারের (রাজি) বংশধরগণের সম্মানিত সমাধি এই স্থানেই আছে।

মহাত্মা আবুদ্দরদার (রাজি) মসজিদ এবং মহাত্মা হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদের বাস ভবনও দর্শনোপযোগী। আমাদের হজরত রেসালত পানার (দঃ) মুক্তি প্রাপ্ত দাস (আযাদ গোলাম) মহাত্মা সোবানের (রাজি) সম্মানিত সমাধিও এই নগরে আছে।

হামা ঃ—রেয়াক হইতে ১০ম ষ্টেসন, ইহা একটী সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নগর। এই স্থানে অশ্ব ও শকটারোহণে ভ্রমণ করার বিশেষ সুবিধা এবং এখানকার বাজারে নানারূপ খাদ্য-সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। রসনা তৃপ্তিকর সুখাদ্য সামগ্রী হোটেলে বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

আলেপ্পো (Aleppo)—এই লাইনের শেষ ষ্টেসন। ইহা একটী উল্লেখযোগ্য বৃহৎ নগর। এই নগরের দোকান ও হোটেল সমূহ প্রকাণ্ড ও সৌন্দর্য্যময়। গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীর জন্য হোটেলওয়ালাগণ ষ্টেসনে প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এজন্য ভ্রমণকারীদিগকে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইহা দামেস্কসের উত্তর দিকে অবস্থিত বিধায় এখানে অত্যন্ত শীত অনুভব হয়

প্রেরিত মহাপুরুষ মহাত্মা জকরিয়া (আঃ) এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানিত সমাধি "জামেয় জকরিয়া" (আঃ) নামক অতীব সুদৃশ্য প্রকাণ্ড জামেয় মস্‌জিদের হানিফী মসল্লার নিকটে পূর্ণাড়ম্বরে অবস্থিত। এই সম্মানিত মস্‌জিদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মাদ্রাসা অবস্থিত, তাহাকে "হাল্‌ওয়াইয়াহ্‌" বলা হয়। মোসলেম আধিপত্যের প্রথমাবস্থায়ই এই মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই নগরে ১। জামেয়্‌ আদলীয়া, ২। জামেয়্‌ বাহ্‌রমীয়া এবং ৩। জামেয়্‌ ওস্‌মানীয়া নামক তিনটী মস্‌জিদও দর্শন যোগ্য। আলেপ্পো নগরে "হাজী ইউসফ" দালাল সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

আলেপ্পো হইতে শকটারোহণে মৌসল হইয়া বোগ্দাদ এবং বস্‌রা (বস্রা) গমন করিতে পারা যায়। পথিমধ্যে ১১দিবস হইতে ২০ দিবস পর্য্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে। পথের প্রত্যেক স্থানে তুরস্ক সোলতানের চৌকী আছে। অর্দ্ধ দিবস গমন করার পর অর্দ্ধ দিবস এবং সারা রাত্রি তথায় অবস্থান করিতে হয়। ১০।১২ খানি অশ্ব-যান একত্রে গমন করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত পথিকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সরকারী গার্ডগণ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ইহার ভাড়া কোনও কোনও সময় ৩ গিনি—অর্থাৎ ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ—

স্থলপথে—ফোরাত নদী হইয়া ২৬৲ টাকা ভাড়াতে, আনুমানিক ২৬ দিবসের পর মুচ্‌ইয়া নগরে গিয়া, তথা হইতে শকটারোহণে ৩ ঘণ্টার পর "কারবলা" প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অর্দ্ধ পথে হজরত এমাম হোসায়েন (রাজি) সাহেবের পুত্রের পবিত্র সমাধি আছে।

কারবলা।

কারবলার নাম শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ এবং নয়ন জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়। হায়! আমাদের হজরত সাহেবের নয়ন-পুত্তলী এবং মা ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ) ও হজরত আলীর (কর) হৃদয়ের ধন, সেই মহাত্মা এমাম সাহেব, কুফাবাসিগণের কপট আহ্বানে ভুলিয়া সোণার মদিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কারবলায় উপস্থিত এবং দেমেস্কাধিপতি পাপীষ্ঠ এজিদের কুফার রাজপ্রতিনিধি পাপাত্মা ওবায়দুল্লার প্রেরিত সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই এজিদি সৈন্যগণ ফোরাত নদীর জল অবরোধ করায়, এই কারবলার মাঠে তাঁহার সন্তান ও সহচরগণের প্রাণ পানি পানি করিয়া বিয়োগ হইয়াছিল। এই কারবলার মাঠেই তাঁহার পবিত্র মস্তক পাপাত্মা শেমর নাবখ্তের অস্ত্রাঘাতে দেহচ্যুত হইয়াছিল। সেই দুঃখের কাহিনী বলিতে ও শুনিতে গেলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!! এই মর্ম্মদাহী হৃদয় বিদারক শোকাবহ ঘটনা ৬১ হিজরীর ১০ই মোহর্‌রম (শুক্রবার) তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। তথায় সৈয়দেনা হোসায়েন ও আব্বাস (রাজিঃ) এবং মহাত্মা হর্‌রা ও অসংখ্য শহীদের সম্মানিত সমাধি দর্শন ও তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করা মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

নজফে-আশ্‌রফ্।

কারবলা হইতে শকটারোহণে ৬ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্মানিত "নজফে আশরফ" ও কুফায় গমন করিতে পারা যায়; নজফে আশরফে মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সম্মানিত সমাধি এবং তন্নুর নুহ্ (আঃ) দর্শন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বোগদাদ দর্শন।

বাগদাদ বা বোগদাদ—মুস্লেম সাম্রাজ্যের পুরাতন মহানগরী ও গৌরবান্বিত রাজধানী। এই মহানগরী খলিফা মন্সুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আব্বাসিয়া খলিফাগণের রাজধানী ছিল। এই সমৃদ্ধিশালী মহা নগরীতেই সেই বহু মান্যাস্পদ পীরানে পীর মহামান্য হজরত বড় পীর সাহেব অবস্থান ও বহুসংখ্যক তাপস এবং মহা বিদ্বান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পুরাতন বোগদাদ ও নূতন বোগদাদ।

পুরাতন বোগদাদ।

কারবলা হইতে শকটারোহণে ২॥০ টাকা ভাড়াতে পুরাতন বোগদাদে গমন করিতে পারা যায়। তথায় খাজা হাবীব আজমী, খাজা মারুফ্ কর্খী, খাজা ছরিসকতি, খাজা জুনেইদ বোগদাদী, খাজা ভাহ্লুল দানা, এবং খলিফা হারুণ্ রশিদের সহধর্ম্মিণী জগদ্বিখ্যাত মহারাজ্ঞী জোবায়দা খাতুনের সম্মানিত সমাধি অবস্থিত।

নূতন বোগদাদ।

ইহা পুরাতন বোগদাদ হইতে ১॥০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। [illegible]ান সময় এই নব বোগদাদই সমধিক-সমুন্নত এবং সরকারী অফিস

বাবশেখে,—কাদেরী খান্দানের সৃষ্টিকর্ত্তা হজরত পীরাণে পীর মহাত্মা সৈয়দেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ—অর্থাৎ তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক) সাহেবের অতি উন্নত ও প্রকাণ্ড এবং বিশেষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট সমাধি মন্দির অবস্থিত। এই পবিত্র সমাধির নিকটেই তাঁহার বংশধর সৈয়দেনা আবদুল জব্বার সোলায়মান, মোস্তফা এবং সৈয়দ আলীর (রাঃ) সম্মানিত সমাধি অবস্থিত। অন্য স্থানে তাঁহার গুরু শেখ ছেরাজুদ্দীনের (রাঃ) সমাধি বিরাজিত।

এই সম্মানিত মহানগরীতেই শেখ উমর এবং সেই মহামান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রচারক মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী (রাঃ), হজরত আলীর (কর) ভৃত্য কমবীর, শেখ মারুফ করখীর, খলিফা শেখ মোহাম্মদ এবং শেখ মোহাম্মদ রফাঈর সম্মানিত সমাধি অবস্থিত। বোগদাদ হইতে ষ্টীমার যোগে ৴৹ আনা ভাড়াতে কাজেমীন গমন করিতে পারা যায়। তথায় সৈয়দেনা হজরত মুসা কাজেম, এমাম জওয়াদ, সৈয়দেনা ইব্রাহিম, সৈয়দেনা ইস্মাইল এবং মজ্হাবের অনুষ্ঠাতা সৈয়দেনা ইমাম আবু ইউসুফের (রহঃ) সম্মানিত সমাধি অবস্থিত। "কাজেমীন" হইতে অল্প ব্যবধানে "বাব্‌র" নামক পুল পার হইয়া "মোয়াজ্জম" নামক গ্রামে গমন করিতে হয়। তথায় মজ্হাবের সর্ব্ব প্রধান অনুষ্ঠাতা হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা নোমান কুফী বিন্ সাবেত এবং তাঁহারই শিক্ষক মহাত্মা হেমাদ (রহঃ) ও তাপস শ্রেষ্ঠ শেখ শিব্‌লী, শেখ বশর হাফী এবং রাবেয়াহ্ বিন্নে শেখ জমালের (রহঃ) সম্মানিত সমাধি আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

—o—

বস্‌রা।

বোগ্দাদ হইতে বস্‌রা ৫০০ মাইল ব্যবধান, ষ্টীমার যোগে তথায় গমন করিতে ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৫৲। বস্রায় সৈয়দেনা হজরত জোবায়ের, সৈয়দেনা হজরত তাল্‌হা, সৈয়দেনা হজরত আনস্‌-বিন-মালেক, সৈয়দেনা আতবাহ, খাজান, হজরত হাসন বস্‌রী এবং রাবেয়াহ বসরীয়ার (রাজিঃ) পবিত্র সমাধি অবস্থিত। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মহাত্মা হজরত সলমন ফারসীর (রজি) সম্মানিত সমাধি আছে। এই জন্য কাপ্তানগণ এই স্থানে ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ষ্টীমার থামাইয়া রাখে। ইত্যবসরে ষ্টীমার হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই সম্মানিত সমাধি দর্শন করার সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—o—

(বস্‌রা হইতে বোম্বাই প্রত্যাগমন।)

মেইল ষ্টীমার বস্‌রা হইতে ৭ দিবসে করাচি এবং ৭½ কিম্বা ৮ দিবসে বোম্বাই বন্দরে পঁহুছায়। ইহা কেবল কয়েক স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহার ভাড়া একটু অধিক—অর্থাৎ করাচি পর্য্যন্ত ১৮৲ ও বোম্বাই পর্য্যন্ত ২৪৲ টাকা।

অন্যান্য মালবাহী ষ্টীমার ফাও, আবুশহর (বুশায়র), বাহ্‌রায়ন, কিন্‌জা, বন্দর-আব্বাস, জাস এবং মস্কত, এই সমস্ত বন্দরে থামে। সুতরাং এই সকল ষ্টীমারে যাতায়াতে উল্লিখিত স্থানগুলি দর্শন করার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় ভ্রমণকারিগণের পক্ষে মেইল ষ্টীমারে গমন না করিয়া, এই সকল ষ্টীমারেই যাতায়াত করা উচিত। উপরোক্ত স্থানাদিতে অপেক্ষা করার কারণে এই শ্রেণীর ষ্টীমারে করাচি পঁহুছিতে ৯ দিবস এবং বোম্বাই পঁহুছিতে কিছু কম ১০ দিবস লাগে। করাচি পর্য্যন্ত ভাড়া ১৫৲ টাকা।

বাব-ছিকান্দর।

মসোবা হইতে জাহাজ এক দিবসেই "বাব-ছিকান্দর" * নামক স্থানের নিকটে পঁহুছে, ইহা সমুদ্র-গর্ভস্থিত পর্ব্বতমালা। তথায় একটী প্রকাণ্ড বাতিঘর (Light House) আছে। রাত্রিকালে তাড়িত আলো দ্বারা তথায় বিরাট আলো প্রজ্জ্বলিত করা হইয়া থাকে। শুনা গেল, মহামান্য সোল্‌তানের একদল সৈন্য সেখানে নিয়ত অবস্থান করে। বাব-ছিকান্দর হইতে ষ্টীমার অর্দ্ধ দিবসে আদন (এডেন) পঁহুছে।

১৯১৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি—এই সময়ের মধ্যে এই ভ্রমণ করা হইয়াছিল। †

---

* সম্ভবতঃ ইহা বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীর খুব নিকটেই অবস্থিত।

† যাঁহারা এই ভ্রমণ যাত্রাকালে গ্রন্থকারের জন্য শোকাকুল ও অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং গ্রন্থকারের সঙ্গে বহুদুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ও যাঁহারা গ্রন্থকারের হিতাকাঙ্ক্ষী, বারান্তরে তাঁহাদের নামের লিষ্ট প্রকাশ করার বাসনা রহিল।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

দিন দিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ লক্ষণানুসারে ইহা সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়, অথচ রোগের লক্ষণের বিপরীত ঔষধ সেবনে ও কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; এজন্যই সর্ব্বত্র দ্রুতবেগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রসার হইতেছে।

আরক, বটিকা এবং চূর্ণ এই তিন প্রকার ঔষধ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ঔষধের গুণ প্রায় সমান, তবে কোনও স্থানে লইয়া যাইতে হইলে যেই স্থলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া না যায়, সেই স্থলে বটিকাই উপকারী।

আরক :—পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক কাচ্চা (অর্দ্ধ আউন্স) জলের সঙ্গে এক বিন্দু, বালকের পক্ষে অর্দ্ধ বিন্দু, নিতান্ত শিশুর পক্ষে এক বিন্দুর তৃতীয় বা চতুর্থ ভাগ।

বটিকা :—পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে বড় বটিকা একটী, বালকের পক্ষে অর্দ্ধ এবং শিশুর পক্ষে এক তৃতীয়াংশ। চূর্ণ :—পূর্ণ বয়স্কের জন্য এক গ্রেণ বা অর্দ্ধ রতি। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ এবং শিশুর এক তৃতীয় গ্রেণ।

জ্বর :—অবিরাম জ্বরে 'একোনাইট' ৩× প্রতি ঘণ্টায় সেবন করিলে, ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের বিশ্রাম হয়। বমি হইলে 'ইপিকাক' ৩× দুই ঘণ্টা অন্তর। অত্যধিক শিরঃপীড়া ও জলের পিপাসা থাকিলে 'ব্রায়োনিয়া' ৩× কিম্বা 'বেলেডোনা' ৩× দুই ঘণ্টা অন্তর। প্রলাপ

থাকিলে ও বিশ্রাম না হইলে 'ব্যাপ্‌টিসিয়া' ১× দুই ঘণ্টা অন্তর। অতিরিক্ত ভেদ হইলে 'চায়না' ৩× প্রত্যেক ভেদের পর। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে 'নক্সভোমিকা' ৩০। অর্শঃ—প্রাতঃকালে 'সলফার' ৩০, সন্ধ্যাকালে 'নক্সভোমিকা' ৩০। রক্তস্রাব থাকিলে 'হামা মেলিস' ৩×, এই রোগে "ইস্কুলস" ৩× ও উপকারী।

কাশরোগ :—'ব্রায়োনিয়া' ৩×।

আমাশয় :—'মার্কুরিয়াস-সলিউবিলিস' ৩× প্রতি ঘণ্টায়। রক্তামাশয় :—'মার্কুরিয়াস-করোসাইভস্' ৩× প্রতি ঘণ্টায়। রক্তের ভাগ কমিয়া আসিলে 'পলসেটিলা' ৩× দুই ঘণ্টা অন্তর। এলো-প্যাথিক :—'সলফারিক এসিড' ২০ ফোঁটা, 'ওপিয়মের আরক' ৫ ফোঁটা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

ওলাউঠা :—হিমাঙ্গ বা চরম অবস্থায় 'এসিড হাইড্রোসিয়ানিক' ৩০; ভেদ অপেক্ষা বমন বেশী থাকিলে 'ইপিকাক' ৬ বা ৩০; মূত্র বন্ধ 'ক্যান্থারিস' ৩×, ৬ বা ৩০। 'একোনাইট' ১× প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে এবং শত করা ৯০ জন রোগী আরোগ্য লাভ করে। স্মিথ কোং "কলেরা মিক্‌শ্চার (Smith Stanistreet & Cos Cholera Mixture) ও বিশেষ উপকারী।

গ্রন্থকার দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদা ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন ; এজন্য উপরোক্ত ঔষধের উপকারিতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তথাপি ডাক্তার যে, এম, বৈদ্যকে (Dr. J. M, Boiddo) দেখান হইয়াছে।